অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত।

" নাটকং খ্যাতবৃত্তংস্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতং।
বিলাসর্দ্ধ্যাদি গুণবদ্‌যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি নানারস নিরন্তরং।
পঞ্চাদিকাদশ পরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায় কর্ত্তৃক

বঙ্গসাধুভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

কসাইটোলা নং ৬০

১২৬২

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ মহাকবিশ্রীকালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকের অনুরূপ অনুবাদ। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে যে রূপ অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বাঙ্গালা অনুবাদে সেইরূপ প্রীতির প্রত্যাশা করা অসম্ভব; কেননা কোন গ্রন্থ এক ভাষাহইতে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত করিতে হইলে তাহার লালিত্য ও মিষ্টতা সহজেই হ্রাস পায়; বিশেষতঃ শকুন্তলা নাটক স্থানে স্থানে এরূপ দুরূহ যে তাহা সুচারু রূপে ভাষান্তর করা দুঃসাধ্য। শকুন্তলা নাটক অনুবাদ করিয়া যশ কি অযশ সঞ্চয় করিলাম, তাহা চিন্তা করিলে সংশয় মাত্র বৃদ্ধি হয়, যাহা হউক সাধারণের সমীপে ইহা প্রচারিত হইলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

কলিকাতা }
১২৬২ শাল }

বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দুষ্মন্ত, (নায়ক)	পুরুবংশীয় রাজা।
মাধব্য, বিদূষক উপাধি	রাজা দুষ্মন্তের পারিষদ্।
ভদ্রসেন	রাজার সেনাপতি।
পিসুন	রাজার মন্ত্রী।
রৈবতক বেত্রবতী	রাজার প্রতিহারী অর্থাৎ পরিচারক।
কণ্ব, (মুনি)	শকুন্তলার পালক পিতা।
বৈখানস	ঋষি।
শার্ঙ্গরব শারদ্বত মিশ্র হারীত	কণ্ব শিষ্য।
দুর্ব্বাসা	ঋষি।
কশ্যপ	মহর্ষি।
গালব	কশ্যপশিষ্য।
মাতলি	ইন্দ্র সারথি।
শকুন্তলা (নায়িকা)	কণ্বের পালিতকন্যা ও দুষ্মন্তের মহিষী।
প্রিয়ম্বদা অনসূয়া	শকুন্তলার সহচরী।
বসুমতী	রাজার প্রথমা মহিষী।
গোতমী	কণ্ব মুনির ধর্ম্ম ভগিনী
মেনকা	অপ্সরা, শকুন্তলার জননী।
মিশ্রকেশী	অপ্সরা।
চতুরিকা	রাজার পরিচারিকা।
পিঙ্গলিকা	রাজ্ঞী বসুমতীর চেটী।
অদিতি	কশ্যপভার্য্যা।
সুব্রতা	তাপসী।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী। [১]
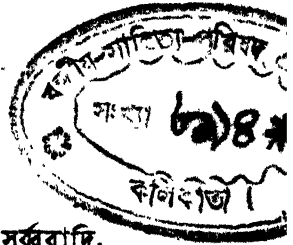
যে মূর্ত্তি সর্ব্বের আদি, এই মত সর্ব্ববাদি,
যাহা সদা ঘৃতাহুতি করয়ে ধারণ।
আর যেই মূর্ত্তিদ্বয়, দিবা নিশি রূপ হয়,
যাহা যজমান রূপে হয় গো গণন॥
যেবা ব্যাপ্ত চরাচরে, যেবা জীব রক্ষা করে,
যেবা এই ত্রিভুবন ব্রহ্মাণ্ড কারণ।
সেই অষ্ট মূর্ত্তিধারী, মহাদেব ত্রিপুরারী,
প্রসন্ন হইয়ে সবে করুন রক্ষণ॥ [২]

---

[১] নাটকের প্রথমে আশীর্ব্বাদসূচক বাক্য।

আশীর্ব্বচন সযুংক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
দেবদ্বিজ নৃপাদীনাং তস্মানান্দীতি সাম্মৃতা॥

[২] জল, অনল, চন্দ্র, সূর্য্য, যজমান মূর্ত্তি, আকাশ, পবন, পৃথিবী, এই মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তি।

সূত্রধার। [৩] (নান্দ্যন্তে কহিল) আর অধিক বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। (পরে নেপথ্যের [৪] প্রতি অবলোকন করিয়া) আর্য্যে! যদি নেপথ্যবিধান সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে অত্র আগমন কর।

নটী। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্যপুত্র! এই আমি, আজ্ঞা করুন, কোন্ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিব।

সূত্র। আর্য্যে! অশেষ ভাবরসজ্ঞ পরম জ্ঞানগুরু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্বসদৃশ বুধগণরঞ্জিত এই সভামধ্যে, অদ্য কবিগুরু শ্রীকালিদাস বিরচিত অভিনব অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক নাটকের রস বর্ণনে, আইস! আমরা প্রত্যেকে যত্ন বিধান করি।

নটী। মহাশয়ের এ অতি উৎকৃষ্ট সংকল্প, ইহার প্রয়োগে কেহই উপহাস করিবেন না।

সূত্র। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আর্য্যে! শুন তোমাকে বিশেষ কহি।

সাধুজন যতক্ষণ, প্রসন্ন নাহিক হন,
কোন এক প্রসঙ্গ শ্রবণে।
যদ্যপিও সে বিষয়, অতি সুশিক্ষিত হয়,
তবু ভাল নাহি লয় মনে॥

নটী। ইহাই বটে, অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনি আজ্ঞা করুন।

---

[৩] প্রধান নট। [৪] বেশবিন্যাস গৃহ।

সূত্র। আর্য্যে! ঈদৃশ সভায় শ্রোত্রসুখপ্রদ গীত ভিন্ন আর কি করণীয় আছে!

নটী। তবে বলুন, কোন্ ঋতুকে অধিকার করিয়া গীতারম্ভ করিব।

সূত্র। আর্য্যে! সম্প্রতি প্রবৃত্তউপভোগার্হ এই নিদাঘ সময়, ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সঙ্গীত কর। দেখ! এই কালে

শীতল সলিলে স্নান, সুরভি পুষ্পের ঘ্রাণ,
মৃদু মন্দ মলয়ের বায়।
স্বচ্ছন্দে ছায়ার যোগে, নিদ্রা হয় সুখভোগে,
সন্ধ্যার কি শোভা হায় হায়॥

নটী। (গানারম্ভ করিল)

সুকুমার কেশর পাইয়ে অলিগণ।
ক্ষণে ক্ষণে চুম্বিতেছে কর দরশন।
এমন শিরীষ ফুলে, সামোদা প্রমদা কুলে,
মনের হরিষে করে কর্ণ অভরণ॥

সূত্র। সাধু গীত, এই সভাসদগণ তোমার রাগানুরাগে সর্ব্বতোভাবে, চিত্তবৃত্তিরহিত চিত্রপুত্তলিকা প্রায় অবস্থিতি করিতেছেন, বল! এখন কোন্ প্রকরণ অবলম্বন করিয়া ইহাঁদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করি।

নটী। কেন প্রথমেইতো মহাশয় আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, যে অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামে অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করাও।

সূত্র। হাঁ হাঁ প্রিয়ে! এক্ষণে সম্যক্‌স্মরণ হইল, এতাবৎ-কাল আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কারণ

তোমার গীতের রাগে হরি নিল মন।
কুরঙ্গ, ছুষ্মন্ত নৃপে গতিতে যেমন॥

(তৎপরে তাহারা প্রস্থান করিল) [ইতি প্রস্তাবনা। [৫]

ধনুর্ব্বাণ ধারী মৃগানুসারী রথারূঢ় রাজা ছুষ্মন্ত
এবং তৎসারথি উপস্থিত।

সারথি। (রাজা এবং মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ!

কৃষ্ণসার মৃগের হেরিয়ে দ্রুত গতি।
আর নেত্রপাত করি আপনার প্রতি॥
সাক্ষাৎ হতেছে বোধ শঙ্কর যেমন।
হতেছেন ধাবমান কুরঙ্গ কারণ॥

রাজা। সারথে! ঐ মৃগ, দেখ! আমাদিগকে অতি দুরে আনিয়া ফেলিল। সে এখন

রথে দৃষ্টি রাখি ধায়, মুহুর্মুহু ফিরে চায়,
গ্রীবাভঙ্গী অতি সুললিত।
বিস্তারিয়ে পূর্ব্বকায়, পশ্চাৎ কুঞ্চিত প্রায়,
শরের ভয়েতে সশঙ্কিত॥

---

[৫] মূল প্রস্তাবের উত্থাপিকা।

অর্দ্ধভুক্ত তৃণচয়, মুখেতে নাহিক রয়,
পথে পথে হতেছে পতন।
কিবা ঊর্দ্ধ লম্ব করে, স্পর্শ মাত্র ভুমি পরে,
প্রায় শূন্যে করিছে গমন॥

কি আশ্চর্য্য! দেখ! ইহার পশ্চাতেইতো ধাবন করিতেছি; তথাপি ইহা কেন কষ্টে দৃষ্টিগোচর হইতেছে?

সূত। মহারাজ! ভুমি অত্যন্ত উদ্ঘাতিনী, তজ্জন্য অশ্বদিগকে আকৃষ্ট রাখাতে রথের বেগ মন্দীভূত হইবায়, মৃগ দূরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সম্প্রতি সমভুমি পাইয়াছি, আর সে আপনার দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

রাজা। তবে রশ্মি শিথিল করিয়া দাও।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! (রথের বেগ দর্শাইয়া) মহারাজ! দেখুন২! ইহারা এখন,

মুক্তরজ্জু পেয়ে বিস্তারিয়ে পূর্ব্বকায়।
নিজ নিজ পদধূলি উল্লঙ্ঘিয়ে যায়॥
চামর নিষ্কম্প আর কর্ণ ঊর্দ্ধ করি।
দৌড়িছে কি উড়িতেছে বাজী বর্ত্মোপরি॥

রাজা। (সহর্ষ) সারথে! ঘোটকেরা কি হরিণকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে? যেহেতুক

দেখিয়াছি সূক্ষ্ম এখনি যাহা।
সহসা বিশাল হতেছে তাহা॥
অর্দ্ধেকে পৃথক আছিল যারা।
একত্রিত বোধ হতেছে তারা॥

স্বভাবত বক্র বস্তুতে যেন।
সম রেখা সম হতেছে জ্ঞান ॥
সমুখে কি পাশে মৃগ না রয়।
এমন বেগেতে চলিছে হয় ॥

নেপথ্যে। (শব্দ হইল) ভো ভো রাজন্ ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিও না, বধ করিও না।

সারথি। (শ্রবণ করিয়া এবং চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) মহারাজ ! আপনার বাণপাতের পথবর্ত্তি কৃষ্ণসার মৃগের মধ্যে অনতিদূরে দুইজন তপস্বি বর্ত্তমান আছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) তবে ঘোটকদিগকে আকর্ষণ কর।

সুত। যে আজ্ঞা মহারাজ ! (বলিয়া রথ স্থাপন করিল।)

অনন্তর বৈখানস ঋষি শিষ্য সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিলেন।

বৈখা। (হস্তোত্তোলন করিয়া) ভো ভো রাজন্ ! এ আশ্রমের মৃগ, কদাচ বধ্য নয়, কদাচ বধ্য নয়।

কোরো না কোরো না বাণ ইহাতে সন্ধান।
তুলারাশি মৃগদেহ অগ্নি তব বাণ ॥
কোথা এই হরিণের চপল জীবন।
কোথা বজ্রসার শর তীক্ষ্ণ বিলক্ষণ ॥

আরও। সায়ক সন্ধান শীঘ্র কর সম্বরণ।
আর্ত্তপরিত্রাণে তব বাণের সৃজন ॥

নির্দ্দোষিরে অকারণে করিছ হনন।
একর্ম্ম উচিত নয় তোমার রাজন ॥

রাজা। (প্রণাম করিয়া) এই বাণ প্রতিসংহৃত হইল, (বলিয়া তাহাই করিলেন।)

বৈখা। (সহর্ষ) পুরুবংশপ্রদীপ মহারাজের ইহাই করণীয় বটে।

পুরুবংশে জন্মিয়াছ উচিত এ কাজ।
চক্রবর্ত্তী পুত্র তব হবে পৃথ্বীরাজ ॥

শিষ্যও। (হস্তোত্তোলন করিয়া) চক্রবর্ত্তি লক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রাপ্ত হউন।

রাজা। (প্রণাম পুরঃসর) ব্রাহ্মণদিগের অমোঘ বাক্য গ্রহণ করিলাম।

বৈখা। মহারাজ! যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণার্থে আমরা গমন করিতেছি, ঐ মালিনী নদীতীরস্থ অস্মৎ কুলগুরু কণ্ব মুনির আশ্রম; যদ্যপি আপনার অন্য কোন কার্য্য বিশেষের প্রয়োজন না থাকে, তবে তথায় প্রবেশ করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।

সে আশ্রমে ঋষিগণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রতিক্ষণ,
করিছেন নির্ব্বিঘ্নে এখন।
দেখিয়ে সে ভাব রায়, বুঝিতে পারিব তায়,
তব ভুজবল সে কেমন ॥

রাজা। আপনাদিগের কুলপতি মহর্ষি সম্প্রতি সেখানে কি উপস্থিত আছেন?

বৈখা। সম্প্রতি তিনি আপন দুহিতা শকুন্তলার দৈব-প্রতিকূলতা শান্ত্যর্থ, তাঁহাকেই অতিথিসেবনে নি-যুক্তা করিয়া, স্বয়ং সোমতীর্থ পর্য্যটনে গমন করি-য়াছেন।

রাজা। ভাল! তবে তাঁহাকেই দর্শন করিব, এবং তিনিই আমার ভক্তি বিদিত হইয়া, মহর্ষির নিকটে অবশ্য প্রকাশ করিবেন।

বৈখা। মহারাজ! এখন আমরা গিয়া আপন২ কার্য্য সাধন করি। [পরে বৈখানস শিষ্য সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

রাজা। সারথে! তবে শীঘ্র করিয়া চল, পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! (পুনঃ ২ রথের বেগ নিরূপণ করিতে লাগিল।)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) সারথে! বিনা পরি-চয়েই তপোবন বৃত্তান্ত সম্যক্ প্রায় প্রতীয়মান্ হইতেছে।

সূত। কই, কেমন করিয়া মহারাজ!

রাজা। তুমি কি দেখিতেছ না, দেখ এখানে

শুকের শাবক যত, কোটর হইতে কত,
তরু মূলে উড়ি ধান্য ফেলিয়াছে দেখ না।

ভাঙ্গিয়ে ইঙ্গুদীফল, স্থানে স্থানে শিলাতল,
সমুজ্জ্বল করিয়াছে বিচারিয়ে বুঝনা ॥
নির্ভয়েতে মৃগগণে, ভ্রমিছে স্বচ্ছন্দ মনে,
স্যন্দনের শব্দ তারা অনায়াসে সহিছে।
জলাশয় পথোপরি, বল্কল অঞ্চল ঝরি,
বিন্দু বিন্দু জলধারা দেখ পড়ে, রহিছে ॥

আরও দেখ!

পবনেতে সরোবর জল সুচপল।
তাহে ধৌত হইতেছে কুল তরুতল ॥
যজ্ঞের ধূমেতে যত নব কিসলয়।
স্ববর্ণ ত্যজিয়ে সবে ভিন্ন বর্ণ হয় ॥
মৃগশিশু কুশচয় করেছে চর্ব্বণ।
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে তাহাতে কেমন ॥
ধীরে ধীরে নির্ভয়েতে করিছে চারণ।
দেখ দেখ কিবা শোভা হতেছে দর্শন ॥

সূত। সত্য মহারাজ! সকলি দৃষ্ট হইতেছে।

রাজা। (অল্পে অল্পে কিয়দ্দূর গমন করিয়া) সারথে! তপোবননিবাসিদিগের সমক্ষে এই রথ অত্যন্ত বিরোধী, অতএব আমি এই স্থানে নামিব; তাবৎকাল তুমি রথ স্থাপন করিয়া রাখ।

সূত। এই রশ্মি সংযত করিলাম, মহারাজ! অবতরণ করুন।

রাজা। (নামিয়া এবং আপনাকে অবলোকন করিয়া)

সারথে! তপোবনে বিনীত বেশে গমন করিতে হয়, অতএব আমার এই সমস্ত আভরণ ও ধনুঃ তোমার স্থানে রাখ। (বলিয়া প্রদান করিলেন, সারথি গ্রহণ করিলেন।)

রাজা। সারথে! যদবধি আশ্রমবাসিদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন না করি, তদবধি ঘোটকদিগকে পৃষ্ঠে জলসেচন করিয়া আর্দ্র কর।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ। (ইতি প্রস্থিত।)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ পরিক্রম এবং অবলোকন করিয়া) এই যে তপোবনদ্বার, তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া, নিমিত্ত সকল সূচনা করিতে লাগিলেন।) অহো!

তপোবনে বাহু মম স্ফুরে কি কারণ।
কি লাভ হইতে পারে এখানে এমন॥
অথবা হতেও পারে হয় অনুমান।
ভবিতব্য সোপান সে সর্ব্বত্র সমান॥

নেপথ্যে। "এই দিকে এই দিকে প্রিয় সখি!„

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) অহো! বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণে বাক্যালাপ প্রায় শব্দ শুনিতেছি। (পরিক্রম এবং অবলোকন করিয়া) এই যে, তপস্বিকন্যারা স্ব স্ব প্রমাণানুরূপ সেচনকলসদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে জল প্রদান করিবার নিমিত্তে এই দিকেই আসিতেছেন, অহো! ইহাঁদের কি সুন্দর দর্শন।

এরূপ সুন্দর রূপ রাজার দুর্লভ।
ঋষির আশ্রমে দেখি হয়েছে সুলভ॥
বনলতা উদ্যানের লতা সমুদয়।
যেমন সৌরভ গুণে করিয়াছে জয়॥

এইক্ষণে এই ছায়াবলম্বনে কাল প্রতীক্ষা করি। (বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন)।

তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারানুরতা সখীদ্বয় সঙ্গে শকুন্তলার প্রবেশ।

অনসূয়া। ওলো শকুন্তলে! এই আশ্রম বৃক্ষ সকল তোমার অপেক্ষাও তাত কণ্বের প্রিয়তম বোধ হইতেছে; কেননা কুসুমহইতে সুকোমলা যে তুমি, তোমাকে তাহাদের আলবালে বারি পূরণার্থে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

শকুন্তলা। ওলো অনসূয়ে! কেবল পিতার নিয়োগেই যে এরূপ করি তাহা নহে, আমারও ইহাদিগের প্রতি সহোদরের ন্যায় স্নেহ। (বলিয়া জল সেচন করিতে লাগিলেন)।

প্রিয়ম্বদা। সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালীন কুসুমপ্রদ আশ্রম বৃক্ষ সকলকেতো বারি প্রদান করা হইল, আইস যে সকল পাদপপংক্তি সম্প্রতি পুষ্প প্রদান না করে, তাহাদের মূলে গিয়া জল সেচন করি; কেননা

ইহাতে আমাদের ফল প্রত্যাশা না থাকাতে গুরু-
তর ধর্ম্মলাভ হইবেক।

শকু। ওলো প্রিয়ম্বদে! ভাল মন্ত্রণা করিয়াছিস্।
(বলিয়া পুনর্ব্বার তরুমূলে জলসেচন করিতে লাগি-
লেন)

রাজা। (দেখিয়া আত্মগত) (৬) এই কি সেই কণ্বদুহিতা
শকুন্তলা! (সবিস্ময়) আহা! ভগবান্ কণ্ব কি
অসাধুদর্শী, তিনি ইহাকেও কঠোর আশ্রম ধর্ম্মে
নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

কিবা অপরূপ রূপ অতি শোভাকর।
এরে তপঃক্লেশ দেয় এই ঋষিবর॥
যেন পদ্মপত্রে শমীলতা ছেদ করে।
করুণার লেশ নাই তাঁহার অন্তরে॥

যাহা হউক, পাদপান্তরিত হইয়া তাবৎ বিশ্বস্তা এই
রমণীকে দর্শন করি; (ইহা মনে করিয়া লুক্কায়িত
রহিলেন।)

শকু। ওলো অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদা অতি কঠিন করিয়া
আমার বল্কল বন্ধন করিয়া দিয়াছে; অতএব
কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দাও।

(অনসূয়া শিথিল করিয়া দিতে লাগিল।)

---

[৬] আত্মগত অথবা স্বগত অর্থাৎ আপনা আপনি মনে২ বলা।
অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তুতদিহ স্বগতং মতং। ইতি দর্পণঃ।

প্রিয়। (হাস্য করিয়া) ওলো ! তুই আপন যৌবনের প্রতি অনুযোগ করিয়া বল। তোর স্তনভারের বিস্তারতা প্রযুক্তই বল্কলের বন্ধন দৃঢ় বোধ হইতেছে।

রাজা। এ সখী স্বরূপ বলিয়াছে।

স্কন্ধ দেশে গ্রন্থি স্তনে বল্কল পিধান।
তবু এই নববপু কিবা শোভমান॥
পাণ্ডু পত্রোদরে ঢাকা কুসুম যেমন।
সেই রূপ শোভে এই রমণীরতন॥

অথবা ইহার নিরুপম সৌন্দর্য্য গুণে বল্কলেও অলঙ্কারের শোভা ধারণ করিতেছে। দেখ !

শৈবালের সহবাসে, সরসীজ পরকাশে,
তবু সে কতই শোভা পায়।
দেখ দেখি শশধর, মনোহর শোভাকর,
যদিও কলঙ্ক আছে তায়॥
সুকুমারী এই নারী, কিবা রূপ মনোহারী,
তথাপি বল্কল পরিধান।
সুমধুরাকৃতি যারা, ভূষা বিনা শোভে তারা,
এই রূপ রূপের বিধান॥

আরও,

বল্কল পরেছে তবু রূপ অতিশয়।
মাধুরীর ভঙ্গ ইথে কভু নাহি হয়॥

ঈষদ্ বিকশি শতদল সরোবরে।
নিজবৃন্ত কর্কশ তথাপি শোভা ধরে॥

শকু। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) পবনচালিত এই চুত বৃক্ষের পত্রাঙ্গুলি দ্বারা বোধ হয় যেন সে আমাকে কিছু কহিবেক, অতএব ইহার সহিত কিছু সম্ভাষণ করিয়া আসি (বলিয়া গমন করিল।)

প্রিয়। ওলো শকুন্তলে! এই স্থলে এক মুহূর্ত্ত অবস্থিতি কর।

শকু। কি নিমিত্তে।

প্রিয়। সমীপস্থিত তোমাকে দেখিয়া এই চূতবৃক্ষলতা সনাথ প্রায় দীপ্তি পাইতেছে।

শকু। তা বটে, এই কারণ তোমাকে প্রিয়ম্বদা বলে।

রাজা। হুঁ, প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলা প্রতি প্রিয় কথা কহিয়াছে।

অধরের রাগ যেন হয় কিসলয়।
কোমল লতার অনুকারী বাহুদ্বয়॥
কুসুম সদৃশ লোভনীয় এ যৌবন।
ইহার অঙ্গেতে দেখ শোভিছে কেমন॥

অন। সখি শকুন্তলে! এই সহকার বৃক্ষের স্বয়ম্বর বধূ এই নবমালিকা, ইহার নাম তুমি বনতোষিণী রাখিয়াছিলে, তাহা কি ভুলিয়াছ।

শকু। তবে বা আপনাকেও বিস্মৃত হইব, (পরে লতা নিকটে গিয়া অবলোকন পূর্ব্বক সহর্ষা) ওলো অনসূয়ে! এই রমণীয় কাল, এই পাদপমিথুনের অতি-

শয় সুখকর হইয়াছে, যেহেতু এই নবমালিকা যেমন নবকুসুমযৌবনা, সেইরূপ এই সহকার বৃক্ষও বদ্ধ-ফলতাপ্রযুক্ত উহার সম্ভোগক্ষম হইয়াছে।

প্রিয়। (হাস্য করিয়া) অনসূয়ে! জানিস্ কি নিমিত্ত শকুন্তলা এই বনতোষিণী প্রতি সতৃষ্ণনয়নে অতি-মাত্র দৃষ্টিপাত করে।

অন। না আমিতো তাহা জ্ঞাত নহি, তবে আমাকে বল দেখি।

প্রিয়। যেমন এই বনতোষিণী আত্মানুরূপ পাদপের সহিত সুসঙ্গতা হইয়াছে, সেইরূপ শকুন্তলাও আ-পন মনোমত ভর্ত্তা পায়, এই তার ইচ্ছা।

শকু। এ কেবল তোদের আপন মনোগত অভিলাষ। (এই বলিয়া কলসীর জল বর্জ্জন করিল।)

অন। ওলো শকুন্তলে! তাত কণ্ব তোমাকে এবং এই মাধবীলতাকে সমান যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন, তবে কি নিমিত্তে তুমি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ।

শকু। তবে বলনা কেন আমি আত্মাকেও বিস্মৃত হইব; (পরে ঐ মাধবীলতার নিকটে গিয়া অবলোকন পূর্ব্বক হর্ষের সহিত বলিল,) আশ্চর্য্য২! প্রিয়ম্বদে! আমি তোর একটি প্রিয় কথা কহি।

প্রিয়। সখি! আমার কি প্রিয় কথা।

শকু। দেখ! অসময়ে এই মাধবীলতা মূল পর্য্যন্ত মুকুলিত হইয়াছে।

প্রিয়। (সত্বরে নিকটে গিয়া) হাঁ সখি সত্য সত্য।

শকু। সত্য কি দেখিতেছ না।

প্রিয়। (হর্ষের সহিত নিরূপণ করিয়া) সখি তোরও একটি প্রিয় কথা আমি বলিতেছি।

শকু। আমার প্রতি কি প্রিয় কথা।

প্রিয়। তোমার অতি শীঘ্র বিবাহ হইবে।

শকু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) এ সকল তোর আপন মনোগত কথা, আর তাহা শুনিব না।

প্রিয়। সখি! ইহা পরিহাস করিয়া বলিতেছি না, তাত কণ্বের মুখে শুনিয়াছি, এ সকল লক্ষণ তোমার মঙ্গলসূচক।

অন। সখি প্রিয়ম্বদে! এই নিমিত্ত বটে শকুন্তলা অতি স্নেহে মাধবীলতাতে জল সেচন করে।

শকু। এ আমার ভগিনী হয়, তবে কেননা জল সেচন করিব। (ইহা কহিয়া কলসী ধরিয়া জল সেচন করিতে লাগিল।)

রাজা। এই কন্যা নিশ্চয় এই কুলপতি ঋষির অসবর্ণ ক্ষেত্রসম্ভবা, অথবা সন্দেহ করা নিষ্ফল।

ক্ষত্রিয় গ্রহণ যোগ্য হইবে নিশ্চয়।
নহে কেন মম মন অভিলাষী হয়॥
সন্দেহবিহীন দ্রব্যে সাধুর প্রবৃত্তি।
প্রমাণ তাহার যদি না হয় নিবৃত্তি॥

তথাপি ইহার উপলব্ধি করিব।

শকু। (ব্যস্ত হইয়া) অহো ! সলিলসেক দ্বারা একটা মধুকর নবমালিকা ত্যাগ করিয়া আমার বদন অভিলাষ করিতেছে ; (বলিয়া ভ্রমরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।)

রাজা। স্পৃহা সহিত অবলোকন করিয়া) অহো ! মধুকরকে তাড়না করিতেছে, ইহাই বা কি রমণীয়।

যে দিকে ধাইছে অলি, বামাক্ষি “ আঃ একি বলি ”

সেই দিকে ফিরায় লোচন।

দৃষ্টি ভঙ্গি সমুদয়, মনন ব্যতীত হয়,

ভয়ে ভুরু করে নিবর্ত্তন ॥

অপিচ। (ঈষৎ কুপিত হইয়া।)

সকম্পিত অপাঙ্গ স্পর্শিছ বারবার।
কর্ণ মূলে মৃদুধ্বনি করিছ তাহার ॥
সরস কৌতুক যেন করিছ বর্ণন।
কর কাঁপাইয়ে ধনী করিছে বারণ ॥
তবু তার মুখামৃত করিতেছ পান।
রতির সর্ব্বস্ব হয় ও বিধুবয়ান ॥
নাপায় ইহার তত্ত্ব হীন মতি নর।
তুমি সবা হতে কৃতি ওহে মধুকর ॥

আরও। ভুরুলতা বিলাসেতে চঞ্চল নয়ন।
ইতস্তত করে কিবা দৃষ্টি বিতরণ ॥
ত্রিবলিত মধ্যদেশ কম্র পয়োধর।
পুনঃ পুনঃ বিবর্ত্তন দৃশ্য মনোহর ॥

করাগ্র পল্লব সম করয়ে কম্পন।
শীৎকারে অধর হয় ভিন্ন অনুক্ষণ॥
মধুকরে লজ্জিবারে হতেছে দর্শন।
বিনা বাদ্যে যেন রামা করিছে নর্ত্তন॥

শকু। ওরে রক্ষা কর, দেখ না এই বালাই মধুকর আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে।

উভে। ঈষৎ হাস্য করিয়া) কে বল তোমাকে পরিত্রাণ করিবে, কার এমত শক্তি আছে, তবে এখন দুষ্মন্ত রাজাকে ডাক, রাজাই তপোবন রক্ষা করিয়া থাকেন।

রাজা। এইতো আমার দর্শন দিবার সময়। ভয় নাই ভয় নাই ; (এই অর্দ্ধোক্তি মাত্রেই মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি যে স্বয়ং রাজা তাহা ইহারা জ্ঞাত হইলেও হইতে পারে, আমি অতিথি ভাব অবলম্বন করি।)

শকু। এখনতো দুরন্ত ভ্রমর স্থির হইল না আমি অন্যত্র যাই ; (কিয়ৎ পাদান্তরে গিয়া) এখানেও যে এ আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল।)

রাজা। (সত্বর নিকটে গিয়া) আঃ

পুরুবংশ রাজার এ শাসিত ভুবন।
কার সাধ্য এই রাজ্যে করয়ে পীড়ন॥
মুগ্ধা মুনিকন্যাগণ সরল হৃদয়।
তাহাদের ক্লেশ দিতে কার সাধ্য হয়॥

(সকলে রাজাকে দেখিয়া সলজ্জ হইল।)

সখীদ্বয়। মহাশয় ! আর কিছু অহিত হয় নাই, কেবল এই প্রিয় সখী দুষ্ট মধুকর দ্বারা ব্যাকুলিতা হইয়া কাতরীভূতা হইয়াছেন।

(এই বলিয়া শকুন্তলাকে দেখাইল।)

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) কেমন, তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

(শকুন্তলা অবাঙ্ মুখী দণ্ডায়মানা রহিল।)

অন। হাঁ হইতেছে, সম্প্রতি অতিথি বিশেষের লাভ দ্বারা আরো বৃদ্ধি হইল।

প্রিয়। কেমন মহাশয়ের শুভাগমনের মঙ্গলত বটে ; ওলো শকুন্তলে, যাও পর্ণশালা হইতে ফল ও অর্ঘ্য পাত্র লইয়া আইস। এখানে যে জল আছে তা-হাতে পাদোদক হইবেক। (বলিয়া ঘট দর্শাইল।)

রাজা। তোমাদের সত্য কথাতেই আমার আতিথ্য করা হইয়াছে।

প্রিয়। তবে মহাশয় এই প্রচ্ছায়শীতল সপ্তপর্ণ বৃক্ষের বেদিকাতে অধিষ্ঠান করিয়া শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাওত উপস্থিত কর্ম্মে পরিশ্রান্তা হইয়াছ, অতএব মুহূর্ত্তকাল কেন উপবেশন কর না।

অন। (জনান্তিক করিয়া) (৭) সখি শকুন্তলে ! আমা-

---

[৭] ত্রিপতাক কর নয়ন পার্শ্বে ব্যবধান রাখিয়া এক ব্যক্তিকে গোপন করত অন্যব্যক্তির সহিত সংলাপ।

অন্যোন্যা মন্ত্রণং যত্তু জনান্তে তজ্জনান্তিকং।

দিগের অতিথি সেবার নিমিত্ত দ্রব্যাদি আহরণ করা উচিত বটে, কিন্তু আইস এখানে কিঞ্চিৎকাল উপবেশন করি। (বলিয়া সকলে বসিল।)

শকু। (মনে মনে) ইহাঁকে দর্শন করিয়া তপোবন বিরোধি মদন বিকার কি নিমিত্ত হইতেছে।

রাজা (সকলকে অবলোকন করিয়া) তোমাদের পরস্পরের তুল্যবয়স ও রূপ সেই নিমিত্ত তোমাদের সৌহার্দ্দ অতি রমণীয় হইয়াছে।

প্রিয়। (জনান্তিক করিয়া) অনসূয়ে! কে বল, এই চতুর গম্ভীরাকৃতি ব্যক্তি প্রিয় মধুরালাপে প্রভাব বন্দনীয় প্রায় দৃষ্ট হইতেছেন।

অন। সখি! আমারও জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ করিয়া) মহাশয়! আপনার মধুরালাপজনিত বিশ্বাস, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে মন্ত্রণা দিতেছে, যে আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন ? এবং কোন্ দেশ বা আপনকার বিরহে কাতর করিয়াছেন ?
আর কি নিমিত্তেই বা মহাশয় সুকুমার হইয়া তপোবনের পরিশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন ?

শকু। (আত্মগত) হৃদয়! উতলা হইও না, অনসূয়া মনোগত প্রস্তাব করিয়াছে।

রাজা। (স্বগত) এখন কি প্রকারে বা আপনাকে পরিচিত করিব, আর কি রূপেই বা আপনাকে গোপন

করিব; (চিন্তা করিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) ভাল, হ-উক, ইহাকে এইরূপ বলি। সখি! আমি পুরুবং-শোদ্ভব নৃপতির নগরধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত হইয়া পুণ্যাশ্রম দর্শন প্রসঙ্গে এই ধর্ম্মারণ্যে আসিয়াছি।

অন। অদ্য অত্রস্থ ধর্ম্মচারিগণ সনাথ হইলেন।

(শকুন্তলা লজ্জা প্রদর্শন করিল)

সখিদ্বয়। (উভয়ের আকার বিবেচনা করিয়া, জনান্তিক পূর্ব্বক) সখি শকুন্তলে! যদি অদ্য পিতা এস্থানে থাকিতেন—

শকু। তাহা হইলে কি হইত।

সখিরা। তাহা হইলে জীবিতসর্ব্বস্ব দান করিয়াও এই অতিথিকে কৃতার্থ করিতেন।

শকু। (কুপিতা প্রায় হইয়া) যা এখান হইতে যা, কিছু বুঝি মনে করিয়া মন্ত্রণা করিতেছিস, আমি কিছুই শুনিব না।

রাজা। আমিও তবে তোমাদের সখী সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ কথা জিজ্ঞাসা করিব।

সখীদ্বয়। মহাশয়! এ আপনকার অনুগ্রহ প্রায় অভ্যর্থনা।

রাজা। ভগবান কণ্ব মুনি নিত্য ব্রহ্মচর্য্যায়রত, কি প্রকারে তোমাদের এই সখী, তাঁহার ঔরস জাতা হইলেন।

অন। মহাশয়! শ্রবণ করুন, কৌশিকনাম গোত্রে এক মহা তেজস্বি রাজর্ষি আছেন (৮)।

---

[৮] বিশ্বামিত্র।

রাজা। হাঁ হাঁ, আছেন শুনিয়াছি।

অন। আমারদের এই প্রিয় সখী, তাঁহারি দুহিতা তবে ইহার উজ্ঝিত শরীর পোষাণাদি জন্য তাত কণ্ব ইহার পিতা।

রাজা। উজ্ঝিত শব্দে আমার অতি কৌতুহল জন্মিল, অতএব ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

অন। মহাশয়! শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে গোমতী তীরে উক্ত রাজর্ষি অতি উগ্র তপস্যা করিতে প্রবর্ত্তমান হইলে দেবতারা শঙ্কিতচিত্ত হইয়া তপোবিঘ্ন কারিণী মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন।

রাজা। হাঁ হাঁ, সমাধিতে দেবতাদিগের ভয় হয় বটে; তাহার পর।

অন। তাহার পর, রমণীয় বসন্ত সময়ে উন্মাদকারি উহার রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে—(৯); (এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিতা ভাব প্রকাশ করিল)

---

[৯] লোলুপ হইয়া তপস্যা বিসর্জ্জন দিয়া মেনকার সহিত বিষয়োপভোগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; কিছুকাল গত হইলে মেনকা গর্ভবতী হইল অকস্মাৎ ঐ মুনির জ্ঞান উদয় হওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মেনকাকে শাপদিতে উদ্যত হইলেন, মেনকা ভয়ে পলায়ন করিল। পথিমধ্যে তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত, একটি কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে কাননে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিল; ঐ কন্যা এক শকুন্ত কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎকাল পরিরক্ষিত হওয়াতে তাহার নাম শকুন্তলা হইল। কিছুদিন গত হইলে ভগবান কণ্বমুনি ঐ কাননে ফলান্বেষণে, প্রবেশ করাতে উক্ত নিঃসহায়া কন্যাকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিয়া প্রতি পালন করিয়া ছিলেন।

রাজা। পূর্ব্বেই আমি অনুভব করিয়াছি ইনি অপ্সরা সম্ভবা।

অন। হাঁ মহাশয়।

রাজা। এমত সম্ভব হয় বটে। কেননা,

এরূপ মানুষী হতে সম্ভব না হয়।
ধরা হতে হয় কোথা শশির উদয়॥

(শকুন্তলা লজ্জানম্রমুখী হইয়া রহিল)

রাজা। (আত্মগত) হাঁ এখন আমার মনোরথ অবকাশ প্রাপ্ত লইল, কিন্তু সখী কর্ত্তৃক পরিহাসছলে পরিণয় প্রস্তাব শুনিয়া আমার চিত্ত দ্বৈধীভাবকাতর হইতেছে।

প্রিয়। (শকুন্তলাকে দেখিয়া সহাস্য নায়ক প্রতি অভিমুখী হইয়া) মহাশয়! পুনর্ব্বার যেন আর কিছু কহিবেন এরূপ আপনার আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে।

(শকুন্তলা সখির গাত্র অঙ্গুলিদ্বারা তর্জ্জন করিল)

রাজা। সম্যক্ অনুভব করিয়াছ, তোমাদের সুচরিত শ্রবণ লালসা হেতু, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রিয়। এ বিষয়ের বিতর্ক কেন করিতেছেন তপস্বীরা অন্যায় আচরণ করেন না, অসঙ্কুচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। তোমাদের সখির বিষয় জিজ্ঞাস্য এই।

যাবত্ বিবাহ নাহি হইবে ইহার।
তাবত্ এস্থানে বাস হবে কি তাহার ?॥

গৃহ কর্ম্ম ত্যাগকরি, স্মর লীলা পরি হরি,
করিবে কি ব্রত ধর্ম্ম তাবত্ ধারণ ?।
কিম্বা এ হরিণেক্ষণে, চিরদিন এই বনে,
মৃগ সঙ্গে করিবে হে জীবন যাপন ?॥

প্রিয়। মহাশয়! ধর্ম্মানুরতা এই সখীকে, তাত কণ্ব অনুরূপ পাত্রে প্রদান করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

রাজা। (আত্মগত সহর্ষ)।

সম্প্রতি হৃদয়, হও হর্ষময়,
সংশয় নাহিক আর।
অগ্নির সমান, ছিল যারে জ্ঞান,
সে হল রতন সার॥

শকু। (সরোষা) অনসূয়ে! আমি চলিলাম।

অন। কি নিমিত্তে চলিলে।

শকু। এই অসম্বন্ধ প্রলাপিনী প্রিয়ম্বদার কথা আমি গোতমীর নিকট গিয়া বলিয়া দিই। (বলিয়া উঠিল)

অন। সখি! আশ্রমবাসিনীদিগের এমত উচিত নয় যে অতিথী সেবা অসম্পন্ন রাখিয়া অন্যত্র গমন করেন।

(শকুন্তলা কিছু না কহিয়া প্রস্থান করিল।

রাজা। (মুখ ফিরাইয়া) কেন, কি নিমিত্ত গমন করেন; (উত্থান করিয়া তাহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়া ইচ্ছা সম্বরণ পূর্ব্বক আত্মগত) অহো! কামিজনেরা আপন আপন মনোগত চেষ্টানুবর্ত্তি হয়।

আমি—যেমন করেছি ইচ্ছা করিতে ধারণ।
সহসা বিনয়ে মনে করেছি বারণ ॥
স্বস্থান হইতে আমি করিনি গমন।
ইচ্ছা মাত্র করিয়াছি প্রতিনিবর্ত্তন ॥

প্রিয়। (শকুন্তলাকে রোধকরিয়া) সখি! তুমি এখন যাইতে পাইবে না।

শকু। (ভ্রূ ভঙ্গি করিয়া।) কি নিমিত্ত।

প্রিয়। তুমি আমার দুই কলসী জল ধার, অগ্রে দিয়া, আপনাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর, পশ্চাৎ গমন করিও। (বলিয়া বল পূর্ব্বক নিবৃত্ত করিল)

রাজা। ভদ্রে! তোমার সখীকে বৃক্ষসেচন হেতু, অতি পরিশ্রান্তা দেখিতেছি।

কেননা

তুলি জল অতিশয়, বাহু তার শ্লথহয়, রক্তবর্ণ করদ্বয়,
ঘট ভার ধারণে।
শ্বাস বহে ঘন ঘন, স্তনকাঁপে অনুক্ষণ, পরিশ্রমে এইক্ষণ
বৃক্ষে বারি সেচনে ॥
কর্ণের কুসুম দ্বয়, বদনে পতিত হয়, স্বেদ রসে রুদ্ধ রয়,
নাহি পড়ে ঝরিয়া।
শ্লথদেখি বেণীবেশ,এলায়েপড়েছেকেশ, তাহেব্যস্তা সবিশেষ
এক হাতে ধরিয়া ॥

যাহা হউক ইহাকে অঋণী করিয়া দিই। (এই বলিয়া আপনার অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন)

(সখীদ্বয় অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে রাজ নামাক্ষর পাঠ করিয়া, পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল)

রাজা। তোমরা আমাকে অন্যথা ভাবিওনা, আমি ইহা রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমরা আমাকে রাজকীয় পুরুষ বিবেচনা কর।

প্রিয়। মহাশয় এমন অঙ্গুরীয় বিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না, (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) আপনকার বচন মাত্রেই শকুন্তলা অঋণী হইলেন।

অন। ওলো শকুন্তলে! এই মহানুভবের অনুগ্রহে মোচিতা, অথবা এই রাজর্ষি কর্ত্তৃক কৃতার্থা হইলি, অতএব এখন ইচ্ছা হয় যাও।

শকু। (আত্মগত) যদি আপনি স্ববশা হইতাম তবে কি ইঁহাকে পরিত্যাগ করি?

প্রিয়। এখনও যে যাইতেছ না।

শকু। আমি কি তোর অধীন, যখন আমার রুচি হইবে তখনি যাইব।

রাজা। (শকুন্তলাকে বিলোকন করিয়া মনে মনে) ইহার প্রতি আমার যদ্রূপ মন, উহারও কি মৎপ্রতি তদ্রূপ নয়? অথবা, আমার প্রার্থনা কি সফল হইল? কেননা

আমার সহিত যদি কথা নাহি কহে।
আমি কথা কহিলে সে কর্ণপাতি রহে॥

নয়নে নয়নে যদি হয় সংঘটন।
অমনি রমণী বটে ফিরায় বদন॥
কিন্তু অন্যদিকে নাহি চাহে বহুক্ষণ।
ভাবে বুঝে এই সব প্রণয় লক্ষণ॥

নেপথ্যে। (শব্দ হইল) ভো ভো তপোবন সন্নিহিত তপস্বিগণ, প্রাণি সকলের রক্ষার্থ তোমরা সজ্জীভূত হও, মৃগয়া বিহারী রাজা দুষ্মন্ত নিকটবর্ত্তী।

তুরগ খুরেতে হইয়া ক্ষত।
পর্ব্বত রেণুকা উড়িয়া কত॥
পড়য়ে আসিয়া পবন ভরে।
জলেতে আর্দ্র বল্কলোপরে॥
অরুণ বরণ পতঙ্গ চয়।
যেমন বিটপে পতিত হয়॥

রাজা। (স্বগত) আমার অন্বেষণকারিদিগকে ধিক্, তাহারা তপোবন রোধ করিয়াছে; আমার প্রত্যাগমন করিতে হইল।

পুনঃ নেপথ্যে। ভো ভো তপস্বিগণ! এই হস্তী, বৃদ্ধস্ত্রী ও কুমার কুলকে পর্য্যাকুল করিয়া অত্র উপস্থিত।

প্রবল আঘাত করি, না পারি ভাঙ্গিতে করী,
সেই তরুস্কন্ধোপরি, দন্ত লগ্ন করিছে।
পাদাক্রুষ্ট লতা যত, জড়িয়া বলয় মত,
পাশ প্রায় অবিরত, পদ বেড়ি রহিছে॥

মৃগগণ যার ভয়ে, যূথ বিরহিত হয়ে,
মহাবেগে প্রাণ লয়ে, পলায়ন করিছে।
তপোবিঘ্ন মূর্ত্তি ধরি, উপস্থিত এই করী,
রথ দেখি ভয় করি, এই ভাব ধরিছে॥

(সকলে ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া কিঞ্চিৎকাল ব্যস্ত প্রায় দাঁড়াইল)

রাজা। (স্বগত) অহো ধিক্! আমি তপস্বিদিগের নিকট কি অপরাধী হইলাম! অতএব এস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

সখীদ্বয়। হে মহাশয়! এই আরণ্য হস্তি বৃত্তান্তে আমরা আকুলা হইলাম অতএব আমাদিগকে পর্ণশালা গমনে অনুমতি করুন।

অন। (শকুন্তলার প্রতি) ওলো শকুন্তলে! বোধ করি আর্য্যা গোতমী ব্যাকুলা হইয়াছেন, আইস আমরা শীঘ্র একত্র হই।

শকু। (গতি রোধ প্রকাশ করিয়া) হা ধিক্ হা ধিক্। ঊরুস্তম্ভ বিহ্বলা প্রায় হইলাম যে।

রাজা। তোমরা আস্তে২ গমন কর; যাহাতে কোন আ-শ্রম পীড়া না হয় তাহাতে আমি বিশেষ যত্ন করিব।

সখীদ্বয়। হে ভাগ্যবান! আপনি আমাদের সকলি বি-দিত হইলেন; কিন্তু সম্প্রতি যে অতিথি সেবা করা হইল না এনিমিত্ত আপনকার সমীপে আমরা অপ-রাধি হইলাম অতএব সেবার অসম্পন্নতা হেতু

পুনর্ব্বার দর্শন নিমিত্ত আমরা মহাশয়কে নিবেদন করিতে লজ্জিত হইতেছি।

রাজা। সেকি! তোমাদিগের দর্শনেই আমার পুরস্কার লাভ হইয়াছে।

শকু। অনসূয়ে! অভিনব কুসুম সূচিকাতে আমার চরণ ক্ষত হইয়াছে, আরও কুরুবকের শাখাতে বল্কল লগ্ন হইল অতএব যতক্ষণ আমি তাহা মোচন করি, তাবৎ তোমরা অপেক্ষা কর। (মোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে পরে সখী-দ্বয় সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্তা হইলেন)।

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা! সকলেই গমন করিল তবে আমিও গমন করি, শকুন্তলাকে দর্শনাবধি নগর গমনে মন অত্যন্ত অনুৎসুক হইল, যাহা হউক এইক্ষণে তপোবনের কিঞ্চিৎ দূরে সৈন্যদিগকে স্থাপন করাই, কিন্তু শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া তাহা হইতে আপনার মনকে নিবৃত্ত করিতে অশক্ত হইতেছি।

দেহ মাত্র চলি যায়, মন পিছু পিছু ধায়,
তবু তার নাহি পরিচয়।
কেতুর অংশুকগণে, প্রতিকূল সমীরণে,
যথা বিপরীত গামি হয়॥

[অতঃপর ক্রমে সকলেই নিষ্ক্রান্ত হইল]

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

বিদূষক (১০) বিষণ্ণ মনে প্রবেশ করিল ।

বিদু । (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায় ! কি দূরদৃষ্ট ! এই মৃগয়াশীল রাজার বয়স্য হওয়াতে আমি অত্যন্ত খিন্ন হইলাম "এই মৃগ, এই বরাহ, এই শার্দ্দূল,, অত্র এই মাত্র শব্দ । মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে বিরলচ্ছায় বন-

---

(১০) পূর্ব্বকালে রাজাদিগের সভাতে বিদূষক উপাধিতে এক এক জন কৌতুহল বিলাসী বাস করিত, কুসুম অথবা বসন্তাদি ঋতুর নামে তাহাদের নাম, তাহারা নিজ নিজ কর্ম্ম বেশ ভুষা ও বাক্যালাপ দ্বারা সকলকে হাস্য করাইতে পারিত বিশেষতঃ রাজাকে বিষণ্ণ দেখিলে কৌতুহল প্রসঙ্গ দ্বারা তাঁহার বিষাদ হরণ করিত, তাহারা কলহ করিতে দক্ষ এবং স্বকর্ম্মজ্ঞ অর্থাৎ ভোজনাদি বিষয়ে পটু ॥

কুসুম বসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্ম বপুর্ব্বেশ ভাষাদ্যৈ ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্ব্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ ॥ (দর্পণ)

শ্রেণী পরিভ্রমণ করত, গলিত পত্র সংলগ্ন কষায় রসে বিরস গিরিনদীর উষ্ণ ও কটু জল পান করি; অনিয়ত সময়ে শূল্য মাংস রাশি ভোজন করিয়া, অশ্ব গজ সমূহের শব্দে অতি কষ্টে নিদ্রার আবির্ভাব হইলে, পুনঃ অতি প্রত্যূষেই বনপশু লুব্ধ ব্যাধদিগের কর্ণোপঘাতি বনগমন কোলাহলে জাগরিত হই, তথাচ এতাবৎ ব্যাপারও আমার সমূহ পীড়া জনক হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি ব্রণোপরি বিস্ফোটক প্রায় সঙ্ঘটন হইয়াছে, কারণ রাজা আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগানুগামী হইয়া এক আশ্রম পদে প্রবেশ করিয়াছেন, তথায় শকুন্তলা নাম্নী এক ঋষি কন্যা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া নগর গমনের কথাও কহেন না, ইহা চিন্তা করিতে করিতে প্রভাত পর্য্যন্ত আমার চক্ষু উন্মিলীত রহিয়াছে যদবধি তিনি কৃতদার না হইবেন তদবধি এস্থানে তাঁহাকে প্রেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

(পরে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) এই যে প্রিয় বয়স্য, ধনুঃ হস্তে লইয়া প্রিয়জনে চিন্তা করিতে করিতে বনপুষ্পমালা গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক এই দিকেই আগমন কারিতেছেন; এইক্ষণে আমি অঙ্গ বিকল করিয়া থাকি তাহাতে আমার বিশ্রামও লাভ হইবেক।

অনন্তর স্মরদশাপন্ন রাজা প্রবেশ করিলেন।

রাজা। প্রিয়াতে কামনা সিদ্ধ যদিও না হয়।
দেখিতে তাহার ভাব তবু মনে লয়॥
মনসিজ অকৃতার্থ হলেও নিতান্ত।
প্রার্থনা উভয়ে রহে মিলনে একান্ত॥

(হাস্য করিয়া) যাচকেরা স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে ইষ্ট জনের চিত্তবৃত্তি প্রার্থনা করে, সুতরাং তদ্বিষয়ে বঞ্চিত হয়। কেননা

যেই দিকে দৃষ্টি ফিরায় ধনী।
মোরে লক্ষ করে মনেতে গণি॥
যায় যত ধীরে নিতম্ব ভরে।
বুঝি মম তরে বিলাস করে॥
বলিল সখীরে ডাকিয়ে বালা।
কেন পাই বাধা একি গো জ্বালা॥
ইথে সানুকূলা ভাবিনু মনে।
দেখে নিজ মত কামুক জনে॥

বিদূ। (সেই রূপে স্থিতি করিয়া) বয়স্য! আমি স্বয়ং হস্ত প্রসারণ করিতে অক্ষম, অতএব বাক্য দ্বারা আশীর্ব্বাদ করি; মহারাজার জয় হউক জয় হউক।

রাজা। (হাস্য করিয়া) কি প্রকারে তোমার গাত্রোপঘাত হইয়াছে, বল?

বিদূ। আপনি চক্ষে আঘাত করিয়া পুনর্ব্বার অশ্রু-পাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাজা। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল।

বিদূ। নদীতীরস্থ যে বেতস বক্রতাভাবে বিড়ম্বিত, সে কি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই ভাব গ্রহণ করে, কিম্বা নদীর বেগেতে ঐ অবস্থাকে পায়।

রাজা। নদীর বেগই তাহার কারণ, সন্দেহ কি।

বিদূ। আপনিও আমার পক্ষে তদ্রূপ হইয়াছেন।

রাজা। সে কি প্রকার?

বিদূ। বয়স্য! আপনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঈদৃশ নির্জ্জন প্রদেশে বনচর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, অধিক কি বলিব, আমি ব্রাহ্মণ, প্রত্যহ পশ্বাদির অনুগামী হওয়াতে এ প্রকার অবশাঙ্গ হইয়াছি, বোধ হইতেছে, যেন আমার অঙ্গ আমার নহে, অতএব মহাশয় প্র-সন্ন হইয়া একদিবসও এস্থানে বিশ্রাম করুন।

রাজা। (আত্মগত) ইনি এইরূপ কহিতেছেন, আমিও কণ্বসুতাকে চিন্তা করিয়া মৃগয়া প্রতি নিরুৎসুক চিত্ত হইয়াছি। অতএব,

এই সংযোজিত বাণ, এই সংযোজিত বাণ।
না করিব মৃগগণে আরতো সন্ধান॥
তারা প্রিয়া সঙ্গ করি, তারা প্রিয়া সঙ্গ করি।
নয়নের শোভা তার লইয়াছে হরি।

বিদূ। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) আপনি কি চিন্তা

করিতেছেন, আমার কেবল অরণ্যে রোদন সার হইল।

রাজা। (হাস্য করিয়া) সুহৃদবাক্য অবহেলা করা উচিত নয়, অতএব আমি স্থির হইলাম।

বিদূ। (পরিতুষ্ট হইয়া) আপনি চিরজীবী হউন। (এই বলিয়া যাইবার উদ্যম করিল।)

রাজা। বয়স্য! আমার এক কথা স্থির হইয়া শ্রবণ কর।

বিদূ। আজ্ঞা করুন।

রাজা। বিশ্রামের পর তুমি আমার এক সামান্য কর্ম্মে সহায়তা করিও।

বিদূ। কি, মোদক খাইতে।

রাজা। যা বলি তাহা শ্রবণ কর।

বিদূ। ভাল, স্থির হইলাম।

রাজা। কে আছে এখানে।

দ্বারপাল প্রবেশ করিল।

দ্বারপাল। মহারাজ! আজ্ঞা করুন।

রাজা। রৈবতক সেনাপতিকে আহ্বান কর?

(দ্বারপাল নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেনাপতি সহ প্রবেশ করিল।)

সেনা। (রাজাকে অবলোকন করিয়া মনে২) মৃগয়াতে প্রত্যক্ষ দোষ হইলেও স্বামিতে কেবল গুণই বর্ত্তিয়াছে। কারণ

ধনুর্গুণ অবিরত, স্ফালন করিতে রত,

রবির তাপেতে তাঁর স্বেদ সদা বহিছে।
ছিল স্থূল কলেবর, ভ্রমণেতে সূক্ষ্মতর,
গিরিচর নাগ সম প্রাণ মাত্র ধরিছে॥

(পরে নিকটে গিয়া) স্বামির জয় হউক২। মহারাজ! এই অরণ্য, গৃহীতমৃগ হইয়াছে; অতএব অন্য কি আর অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

রাজা। ভদ্রসেন! মৃগয়াদ্বেষি মাধব্য কর্ত্তৃক আমি ভগ্নোৎসাহী হইয়াছি।

সেনা। (জনান্তিক করিয়া) সখে মাধব্য! তুমি আপন প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিও না, আমি সম্প্রতি কাল্পনিক ব্যবহারে স্বামির চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তী হই। (পরে প্রকাশ পূর্ব্বক) দেব! এই বিধবার পুত্র প্রলাপ কহিতেছে, দেখুন আপনিই ইহার নিদর্শন।

মেদচ্ছেদে কৃশোদর, হয়েছেন নৃপবর,
সাহসিক হইয়াছে অঙ্গ।
ভয় ক্রোধে পশুগণ, হইলে বিকৃত মন,
ধন্বিরা শুদ্ধ সে বুঝে রঙ্গ॥
যদি ধানুকির শর, পাত হয় লক্ষোপর,
কত সুখোদয় মনে তার।
এমত মৃগয়া ধনে, মিথ্যা কহে কত জনে,
ঈদৃশ আমোদ কোথা আর॥

বিদূ। (সরোষ) রে উৎসাহকারি দাসীপুত্র ক্ষান্ত হ! আর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না, আমাদের স্বামী অদ্য

প্রকৃতিকে পাইয়াছেন। আমি দেখিতেছি তুই বনে২ ভ্রমণ করিতেং একদিন শৃগাল ও মৃগলোভি ঋক্ষ-মুখে পতিত হইবি।

রাজা। সেনাপতে! আমরা আশ্রমের সন্নিকটে স্থিতি করিতেছি, অতএব তোমার কথায় অদ্য আমি আনন্দিত হইলাম না।

শৃঙ্গাঘাত কুতূহলে, মহিষ নিপান জলে,
জলক্রীড়া করুক এখন।
মৃগগণ ছায়া তলে, বদ্ধ হয়ে দলে দলে,
করুক উদ্গীর্য্য চর্ব্বণ ॥
বরাহেরা এইক্ষণ, হইয়ে নিশ্চিন্ত মন,
পল্বলের মুস্তা সব খাক।
এই মম ধনু আর, ছাড়িয়ে রজ্জুর ভার,
শিথিল ভাবেতে এবে থাক ॥

সেনা। প্রভুর যেমন অভিরুচি।

রাজা। সেনাপতে! অগ্রগামি ধনুর্গ্রাহি সৈন্য সামন্ত-দিগকে কহ যে তাহারা তপোবন অবরোধ না করিয়া দুর হইতে প্রস্থান করে। দেখ!

তপোবন শান্ত কিন্তু সন্তাপ কারণ।
গোপনীয় তেজ এক ধরে অনুক্ষণ ॥
সূর্য্যকান্ত মণির স্বভাবে শৈত্যগুণ।
অন্য তেজঃ প্রাপ্ত হলে হয় সে দ্বিগুণ ॥

সেনা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

বিদূ। রে উৎসাহকারি দূর হ।

(সেনাপতি নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। (সঙ্গিদিগকে অবলোকন করিয়া) তোমরা সকলে মৃগয়াবেশ ত্যাগ করহ। রৈবতক! তুমিও ঐ ভাব পরিত্যাগ কর।

রৈব। মহারাজ! যা আজ্ঞা করিলেন। (ইতি নিষ্ক্রান্ত।)

বিদূ। মহারাজ! সম্প্রতি আপনি এস্থান নির্ম্মক্ষিক প্রায় করিয়াছেন, অতএব ঐ বিতানরূপ পাদপচ্ছায়াবৃত শিলাতলে কিঞ্চিৎকাল উপবেশন করুন, তাবৎ আমিও স্বাস্থ্য লাভ করি।

রাজা। ভাল, তুমি অগ্রসর হও।

বিদূ। আসুন আসুন।

(উভয়ে যাইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।)

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি চক্ষুর ফল প্রাপ্ত হও নাই, কারণ যাহা দেখিবার তাহা দেখ নাই।

বিদূ। কেন আপনি আমার অগ্রেতেই বিরাজিত রহিয়াছেন।

রাজা। সকলে আমাকে উৎকৃষ্ট দেখে, কিন্তু আমি আশ্রমারাধ্যা শকুন্তলাকে অধিকার করিয়া বলিতেছি।

বিদূ। (স্বগত) আমি আর বিনয় বাহুল্য করিব না। (প্রকাশ করিয়া) বয়স্য! তপস্বিকন্যা অভিলাষ করিবার নয়, তবে আপনি কি নিমিত্ত তাহাকে দেখিলেন।

রাজা। ধিক্ মূর্খ!

অনিমেষ আঁখি, ঊর্দ্ধদেশে রাখি,
অতি অনুরাগ ভরে।
কোন ভাবে নরে, বিলোকন করে,
পূর্ণিমার সুধাকরে॥

পরিহার্য্য বস্তুতে দুষ্মন্তের মন কখন প্রবৃত্ত হয় না।

বিদূ। সে কিরূপ বলুন।

রাজা। সুরনারী পরিহার করিলে দুহিতা।
যত্নেতে হইল সেই মুনির পালিতা॥
অর্কোপরি শোভে নব মল্লিকা যেমন।
সেই রূপ ভাব তায় হয় দরশন॥

বিদূ। (হাস্য করিয়া) যেমন পিণ্ড খর্জ্জূর ভক্ষণের পর তিন্তিড়ি প্রতি অভিলাষ জন্মে, পুরস্ত্রী রত্নে তৃপ্ত-ভোগী হইয়া আপনার সেই কামিনীর প্রার্থনাও তদ্রূপ।

রাজা। সখে! ইহার কিছুই তুমি জ্ঞাত নহ, কারণ এ প্রকার কহিতেছ।

বিদূ। সেই স্ত্রী নিশ্চিত রমণীয়া হইবে, কেননা সে মহা-রাজের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

রাজা। বয়স্য! অধিক কি বলিব।

বিস্তর ভাবিয়ে বিধি, কৃশাঙ্গীর রূপনিধি,
গড়েছেন অতি চমৎকার।
হেরিলে সে রূপ তার, মনে হয় অনিবার,
কত গুণ আছে বিধাতার॥

বিদূ। বুঝিলাম রূপবতীদিগের মধ্যে সে সর্ব্বোৎকৃষ্টা হইবেক।

রাজা। বয়স্য! শকুন্তলা এপর্য্যন্তও আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে।

অনাঘ্রাত কুসুম, অচ্ছিন্ন কিসলয়।
অত্যক্ত রতন, বা অভুক্ত রস হয়॥
অখণ্ড পুণ্যের ফল, এই লয় মনে।
না জানি গড়িল বিধি কাহার কারণে॥

বিদূ। বয়স্য! তবে শীঘ্র যাইয়া তাহাকে উদ্ধার কর, নতুবা কোন তৈলাক্ত চিক্কণশির অসভ্য তপস্বির হস্তে পতিত হইবে।

রাজা। বয়স্য! সেই রমণী পরাধীনা, কিন্তু সম্প্রতি তাহার নিকটে গুরুজন নাই।

বিদূ। আপনকার উপর তাহার কীদৃশ অনুরাগ।

রাজা। বয়স্য! তপস্বিকন্যারা স্বাভাবিক অপ্রগল্‌ভা। তথাপি

অভিমুখ আমি তার হয়েছি যখন।
তখনি সে ফিরায়েছে আপন নয়ন॥
কোন এক প্রসঙ্গ হইলে উত্থাপন।
উঠেছে অমনি হেসে সে বিধুবদন॥
স্থির ভাবে রাখিয়াছে মন অভিলাষ।
অনুরাগ গুপ্ত নহে নহেতো প্রকাশ॥

বিদূ। (হাস্য করিয়া) সখে! দৃষ্টি মাত্রেই কি তোমার ক্রোড়ে আরোহণ করিবে।

রাজা। সেই সুন্দরী যখন সখীসমভিব্যাহারে লীলা হেলা সহিত প্রস্থান করে, তখন আমার প্রতি বারম্বার হাব ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। আর

কুশা ফুটিয়াছে পায়।
এই ছল করি, দাঁড়ায় সুন্দরী,
স্থির ভাবেতে তথায়॥
বলে পুনরায়, হলো একি দায়,
বল্কল বেধেছে গাছে।
বিমোচন ছলে, দেখে কুতূহলে,
ফিরিয়ে ফিরিয়ে পাছে॥

বিদূ। সখে! আপনি পথের সম্বল লাভ করিয়াছেন, আমি বুঝিলাম তপোবন আপনার প্রতি অতিপ্রসন্ন।

রাজা। বয়স্য! ভাবিয়া দেখ, কি ছলে আমি এইক্ষণ আশ্রমপদে গমন করি।

বিদূ। কি আর ছল করিবেন আপনি ভূস্বামী।

রাজা। তাহাতে কি হইবে।

বিদূ। গিয়া বলুন, নীবারতণ্ডুলের ষষ্ঠ ভাগ আমাকে রাজস্ব প্রদান কর।

রাজা। মূর্খ! তপস্বিরা আমাকে অন্য রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা রত্নরাশি অপেক্ষা আমাকে অধিক আনন্দ দেয়।

প্রজার নিকটে ধন, পান যত নৃপগণ,
সে ধন নিতান্ত ক্ষয় হয়।

তপস্বীরা তপস্যার, দেন ষড় ভাগ তার,
সেই ধন একান্ত অক্ষয়॥

নেপথ্যে। (এক শব্দ হইল) " আমাদিগের কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়াছে,,।

রাজা। অয়ে! এ যে শান্তস্বর শুনিতে পাই, অতএব তপস্বীই হইবেন।

দৌবারিক প্রবেশ করিল।

দৌবা। স্বামির জয় হউক২। মহারাজ! দুই জন ঋষি কুমার এই দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা। (সাদরে) অবিলম্বে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (দৌবারিক প্রস্থান করিয়া ঋষিকুমারদ্বয় সহিত পুনঃপ্রবেশ করিয়া তাঁহাদের বলিল) আসুন২।

ঋষিকু। (একজন রাজাকে অবলোকন করিয়া) অহো! মহারাজার আকৃতি প্রভাবযুক্ত, আশঙ্কা করিয়াছিলাম অতি ভয়ানক হইবে কিন্তু তাহা না হইয়া তাঁহাকে অতি শান্তমূর্ত্তি দেখিতেছি, ইহা হইতেই পারে, কারণ ঋষি তুল্য রাজাতে অসম্ভাবনা কি!

সর্ব্ব ভোগ্য আশ্রমেতে থাকিয়ে রাজন।
অতি যত্নে তাহা কিবা করেন রক্ষণ॥
অতএব তাতে তাঁর হতেছে নিশ্চয়।
দিন দিন কিছু কিছু পুণ্যের সঞ্চয়॥

সস্ত্রীক হইয়ে যত সিদ্ধ ব্যক্তিগণ।
ঋষি পূর্ব্বে রাজ শব্দ করিয়া যোজন ॥
উচ্চৈস্বরেতে তাহা অতি কুতুহলে।
করিছেন বিস্তারিত আকাশ মণ্ডলে ॥

দ্বিতীয়। সখে! ইনিই কি সেই ইন্দ্র সখা দুষ্মন্ত?

প্রথম। হাঁ।

দ্বিতীয়। হইতেই পারে,

যাঁর লম্ব বাহুদ্বয়, দেখ দৃঢ়তার হয়,
নগরের পরিঘ সমান।
সিন্ধু সীমা রাজ্য তাঁয়, অতি তুচ্ছ দরশায়,
এমন হতেছে মম জ্ঞান ॥
অসুরের সহ রণে, দেবগণ ভাবে মনে,
দৈত্যকুল করিতে দলন।
ইন্দ্র বজ্র ভয়ঙ্কর, আর দুষ্মন্তেরি শর,
এই দুই বিজয় কারণ ॥

(নিকটে আসিয়া) মহারাজ! বিজয়ী হউন।

রাজা। (আসন হইতে উত্থান করিয়া) আপনাদিগকে প্রণাম করি।

ঋষি। মহারাজার মঙ্গল হউক। (পরে ফলোপঢৌকন প্রদান করিলেন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক) আমি আপনাদিগের আগমনের প্রয়োজন শুনিতে ইচ্ছা করি।

ঋষি। মহারাজ! আপনি এস্থানে আছেন অত্রস্থ তপ-

ষিগণ ইহা জ্ঞাত হইয়া সকলেই আপনাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

রাজা। ঋষিগণ কি আজ্ঞা করিয়াছেন।

ঋষি। ভগবান কুলপতি কণ্বমুনির অসান্নিধ্য প্রযুক্ত কতিপয় রাক্ষস তপোবনে উৎপাৎ করিতেছে, অতএব মহারাজ! শীঘ্র করিয়া সারথি সহকারে আশ্রমকে রক্ষা করুন।

রাজা। ইহা আপনাদিগের অনুগ্রহ।

বিদূ। (অপবার্য্য) বয়স্য! ইহা আপনার অনুকূল গলহস্ত হইল।

রাজা। রৈবতক! সারথিকে বলিয়া দেও যে রথে ধনুর্ব্বাণ লইয়া অত্র উপস্থিত হয়।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (ইতি নিষ্ক্রান্ত)

ঋষি। বংশ অনুরূপ কার্য্য করহ রাজন।
ইহাই উচিত তব ওহে বিচক্ষণ॥
ভয়ার্ত্ত জনেরে সদা অভয় প্রদানে।
আছিল পৌরব যত বিখ্যাত ভুবনে॥

রাজা। আপনারা গমন করুন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।

ঋষি। আপনার জয় হউক। (ইতি নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। মাধব্য! শকুন্তলাকে দর্শন করিতে তোমার কি কৌতুহল হয়?

বিদূ। অভিলাষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি রাক্ষসের বৃত্তান্ত শুনিয়া বাধা জন্মিল।

রাজা। ভয় কি, তুমি আমার নিকটে থাকিবে।

বিদূ। আমি এই রথচক্রের ভিতর থাকিতে পারি যদি কেহ না আসিয়া বিঘ্ন করে।

দৌবারিক প্রবেশ করিল।

দৌবা। রাজার জয় হউক জয় হউক। মহারাজ! রথ সুসজ্জিত হইয়া আপনার বিজয় পথকে অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু মহারাজের জননী প্রেরিত করভক নামে এক ব্যক্তি নগর হইতে আগমন করিয়াছে।

রাজা। (সাদরে বলিলেন) কি! আর্য্যা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে?

দৌবা। হাঁ মহারাজ!

রাজা। তবে তাহাকে এখানে আনয়ন কর।

দৌবারিক গমন করিয়া পুনর্ব্বার করভকের সহিত প্রবেশ করিল।

দৌবা। করভক! ঐ মহারাজ, তুমি ঐ স্থানে যাও।

কর। (তথায় গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজার জয় হউক জয় হউক! মহারাজ দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন।

রাজা। কি আজ্ঞা করিয়াছেন?

কর। আগামী চতুর্থ দিবসে তিনি পুত্রপিণ্ডপর্য্যুপাসন নামে ব্রত করিবেন সেই দিবসে মহারাজকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

রাজা। এক দিকে তপস্বিদিগের কার্য্য, অন্য দিকে গুরুজনের অনুজ্ঞা, উভয়ই অলঙ্ঘ্য, অতএব এখন কি বিধেয়।

বিদূ। (হাস্য করিয়া) ত্রিশঙ্কুরের ন্যায় মধ্যস্থলে অবস্থিতি করুন্।

রাজা। সত্য আমি চিন্তাকুল হইয়াছি।

হলো মম মতি, দ্বিধাযুক্ত অতি,
নগরে বিপিনে ধায়।
শৈল প্রতি হত, যথা জলস্রোত,
ফিরিয়া ফিরিয়া যায়॥

(চিন্তা করিয়া) সখে মাধব্য! আর্য্যা তোমাকে পুত্র সম স্নেহ করিয়া থাকেন, তুমি এস্থান হইতে গমন করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করাও যে তপস্বিদিগের কার্য্যে আমার অত্যন্ত ব্যগ্রতা আছে, তুমিই তাঁহার পুত্রকার্য্য অনুষ্ঠান করিবে।

বিদূ। রাক্ষসভীত বলিয়া আমাকে গণ্য করিবেন না।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহো! তুমি মহা ব্রাহ্মণ সন্তান, তোমাতে কি তাহা সম্ভাবনা হয়।

বিদূ। তবে আমি যুবরাজের ন্যায় যাইতে ইচ্ছা করি।

রাজা। তপোবনের বিঘ্ন সমস্ত নিশ্চয় প্রতীকার্য্য হই-

য়াছে, অনুচরদিগকে আর এস্থানে রাখিব না তো-
মার সহিত প্রেরণ করিব।

বিদু। (সগর্ব্বে) তবে আমি যুবরাজ হইলাম।

রাজা। (আত্মগত) এই ব্রাহ্মণ সন্তান অতি চপল
স্বভাব, যদি আমার প্রার্থনা অন্তঃপুর চারিণীদিগের
নিকট প্রচার করে, অতি প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা,
অতএব আমি ইহাকে কিঞ্চিৎ কহিয়া দিই। (বিদূষ-
কের হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন) সখে মাধব্য! ঋষি-
দিগের গৌরবের নিমিত্ত আমি আশ্রম পদে প্রবেশ
করিতেছি, তপস্বিকন্যার নিমিত্ত নহে।

মৃগের শাবক সনে, যেই রামা থাকে বনে,
সেবা কোথা আমি কোথা বুঝিয়ে দেখ না হে।
রহস্য করিয়ে আমি, বলেছি হয়েছি কামী,
সত্য জ্ঞানে সেই কথা গ্রহণ করোনা হে ॥

বিদু। হাঁ ইহাই বটে।

রাজা। মাধব্য! তুমি আপন নিয়োগ অনুষ্ঠান কর,
আমি ও তপোবন রক্ষার্থে গমন করি।

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক।

তৃতীয় অঙ্ক।

কুশা লইয়া যজমান শিষ্য্য প্রবেশ করিল।

শিষ্য। (চিন্তা করিয়া বিস্ময়াপন্ন) অহো! মহাপ্রভাব রাজা দুষ্মন্ত সারথিদ্বিতীয় হইয়া অত্র প্রবিষ্ট মাত্রেই অস্মদাদির কার্য্য সমস্ত নিরুদ্বিগ্ন হইল।

জ্যার শব্দে গেল বিঘ্ন কিবা কথা শরে।
ধনুর হুঙ্কারে বিঘ্ন পলাল অন্তরে॥

সম্প্রতি বেদিসংস্তরণ নিমিত্ত আমি গিয়া এই সমস্ত কুশা যাজ্ঞিকদিগকে সম্প্রদান করি, (যাইতে যাইতে প্রিয়ম্বদাকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ম্বদে! এ উশীরানুলেপন ও সমৃণাল নলিনীদল কাহার নিমিত্ত লইয়া যাইতেছ? কি বলিতেছ? আতপতাপে বলবৎ অসুস্থশরীরা শকুন্তলার শরীর সুস্থ করি-

বার নিমিত্ত? প্রিয়ম্বদে! যত্ন পূর্ব্বক তাহার শুশ্রূষা করিও, কারণ শকুন্তলা কুলপতি কণ্ব মুনির দ্বিতীয় নিশ্বাসস্বরূপা। আমিও তাহার নিমিত্ত যজ্ঞশান্তি-সলিল গোতমীর হস্তে প্রদান করিব।

ইতি নিষ্ক্রান্ত। বিষ্কম্ভক। (১১)

অনন্তর স্মরদশাপন্ন রাজা প্রবেশ করিলেন।

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

তপোবল জানি, বালা পরাধীনা আর।
তবু তাহা হতে মন ফেরে না আমার॥
নীচগামী জল কভু ফেরেনা যেমন।
আমার মনের গতি হয়েছে তেমন॥

হে ভগবন্ মন্মথ! তোমার কুসুমশরের স্বাভাবিক এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা কোথা হইতে হইল। (পরে স্মরণ করিয়া) হাঁ বুঝিয়াছি।

অদ্যাপি তোমাতে হরকোপানল জ্বলে।
যেরূপ বাড়বানল জলধির জলে॥

---

(১১) প্রথমে পূর্ব্বকথার স্মরণ করিয়া দিয়া যে বিষয়ের অভিনয় হইবে তাহার ভাবিকথার অংশকে যাহা সূচনা করিয়া দেয় তাহাকে বিষ্কম্ভক কহে। এই বিষ্কম্ভক সংক্ষিপ্ত কথায় প্রকাশিত হয়।

বৃত্ত বর্ত্তিষ্যমানানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥

ইহার অন্যথা নাই তুমি ভস্মময়।
নতুবা কি বিরহির দেহ দগ্ধ হয়॥

আরও, তুমি এবং চন্দ্র উভয়ই অতি বিশ্বাসের পাত্র, কিন্তু তোমাদিগের কর্ত্তৃক কামিগণ বঞ্চিত হয়।

কে বলে স্মরের কুসুম শর।
কে বলে শশির শীতল কর॥
এ সব ভারতী আর এক্ষণে।
প্রত্যয় না হয় আমার মনে॥
বর্ষিছ অনল হে হিমকর।
বজ্রশর মোরে হানিছ স্মর॥

অথবা।

মনঃপীড়া অবিরত, মদন আমারে কত,
দিতেছ হে হইয়ে নিদয়।
যদি তারে এপ্রকারে, দগ্ধ কর বারে বারে,
তবে মম অভিমত হয়॥

হে ভগবন্ মন্মথ! আমি তোমাকে যে সম্ভাষণ করিতেছি ইহাতে আমার প্রতি কি তোমার দয়া উপস্থিত হয় না।

বৃথা ভাব কত, ভাবি অবিরত,
বড় করিয়াছি তোমারে স্মর।
কেমনে হে বাণ, করিয়ে সন্ধান,
এদীনের এত যন্ত্রণা কর॥

হায়! নিরন্তবিঘ্ন তপস্বিগণ কর্ত্তৃক আমি অনুজ্ঞাত হইয়াছি, যে নিজ খিন্ন আত্মাকে বিনোদিত করিব, কিন্তু তাহা কোথায়? প্রিয়া দর্শন ব্যতিরেকে তাহার অন্য উপায় নাই। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) বোধ করি শকুন্তলা মালিনী নদীর তীরবর্ত্তী লতামণ্ডপে সখীদিগের সহিত এই আতপকাল অতিপাত করিতেছেন; তবে সেই স্থানেই যাই, (যাইতে যাইতে অবলোকন করিয়া) এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপরাজি মধ্য দিয়া শকুন্তলা এই মুহূর্ত্ত গমন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে। কারণ

যে সকল কুসুম চয়ন করিয়াছে।
এখনো মলিন তারা নাহি হইয়াছে॥
ছিন্ন করিয়াছে আর যত কিসলয়।
বহিছে তরল ক্ষীর সবে দৃষ্ট হয়॥

(বায়ু স্পর্শ করিয়া) প্রকৃষ্টবায়ুহিল্লোলে এই বনোদ্দেশ অতি সুভোগ হইয়াছে।

কমলবাসিত তুমি হয়েছ পবন।
মালিনীতরঙ্গকণা করিছ বহন॥
অনঙ্গ অনলে মম তাপিত হৃদয়।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়ে সদয়॥

(বিলোকন করিয়া) কি হর্ষের বিষয়, বোধ হয় এই বেতস লতামণ্ডপে শকুন্তলা থাকিবে। কারণ

দ্বারের সম্মুখে পাণ্ডুবালুকা উপরে।
সুচারু চরণ চিহ্ন কিবা শোভা করে॥

দেখিতেছি অগ্রভাগ তাহার উন্নত।
জঘনের ভারেতে পশ্চাত্ অবনত ॥

এক্ষণে আমি বিটপান্তর্হ্নিত হইয়া বিলোকন করি, (সেই রূপ করিয়া সহর্ষ) আঃ! আমি নেত্র নির্ব্বাণ লব্ধ করিলাম, এই যে আমার মনোরথ প্রিয়া কুসুমবিরচিত শয্যায় শয়ন করিয়া সখীগণ কর্ত্তৃক উপাসিতা হইতেছেন, সে যাহা হউক, আমি লতা পার্শ্বে থাকিয়া ইহার বিশ্বস্ত কথান্যাস শ্রবণ করি। (বিলোকন করিবার নিমিত্ত সেই রূপে স্থিতি করিলেন)

সখীদ্বয়। (ব্যজন করিতে করিতে) সখি শকুন্তলে! নলিনীপত্রবাতে তোমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে?

শকু। (খেদের সহিত) সখি! তোমরা কি আমাকে বাতাস দিতেছ?

(ইহা শুনিয়া তাহারা বিষাদের সহিত পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল)

রাজা। ইহার শরীর অতিশয় অসুস্থ দেখিতেছি, (সবিতর্ক) আতপতাপে কি ইহার অসুস্থতা জন্মিয়াছে? অথবা যে কারণে আমার এই দশা ইহারও তাহাই হইবে; (চিন্তা করিতে লাগিলেন) অথবা ইহাতে চিন্তা করা বৃথা।

স্তনোপরি ঘন, উশীর লেপন,
শিথিল মৃণালবালা।

সন্তাপে তাহার, মলিন আকার,
তবু রমণীয় বালা ॥
গ্রীষ্ম আর স্মরে, হয় কলেবরে,
সতত সন্তাপোদয়।
নিদাঘে এমন, হইলে কখন,
এরূপ রূপ না রয় ॥

প্রিয়। (জনান্তিক করিয়া) অনসূয়ে! শকুন্তলা সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শনাবধি উৎকণ্ঠিতমনা হইয়াছে, অন্য কোন কারণে ইহার এ অবস্থা হইবে এমত বোধ হয় না।

অন। আমিও তাদৃশী আশঙ্কা করি, যাহা হউক, এই-ক্ষণে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। (প্রকাশ করিয়া) সখি! তোমার অঙ্গের সন্তাপ দিন দিন অতিশয় বলবান হইয়া উঠিতেছে, অতএব কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

রাজা। ইহা বক্তব্য বটে।

মৃণাল বলয় তার, আহা মরি চমৎকার,
সুধাকর কিরণ সমান।
কিন্তু এবে দৃষ্ট হয়, বিরহেতে সে বলয়,
দগ্ধ হয়ে হইয়াছে ম্লান ॥

শকু। (পূর্ব্বার্দ্ধ শরীর শয়নতল হইতে উত্থান করিয়া) কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর।

অন। সখি শকুন্তলে! আমরা তোমার মনোগত বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহি, কিন্তু ইতিহাস কথা প্রবন্ধে বিরহিদিগের যাদৃশী অবস্থা শুনিতে পাই, অনুভব হয়, তোমারও তাদৃশী অবস্থা হইয়াছে, অতএব বল কি নিমিত্ত তোমার এই ক্লেশ, দেখ পীড়ার প্রকৃত কারণ না জানিলে প্রতীকার চেষ্টা হইতে পারে না।

রাজা। অনসূয়া আমার মনোগত তর্ক অবগত হইয়াছে।

শকু। আমার ক্লেশ অত্যন্ত প্রবল, অতএব সহসা প্রকাশ করিতে পারিব না।

প্রিয়। অনসূয়া ভালই বলিতেছে; কি নিমিত্ত তোমার আন্তরিক উপদ্রব গোপন কর, তুমি প্রতি দিন কৃশা হইতেছ, দেখ তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল অঙ্গের লাবণ্যময়ী ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা। প্রিয়ম্বদা সত্য বলিয়াছে, কেননা

মুখচন্দ্রিমায় দেখি গণ্ডদ্বয় ক্ষীণ।
পীনোন্নত পয়োধর হয়েছে কঠিন॥
ক্ষীণ কটি ক্ষীণ বাহু পাণ্ডুর বরণ।
স্কন্ধ ক্ষীণ হইয়াছে তবু সুদর্শন॥
যেমন মাধবীলতা গ্রীষ্ম সমীরণে।
রসহীন হইলেও প্রমোদে নয়নে॥

শকু। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তবে বলি! তোমাদের না বলিলে অন্য আর কাহাকে বলিব,

ফলতঃ বলিলে শুদ্ধ তোমাদের ক্লেশের নিমিত্ত হইবে।

উভে। সখি! এ সমস্ত নির্ব্বন্ধ, কিন্তু প্রিয়জন নিকটে দুঃখের কথা কহিলে দুঃখ বেদনা বিভক্ত হইয়া অনায়াসে সহ্য হইতে পারে।

রাজা। তার দুখে দুখি যারা সুখে সুখি আর।
জিজ্ঞাসিছে কহিবেক পীড়া আপনার॥
দেখেছে আমারে যদি সতৃষ্ণ নয়নে।
তবু ব্যগ্র আমি তার উত্তর শ্রবণে॥

শকু। যে অবধি তপোবনরক্ষক সেই রাজর্ষি আমার দর্শন পথের পথিক হইয়াছেন,—(এই অৰ্দ্ধ কহিতে না কহিতে, লজ্জাভিভূতা হইলেন)

উভে। বল বল প্রিয় সখি! আমাদের নিকটে লজ্জা কি।

শকু। সেই অবধি তদ্‌গত অভিলাষিণী হইয়া ঈদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

উভে। ভাগ্যবশতঃ যোগ্যবরে তোমার অভিলাষ হইয়াছে, এবং ইহা হইবার সম্ভাবনা বটে, কারণ সাগরকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় মহানদী অন্য জলে প্রবেশ করে।

রাজা। (সহর্ষ) যাহা শুনিতে অভিলাষী ছিলাম তাহা শুনিলাম।

আমারে সতত তাপ দিতেছে মদন।
শীতল করিল সেই আবার এখন॥

আগে দিয়ে সন্তাপ যেমন জলধর।
পৃথিবীরে সুশীতল করে তার পর ॥

শকু। যদি তোমাদের অভিমত হয়, তবে এমন কোন উপায় স্থির কর যাহাতে আমি উক্ত রাজর্ষির অনুকম্পার পাত্রী হইতে পারি, নতুবা আমি কেবল স্মরণের স্থল মাত্র হইব।

রাজা। এই সংশয়চ্ছেদি-বাক্য আমার ঈদৃশ অবস্থাতেও আমাকে সুখি করিতেছে।

প্রিয়া। (জনান্তিক করিয়া) অনসূয়ে! ইহার মনোরথ অতি দূরগত হইয়াছে, আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

অন। প্রিয়ম্বদে! এমন কি উপায় আছে যাহাতে অবিলম্বে সখীর মনোরথ সম্পাদন করি।

প্রিয়। এবিষয় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বটে, তথাপি শীঘ্র প্রবর্ত্তা হইতেছি, বোধ হয় দুষ্কর হইবে না।

অন। সে কি প্রকার?

প্রিয়। তুমি কি দেখ নাই, যে অবধি সেই রাজর্ষি এই জনেতে স্নিগ্ধদৃষ্টিদ্বারা আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অবধি তিনি প্রজাগরক্লেশের সদৃশ লক্ষিত হইতেছেন।

রাজা। (আপনাকে অবলোকন করিয়া) যথার্থই আমি সেই রূপ হইয়াছি।

তাপেতে তাপিত আমার কায়।
হইয়াছে বর্ণ বিবর্ণ তায় ॥

দিবা নিশি থাকি অপাঙ্গ করে।
অবিরত মম নয়ন ঝরে॥
হয়েছে জ্যাঘাত হস্তেতে আর।
যে কৃশ হয়েছি কি কব তার॥
হাত হতে স্বর্ণবলয় সরে।
পরিলেও তবু থাকে না করে॥

প্রিয়। (চিন্তা করিয়া) সখি! আইস ইহার একখানি মদন লিখন করা যাউক, আমি তাহা পুষ্পদ্বারা আবৃত করিয়া দেবসেবা ব্যপদেশে সেই রাজার হস্তে ন্যস্ত করিব।

অন। সখি! এই মনোহর প্রস্তাব আমার মনোমত হইয়াছে, কিন্তু খেদ শকুন্তলা কি বলে।

শকু। এই নিয়োগেই আমার পীড়ার শান্তি বোধ হইতেছে।

প্রিয়! সখি! ললিত পদাবলি বদ্ধ এক গীতিকাচ্ছলে আত্ম পরিচয় প্রদান কর।

শকু। রচনা করি, কিন্তু অবজ্ঞা আশঙ্কা করিয়া হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা। (হাস্য করিয়া)

যাহাতে অবজ্ঞা তুমি করিছ গণন।
সে যে তব সমাগম করে প্রতীক্ষণ॥
যাচকের ইষ্ট লাভে ভাবনা যেমন।
ইষ্টের কি কাজ বল ভাবিতে তেমন॥

আরও।

আমি সেই জন, হয়ে লুব্ধ মন,
দণ্ডবত্ আছি ও রূপবতি।
কারে কি রতন, করে অন্বেষণ,
রত্ন অন্বেষিতে সবারি মতি॥

সখীদ্বয়। ওলো! আত্মগুণাবমানিনি! সন্তাপনির্ব্বাণকারী যে শারদীয় জ্যোৎস্না তাহা আতপত্র দ্বারা কে নিবারণ করিয়া থাকে?

শকু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তবে আমি রচনা করিতে নিযুক্ত হইলাম। (এই বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

রাজা। আমি এই স্থানহইতে অনিমেষ চক্ষে প্রিয়াকে অবলোকন করি।

ভ্রূলতা উন্নত তাহে ঊর্দ্ধমুখ করি।
মনে মনে কিবা ভাব ভাবিছে সুন্দরী॥
পুলক আনন তার হতেছে প্রকাশ।
মম প্রতি অনুরাগ আছয়ে নির্য্যাস॥

শকু। সখি! আমি গীতিকা চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোন লেখ্য সাধন নিকটে নাই, কিসে লিখিব।

প্রিয়। শুকপক্ষির উদর সদৃশ যে এই স্নিগ্ধ নলিনীপত্র, তাহাতে পত্রচ্ছেদ ভক্তিতে নখের দ্বারা লিখ।

শকু। তবে শ্রবণ কর, ইহা সঙ্গত হইল কি না।

উভে। অবধান করিতেছি, বল।

(শকুন্তলা পাঠ করিতে লাগিলেন,)

" তব মন হে নিদয়, না জানি কেমন হয়,
কিন্তু মোরে কৃপাশূন্য হয়ে তুষ্ট মার হে।
আমার যে অঙ্গে নাথ, তুমি সদা দিবে হাত,
সে অঙ্গে সন্তাপ সেই দেয় অনিবার হে॥ ,,

রাজা। (সহসা নিকটে উপস্থিত হইয়া)

তোমারে যেমন, দহিছে মদন,
ততোধিক মোরে দহে।
শশাঙ্ক যে রূপ, দিবসে বিরূপ,
কুমুদী তেমতি নহে॥

সখীদ্বয়। (বিলোকন করিয়া হর্ষের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) এই যে আমাদিগের প্রিয় সখীর মনোরথ চেষ্টিতফল অনতিবিলম্বেই পরিণামমুখ প্রাপ্ত হইল। মহাশয়ের মঙ্গলতো।

(শকুন্তলাও গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন।)

রাজা। সুন্দরি! ক্লেশ করিয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই।

পুষ্প শয্যালিপ্ত তব কমনীয় কায়।
মৃণাল দলনে অতি সুগন্ধি তাহায়॥
গুরুপরিতাপে তাহা তাপিত নিশ্চয়।
চালনের যোগ্য দেখ কভু নাহি হয়॥

শকু। (আত্মগত) হৃদয়! এত উৎকণ্ঠার পর, কেন স্থির হইতেছ না।

অন। হে মহাভাগ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই শীলাতলের এক পার্শ্বে উপবেশন করুন।

(শকুন্তলা কিঞ্চিৎ অবসর হইলেন।)

রাজা। (উপবেশন করিয়া) তোমাদিগের সখীর অসু-স্থতা কি কিছু উপসম হয় নাই ?

প্রিয়। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঔষধি লব্ধ হইল,এখনি উপ-সম হইবে।

(শকুন্তলা শুনিয়া লজ্জিতা হইলেন।)

প্রিয়। মহাভাগ ! তোমাদের পরস্পরের অনুরাগ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তথাপি সখীস্নেহ আমাকে পুনরুক্তিবাদিনী করিতেছে।

রাজা। ভদ্রে ! যাহা বক্তব্য তাহা গোপন করিও না, গোপন করিলে অনুতাপ জন্মে।

প্রিয়। মহাশয় ! তবে শ্রবণ করুন।

রাজা। বল, শ্রবণ করিতেছি।

প্রিয়। রাজা আশ্রমবাসি লোকদিগের সন্তাপ হরণ করি-বেন, এই রাজধর্ম্ম।

রাজা। স্পষ্ট করিয়া কহ।

প্রিয়। আমাদিগের প্রিয় সখী আপনাকে উদ্দেশ করাতে ভগবান্ মন্মথ দ্বারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার জীবন দান করুন।

রাজা। ভদ্রে ! পরস্পরের প্রণয় কথায় আমাকে সর্ব্ব-প্রকারে অনুগৃহীত করিলে।

শকু। (প্রিয়ম্বদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি ! অন্তঃপুর বিরহোৎকণ্ঠিত রাজাকে উপরোধ করিবার কি প্রয়োজন ?

রাজা। সুন্দরি!

মম মন সুনিশ্চয়, অন্যপরায়ণ নয়,
তুমি যদি ভাব অন্য মত।
তবে আমি নিরন্তরে, দগ্ধ হয়ে স্মরশরে,
একেবারে হব প্রাণে হত॥

অন। শুনিয়াছি রাজারা বহুবল্লভ হন, অতএব প্রিয় সখীর বন্ধুগণ যাহাতে পরিতাপ না পান এমত করিবেন।

রাজা। ভদ্রে! অধিক কি কহিব।

যদি গৃহে বহু নারী, থাকে মম আজ্ঞাকারী,
সেহেতু কি এসখীরে করিব হেলন।
তোমাদের কহি সার, এই সখী ধরা আর,
হইবে আমার বংশ মর্য্যাদা কারণ॥

উভে। এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

(শকুন্তলা হর্ষযুক্তা হইলেন।)

প্রিয়। (জনান্তিক করিয়া) অনসূয়ে! দেখ দেখ! গ্রীষ্ম-কালীন মেঘবাতে আহত ময়ূরীর ন্যায়, আমাদের প্রিয়সখী এইক্ষণে পুনর্জ্জীবিতা প্রায় হইতেছে।

শকু। সখি! মহীপালের সম্মান অতিক্রম করিয়া আমরা কত প্রলাপ বাক্য কহিয়াছি; ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সখীদ্বয়। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) যে কহিয়াছে সেই ক্ষমা প্রার্থনা করুক, অন্যে কেন করিবে।

শকু। মহারাজ! যদ্যপি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু ক-হিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন; পরোক্ষে কে কি না বলে।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া)

তব সহবাসে এই কুসুম শয়নে।
করি স্থান দান; যদি রাখ মান,
আপন ভাবিয়ে মনে ॥
হইয়ে সন্তোষ, তবে তব দোষ,
ক্ষমিব হে সুলোচনে ॥

প্রিয়। (উপহাস পূর্ব্বক) মহারাজ! ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন?

শকু। (কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক জনান্তিক করিয়া) নির্দ্দয়ে! তুই দূর হ; আমার এই অবস্থা, তাহার উপর তুই উপহাস করিতেছিস্?

অন। (বহির্দ্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) প্রিয়ম্বদে! দেখ ঐ মাতৃভ্রষ্ট তপস্বিমৃগশাবক ইতস্ততো দৃষ্টিপাত করত তাহার মাতাকে অন্বেষণ করিতেছে, অতএব আমি গিয়া উহার মাতার সহিত সংযোজন করিয়া দিয়া আসি।

প্রিয়। হাঁ, ইহাকে অতি চঞ্চল দেখিতেছি, তুমি একাকী ধরিতে পারিবে না, অতএব চল আমিও যাই।

(ইহা বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল।)

শকু। এস্থান হইতে আমি তোমাদের অন্যত্র যাইতে অনুমতি করিতে পারি না, যেহেতু আমি একাকিনী রহিলাম।

উভে। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি! যাহার সমীপে পৃথিবীনাথ রহিয়াছেন, সেও কি একাকিনী।

(ইহা কহিয়া নিষ্ক্রান্তা হইল।)

শকু। সত্যই সখীরা আমাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গেলে।

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) সুন্দরি! কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ! আমি তোমার সখীদিগের পরিবর্ত্তে রহিলাম। অতএব বল, তোমাকে কি

নীহারার্দ্র শতদলে করিব ব্যজন।
অথবা সেবিব তব যুগল চরণ॥
এদুয়ের মধ্যে তব যেই ইচ্ছা হয়।
অনুমতি কর তাহা করিব নিশ্চয়॥

শকু। মহারাজ! আপনি অতি মান্য; এ দুঃখিনীকে অপরাধিনী করেন কেন।

(ইহা কহিয়া তদবস্থায় প্রস্থান করিতে উদ্যম করিলেন।)

রাজা। সুন্দরি! দিবসের উত্তাপ এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই, আর তোমার শরীরেরো এই অবস্থা,

শতদল বিরচিত স্তন আবরণ।
বিশেষতঃ ত্যাগ করি কুসুম শয়ন॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে হইয়ে তাপিত।
কেমনে যাইতে চাহ একি বিপরীত॥

(ইহা বলিয়া হস্তে ধরিয়া নিবারণ করিলেন।)

শকু। ছাড়িয়া দিন ছাড়িয়া দিন, আমি আপনার অধীন নই, আমার কেবল সখী মাত্র শরণ, তাহারা চলিয়া গেল, আমি কি রূপে থাকিতে পারি।

রাজা। তুমি আমাকে অত্যন্ত লজ্জা দিলে।

শকু। মহারাজ! আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি না, দৈবকে তিরস্কার করিতেছি।

রাজা। দৈবকে অনুকূল বলিতে হইবে, তাহাকে কেন তিরস্কার কর।

শকু। দৈবকে তিরস্কার কেন না করিব, সে আমাকে পরের অধীন করিয়া কি কারণ পরের গুণে লোভিত করে।

রাজা। (স্বগত)

যৌবন আরম্ভে যত কুলবতীকুল।
স্বামিসহ সহবাসে হয় প্রতিকূল॥
মনে মনে ইচ্ছা বড় কামনা পূরণে।
বিষম কাতর তবু অঙ্গ সমর্পণে॥
ধিক্ ধিক্ ওরে স্মর বীর্য্য বল তব।
কুমারীর কাছে তুমি হলে পরাভব॥
নিরন্তর থাকি তার হৃদয় আগারে।
না পারিলে তারে তুমি বশ করিবারে॥

(শকুন্তলা গমনোন্মুখী হইলেন, রাজা তাহার অ-ঞ্চল ধারণ করিলেন।)

শকু। পৌরব! ক্ষমা করুন, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করি-তেছেন।

রাজা। হে ভয়শীলে! গুরুজনদিগের ভয় করিও না, ভগ-বান্ কণ্ব এ বিষয় বিদিত হইলে তোমার দোষ গ্রহণ করিবেন না।

আমি শুনিয়াছি কত, ঋষি কন্যা শত শত,
হয়েছে গান্ধর্ব্ব বিবাহিতা।
তাহাতে সুহৃদগণ, হয়েছে প্রফুল্ল মন,
আর পরিবার মাতা পিতা॥

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) হায়! এক্ষণে হতাশ হইয়া নিবৃত্ত হইতে হইল।

শকু। (কয়েক পাদান্তরে গিয়া পরে পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া) পৌরব! এই সম্ভাষণ মাত্র পরিচিত জনকে বিস্মৃত হইবেন না।

রাজা। সুন্দরি!

করিলে গমন, কিন্তু মম মন,
ধায় অনুক্ষণ, তোমারি তরে।
দিবস যখন, করয়ে গমন,
ছায়া কি কখন, ত্যাজে তরুরে॥

শকু। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া আত্মগত) হা ধিক্ হা ধিক্ ঐ কথা শুনিয়া আর আমার পা চলিতেছে না, যাহা হউক, কুরুবকের অন্তরালে থাকিয়া আমার প্রতি তাঁহার কি রূপ অনুরাগ পরীক্ষা করি। (বলিয়া সেইরূপে স্থিতি করিলেন।)

রাজা। প্রিয়ে! আমি তোমার একান্তঅনুরাগী, আমাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গেলে।

সুকোমল রূপ যার, উপভোগ করা ভার,
আহামরি হইয়ে নির্দ্দয়।

শিরীষ বৃন্তের প্রায়, দেখি এই প্রমদায়,
অতিশয় কঠিন হৃদয়॥

শকু। অহো! একথা শুনিয়া আমি গমন করিতে সমর্থ হইতেছি না।

রাজা। সম্প্রতি এই প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করিব। (সম্মুখে এক মৃণালবলয় অবলোকন করিয়া) আমার গমনে ব্যাঘাত হইল।

উশীর বাসিত এই মৃণাল বলয়।
পড়িয়া রহিছে, ইহা প্রিয়ার নিশ্চয়।
হল হৃদি বন্ধনের রজ্জুর সমান।
এখন কেমনে আমি করিব প্রয়ান॥

(অতি আদর পূর্ব্বক তাহা তুলিয়া লইলেন।)

শকু। (আপন হস্ত বিলোকন করিয়া) অহো! ক্ষীণতা প্রযুক্ত শিথিল হইয়া মৃণালবলয় পড়িয়া গিয়াছে, আমি ইহা জানিতেও পারি নাই।

রাজা। (মৃণালবলয় বক্ষস্থলে রাখিয়া) অহো!

তব অভরণ, দেখ অচেতন,
ছাড়িয়ে তোমার কর।
এই দুঃখিজনে, আশ্বাস প্রদানে,
সচেষ্টিত নিরন্তর॥
তুমি সচেতন, না কর তেমন,
দেখ একি অবিচার।

প্রিয়ে তব মন, কঠিন কেমন,
ভাবি তাই অনিবার॥

শকু। অতঃপর আর বিলম্ব করিতে পারি না, তবে ঐ মৃণালবলয়ের ছলেই দেখা দিই। (ইহা কহিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।)

রাজা। (দেখিয়া সহর্ষ) এই যে প্রাণেশ্বরী আসিয়াছেন, বুঝিলাম দেবতারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয় হইয়াছেন, তাহাতে পুনর্ব্বার প্রিয়াকে দেখিতে পাইলাম।

চাতক কাতর স্বরে, ডাকিলেক জলধরে,
জলধর কর বরিষণ।
নব জলধর সুখে, অমনি চাতক মুখে,
অর্পিলেন শীতল জীবন॥

শকু। মহারাজ! অর্দ্ধপথে স্মরণ হওয়াতে আমার হস্ত ভ্রষ্ট মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি; আমার হৃদয় কহিতেছে তুমিই লইয়াছ, অতএব আমার বলয় আমাকে দাও, নতুবা ইহা মুনিদিগের নিকট প্রকাশ পাইলে অতি লজ্জার বিষয় হইবেক।

রাজা। প্রত্যর্পণ করিতে পারি, যদি আমার এক অভিসন্ধি শ্রবণ কর।

শকু। সে অভিসন্ধি কি।

রাজা। যদি আমাকে ইহা যথা স্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তবে তোমার মৃণালবলয় তোমাকে দিই।

শকু। কি করি, তাহাই কর। (ইহা কহিয়া নিকটে গমন করিলেন।)

রাজা। আইস, তবে এই শিলাতলে উপবেশন করি। (শকুন্তলার হস্ত গ্রহণ করিয়া) অহো। কি আশ্চর্য্য স্পার্শ।

হরকোপহুতাশন অতি ভয়ঙ্কর।
ভস্ম হয় যাহে কামরূপ তরুবর ॥
দেবতারা তাহাতে কি সুধা বৃষ্টি করি।
অঙ্কুরিত করিলেন পুনঃ কাম অরি ? ॥

শকু। (স্পার্শ সুখ অনুভব করিয়া) আর্য্যপুত্র ! শীঘ্র করিয়া পরাইয়া দাও।

রাজা। (হর্ষান্বিত হইয়া মনেং কহিতে লাগিলেন) স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই "আর্য্যপুত্র ,, শব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে ; বুঝি আমার মনোরথ সম্পন্ন হইল। (প্রকাশ পূর্ব্বক) সুন্দরি। মৃণালবলয়ের সন্ধি সম্শ্লিষ্ট হইতেছে না, যদি তোমার অভিমত হয়, অন্য প্রকারে সঙ্ঘটন করিয়া পরাই।

শকু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমার যেমন অভিরুচি তাহাই কর।

রাজা। (ছলে বিলম্ব করিয়া) সুন্দরি ! দেখ২।

নব চন্দ্রকলা বুঝি ত্যজিয়ে আকাশ।
তোমার এ করে আসি হয়েছে প্রকাশ ॥
শ্যামলতা রূপে তাহা করি আরোহণ।
দেখ তার দুই মুখ মিলেছে কেমন ॥

শকু। দেখিব কি, পবনে কম্পিত কর্ণোৎপলের রেণু আমার চক্ষে পড়িয়া দৃষ্টি রোধ করিয়াছে।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) যদি তোমার অভিমত হয়, মুখমারুতদ্বারা তোমারচক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিই।

শকু। তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই বটে, কিন্তু তোমাকে এত দূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস হয় না।

রাজা। এমত কখন হয় না, নূতন ভৃত্য কখন প্রভুর আ-দেশ অতিক্রম করিতে পারে না।

শকু। তোমার অতিভক্তিই অবিশ্বাস যোগ্য।

রাজা। (স্বগত) এরূপ সময় আর পাইব না। (শকুন্তলার মুখ উত্তোলন করিতে উদ্যত হইলেন) (শকুন্তলা নি-ষেধ করিতে লাগিলেন)

রাজা। হে মদিরেক্ষণে! আমার অবিনয় আশঙ্কা করিও না।

(শকুন্তলা ঈষৎ দৃষ্টি করিয়া লজ্জাধোমুখী হইলেন)

রাজা। (অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার মুখ উত্তোলন করিয়া স্বগত)

অতি সুকোমল এই প্রিয়ার অধর।
সুচারু স্ফুরণে যাহা হয় শোভাকর॥
ইঙ্গিত করিছে মোরে হেন মনে লয়।
অধর অমৃত পানে যুড়াতে হৃদয়॥

শকু। আর্য্য! আমার চক্ষু কি দেখিতে পাইতেছেন না।

রাজা। সুন্দরি! তোমার কর্ণোৎপলের সান্নিধ্য হেতু আমি ঈক্ষণমূঢ় হইয়াছি।

(মুখবায়ুরদ্বারা শকুন্তলার চক্ষু সেবা করিতে লাগিলেন)

শকু। আমার নয়ন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে, কিন্তু আর্য্যপুত্র! আপনি আমার এত উপকার করিলেন, আমি আপনার কোন প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না, ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি।

রাজা। সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার করিবে।

সুরভি বদন তব, ঘ্রাণেহয় অনুভব,
উপকার হয়েছে বিস্তর।
দেখ মধুকর চয়, কমলের গন্ধ লয়,
তাহে হয় সন্তুষ্ট অন্তর॥

শকু। (ঈষৎ হাস্যকরিয়া) সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে।

রাজা। আমি ইহাই চাই, (বলিয়া মুখ চুম্বন করিলেন)

(শকুন্তলা মুখ আবরণ করিলেন)

নেপথ্যে। "হে চক্রবাকবধু,, শীঘ্র সহচরের সহিত সম্ভাষণ করিয়া লও; রজনী উপস্থিত।

শকু। (শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে) পৌরব! পিতা কণ্বের ধর্ম্মভগিনী গোতমী, আমার শারীরিক অসুস্থতা শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আসিতেছেন, আপনি বিটপান্তরিত হউন।

(রাজা অগত্যা তাহাই করিলেন)

অনন্তর কমণ্ডলুহস্তা গোতমী সখীদ্বয় সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিলেন।

সখীদ্বয়। আর্য্যে গোতমি! এইদিক দিয়া আইস।

(গোতমী তথায় উপস্থিতা হইয়া)

গোত। যাত্নু! শুনিলাম তোমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে, এখন কেমন আছ, কিছু বিশেষ হইয়াছেতো?

(ইহা বলিয়া শকুন্তলার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিতে লাগিলেন)

শকু। হঁা কিঞ্চিৎ বিশেষ হইয়াছে।

গোত। যাত্নু! এই শান্তিজল দিতেছি, শরীরের তাপশূন্যা হইয়া চিরজীবিনী হইয়া থাক।

(ইহা বলিয়া তাহার মস্তকে জল অভ্যুক্ষণ করিলেন)

যাত্নু! দিবস পরিণত হইয়াছে, চল উটজে যাই।

শকু। (স্বগত) হৃদয়! সুখোপনত মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া সুখে কাল হরণ করিয়াছ, সম্প্রতি দুঃখানুভব কর; (ইহা কহিয়া দুই চারি পদ গিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) হে সন্তাপহর লতাগৃহ! তোমাকে পুনর্ব্বার পরিভোগের নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিতেছি।

(ইহা কহিয়া অতি দুঃখে চলিয়া গেলেন)

রাজা। (পূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অহো! মনোভীষ্ট সাধনে কত বিঘ্ন।

প্রসারি কমল কর, চেপেছিল ওষ্ঠাধর,
মরি তার "না না ,,রব কি মধুর শ্রবণে।

ফিরায়েছে সে বদন, করিয়াছি উত্তোলন,
অক্ষম হইনু তবু সে অধর চুম্বনে ॥

সম্প্রতি আর কোথায় যাইব প্রিয়া কর্ত্তৃক এই লতা-মণ্ডপ পরিভুক্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, অতএব ইহাতেই কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করি।

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া)

শিলার উপরে পুষ্প শয্যা সুনির্ম্মিত।
প্রিয়ার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে হয়েছে দলিত ॥
নখর লিখিত পত্র পঙ্কজের দলে।
স্মরশর সম তাহা পড়িয়ে ভূতলে ॥
মৃণাল ভূষণ তার হইয়ে গলিত।
ভূমিতলে ওই দেখি আছয়ে পতিত ॥
এসব দেখিয়ে আর নয়ন যুগলে।
যাইতে এস্থান হতে পদ নাহি চলে ॥

নেপথ্যে। ভো ভো রাজন্!

" সন্ধ্যা যজ্ঞে ঋষিগণ, যখন প্রবর্ত্ত হন,
মেঘমালা সম যত নিশাচর দলে গো।
ভয়ঙ্কর বেশধরি, ঘোরতর নাদ করি,
বহ্নিযুত বেদীসব ঘেরে ঘোর বলে গো ,, ॥

রাজা। (ইহা শ্রবণ করিয়া) ভো ভো তপস্বিগণ! ভয় নাই ভয় নাই, এই আমি আসিয়াছি।

ইতি নিষ্ক্রান্ত।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক।

চতুর্থ অঙ্ক।

কুসুম চয়ন করিতে সখীদ্বয় প্রবেশ করিল

অন। প্রিয়ম্বদে! যদিও আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা, গান্ধর্ব্ববিবাহনিয়মে বিশেষ কল্যাণা হইয়া অনুরূপ ভর্ত্তৃগামিনী হইয়াছে, তথাপি আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না।

প্রিয়। সে কি প্রকার?

অন। অদ্য সেই রাজা যজ্ঞ সমাপন করিয়া ঋষিগণ সমীপে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, পাছে আত্ম নগরীতে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুর সমাগমে আমাদিগের এই বৃত্তান্ত সকল বিস্মৃত হন।

প্রিয়। সখি! বিশ্বস্তা হও, তাদৃশী আকৃতি কখন গুণশূন্য হইবে না, বরং ইহা চিন্তার বিষয় বটে, যে তাতকণ্ব

তীর্থযাত্রা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইলে, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া না জানি কি প্রতিপন্ন করেন।

অন। আমার মতে পিতার অভিমত হইবে, তাহার সন্দেহ কি?

প্রিয়। কি প্রকারে জানিলে।

অন। গুণবান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন ইহাই প্রথম সংকল্প, দৈব যদি তাহাই সম্পন্ন করিয়াছেন, তবে কেন না তিনি বিনা আয়াসে কৃতার্থ হইবেন।

প্রিয়। ইহাই বটে। (পুষ্পভাজন অবলোকন করিয়া) সখি! বলি কর্ম্মোপযুক্ত যথেষ্ট কুসুম চয়ন করিয়াছি।

অন। প্রিয়সখী শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতা অর্চ্চনা করিতে হইবেক, অতএব আরও কিছু কুসুম চয়ন করা যাউক।

প্রিয়। হাঁ যুক্ত বটে। (উভয়ে তাহাই করিতে লাগিলেন।)

নেপথ্যে। "এই আমি।"

অন। (কর্ণ দিয়া) সখি! কে যেন অতিথির ন্যায় নিবেদন করিতেছেন।

প্রিয়। শকুন্তলাতো উটজের সন্নিকটে আছে

অন। হাঁ আছে বটে, কিন্তু অদ্য সে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা প্রায় হইয়াছে; অতএব এতাবৎ কুসুমই ভাল, আর অধিক প্রয়োজন নাই।

(এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।)

পুনঃ নেপথ্যে। "আঃ আমি অতিথি, আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ।"

" সন্নিধানে উপস্থিত আমি তপোধন।
অবজ্ঞা আমারে তুমি করিলে যেমন ॥
ভাবিতেছ যারে এত হয়ে একমন।
পরিচয় দিলেও না চিনিবে সেজন ॥
যেরূপ প্রমত্ত জনে পূর্ব্বকৃত ক্রিয়া।
স্মরণ নাহয় তার দিলে বুঝাইয়া ॥ „

প্রিয়। (শ্রবণ করিয়া) হা ধিক্! হা দৈব! সর্ব্বনাশ ঘটিল; শূন্যহৃদয়া প্রিয়সখী শকুন্তলা কোন্ পূজনীয় ব্যক্তি নিকটে অপরাধিনী হইল।

অন। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) সখি! সামান্য ব্যক্তি নন, ইনি মহর্ষি দুর্ব্বাসা, যাঁহার ক্রোধ অতি সুলভ; ঐ দেখ, ক্রোধভরে সত্বরে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

প্রিয়! অগ্নি ব্যতীত অন্য আর কে দগ্ধ করিতে পারে, যাও শীঘ্র ঐ ঋষির পাদপদ্মে অবনতা হইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর, আমি ইত্যবসরে অর্ঘ্যোদক আহরণ করিয়া রাখি।

অন। ভাল।

(ইহা কহিয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন।)

প্রিয়। (অতি বেগে দুই চারি পদ গমন করিলেই পদস্খলন হইল।) অহো! দ্রুত গমনে পদস্খলন প্রযুক্ত আমার হস্তাগ্র হইতে পুষ্পভাজন পতিত হইল।

(পুষ্প সকল উত্তোলন করিতে লাগিলেন।)

অন। (প্রত্যাগত হইয়া) সখি! ঐ ঋষি যিনি সাক্ষাৎ কোপ মূর্ত্তিমান্, কাহারো অনুনয় গ্রহণ করেন না, আমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অনুকম্পিত করিয়াছি।

প্রিয়। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) তাঁহার পক্ষে ইহাই বহুতর, বল, কি প্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছ।

অন। যখন দেখিলাম কোনক্রমে ফিরিলেন না, তখন আমি তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইয়া এই নিবেদন করিলাম, ভগবন্! শকুন্তলার প্রথম ভক্তি স্মরণ করিয়া অদ্য আপনার প্রভাব পরাঙ্মুখী সে দুহি-তার, এ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক।

প্রিয়। তার পর।

অন। তার পর, তিনি বলিলেন, আমার বাক্য কখন অন্যথা হইবার নয়, কিন্তু কোন অভিজ্ঞান আভরণ দর্শাইলে এই শাপের মোচন হইবে, এই কথা ব-লিতে২ তিনি অন্তরিত হইলেন।

প্রিয়। তবে এখন আশ্বাসের পথ হইল, রাজর্ষির প্রস্থান কালে তাঁহার প্রদত্ত স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় " স্মরণ করিও,, এই কথা বলিয়া তিনি স্বয়ংই শকুন্তলার হস্তে নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব শকুন্তলার স্থা-নেই নিষ্কৃতির উপায় রহিয়াছে।

অন। আইস এখন গিয়া দেবকার্য্য নিষ্পাদন করি। (ক-হিয়া গমন করিলেন।)

প্রিয়। (বিলোকন করিয়া) অনসূয়ে! দেখ বাম হস্তে নিহিতবদনা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় প্রিয় সখী শকুন্তলা, নৃপগতচিত্তা হইয়া এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া আছে। অভ্যাগত অতিথির কি অভ্যর্থনা করিতে পারে?

অন। প্রিয়ম্বদে! কেবল আমাদের উভয়ের মুখেই এই বৃত্তান্ত থাকুক, কেন না প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী একথা শুনিলে প্রমাদ ঘটিবে।

প্রিয়। কোন্ ব্যক্তি বল, উষ্ণোদকে নবমল্লিকা সেচন করে?

(উভয়ে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।) বিষ্কম্ভক।

অনন্তর সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্য প্রবেশ করিলেন।

কণ্বশিষ্য। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ভগবান্ কণ্ব, আমাকে সময় নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অতএব এইক্ষণে প্রকাশ স্থলে গিয়া দেখি, রজনীর কত অবশেষ আছে। (প্রবেশানন্তর অবলোকন করিয়া) হা! রজনী প্রভাতোন্মুখী হইয়াছে। যে হেতুক

অস্তাচলে চলে শশী দেখিতে দেখিতে।
প্রভাকর উঠিলেন উদয় গিরিতে॥

অস্ত আর উদয় হইয়ে দুইজনে।
জগতের অবস্থা জানায় জীবগণে ॥

আরও। সুধাকর অস্তাচলে করেন গমন।
কুমুদিনী হয় দেখ বিষাদে মগন ॥
পূর্ব্বশোভা সুদ্ধ তার চিত্ত পথে রহে।
রমণী মলিন মন যেমন বিরহে ॥

আরও। নিশির শিশির যত, কর্ক্কন্ধুতে অবিরত,
পড়িয়ে হয়েছে কিবা লোহিত বরণ।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিদ্রা ত্যজি এইক্ষণ,
নিজ স্থান ছাড়ি যায় করিতে চরণ ॥
কুরঙ্গ কুরঙ্গী রঙ্গে, নানামত অঙ্গ ভঙ্গে,
বেদী পার্শ্বে খুরাঘাত করিয়ে সঘন।
নিতম্ব উন্নত করি, আলস্যেরে পরিহরি,
গাত্রোত্থান করি তারা করিছে গমন ॥

আরও। ক্ষিতিধরপ্রধান সুমেরু গিরিবর।
তাঁর শিরে পাদন্যাস করি নিরন্তর ॥
বিষ্ণু মধ্যধাম ক্রমে আক্রমণ করি।
জগতের অন্ধকার লয় যেবা হরি ॥
সেই শশী ওই দেখ হয়ে হীনকর
গগণ হইতে এবে পড়িছে সত্বর ॥
মহত্ লোকেও যদি অত্যাচারী হয়।
তাহার অনিষ্ট ঘটে নাহিক সংশয় ॥

(অনসূয়া প্রবেশ করিলেন।)

অন। (স্বগতা) সেই রাজা শকুন্তলার প্রতি যে প্রকার অন্যায়াচরণ করিয়াছেন, বিষয়পরাঙ্মুখ ব্যক্তির এরূপ ঘটনা সম্ভবে না।

শিষ্য। সম্প্রতি হোমের বেলা উপস্থিত, গুরুনিকটে গিয়া নিবেদন করি।

(ইতি নিষ্ক্রান্ত।)

অন। রজনী প্রভাতা, অতএব শয়নতল শীঘ্র পরিত্যাগ করি ; শীঘ্র বিনিদ্র হইয়াই বা কি করিব ? সমুচিত, প্রভাতকরণীয় কার্য্যে আমার হস্ত প্রসারণ হইতেছে না। এখন সেই কন্দর্পেরি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, যিনি আমাদের শুদ্ধহৃদয়া প্রিয়সখীকে অসত্যপ্রতিজ্ঞ সেই রাজর্ষির সহিত সঙ্ঘটন করিয়াছেন ; রাজর্ষির বা অপরাধ কি ? দুর্ব্বাসার শাপই ইহার হেতু বিবেচনা করি। নতুবা তিনি সে রূপ মন্ত্রণা করিয়া কি নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত লেখন মাত্রও প্রেরণ করিলেন না ? তবে এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় কি তৎসমীপে প্রেরণ করিব ? ইহাই বা কিরূপে হইতে পারে, তপস্বিনী দুঃখিনীর অভ্যর্থনায় কে লইয়া যাইবে ? হায় ! প্রবাসহইতে প্রত্যাগত তাত কণ্বকেই বা কি প্রকারে নিবেদন করিব, যে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া আপন্নসত্ত্বা হইয়াছে ; হায় ! এখন আমাদিগের কি কর্ত্তব্য !

প্রিয়। (প্রবেশ করিয়া সহর্ষা) সখি অনসূয়ে! সত্বরা হও সত্বরা হও, অদ্য শকুন্তলা ভর্তৃগৃহে যাইবে তাহার প্রস্থানে বড় কৌতূহল হইয়াছে।

অন। সে কিরূপ?

প্রিয়। শুন, সুখসুপ্তি জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি এই মুহূর্ত্তে শকুন্তলার সমীপে গিয়াছিলাম।

অন। তার পর।

প্রিয়। তার পর, তাতকণ্ব লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎসে! যজমানের যেমন ধূমেতে দৃষ্টিরোধ হইলে ভাগ্য ক্রমে পাবকমুখে আহুতি পতিতা হয়, এবং সুশিষ্য গৃহীতা বিদ্যা যেমন অশোচনীয় হয়, তুমি অদ্য আমার তাদৃশী আনন্দহেতুকা হইয়াছ; অদ্য তোমাকে ঋষিগণ সমভিব্যাহারিণী করিয়া ভর্ত্তার সমীপে প্রেরণ করিব।"

অন। সখি! এসকল বৃত্তান্ত তাত কণ্বকে, কে কহিয়াছে।

প্রিয়। তাত কণ্ব যখন অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হন, তখন স্বচ্ছন্দবতী বাগ্‌দেবীই তাঁহাকে কহিয়াছেন।

অন। (সবিস্ময়,) বিশেষ করিয়া বল।

প্রিয়। তবে শুন। (বলিয়া সংস্কৃত পাঠ করিতে লাগিলেন।)

"দুষ্মন্তেনাহিতং তেজোদধানং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব।"

হে ব্রহ্মন্ তব কন্যে, ধরার সম্পত্তি জন্যে,
দুষ্মন্ত রাজার তেজ ধরে।
বিটপী শমী যেমন, অনল করে ধারণ,
স্বভাবতঃ স্বকীয় জঠরে ॥

অন। (প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু অদ্যই শকুন্তলাকে লইয়া যাইবে এই সাধারণ উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও আমি পরিতোষ অনুভব করিতেছি।

প্রিয়। ভাল, আমরা সে উৎকণ্ঠা বিনোদন করিতে পারিব, সম্প্রতি এই তপস্বিনীতো স্বচ্ছন্দচিত্তা হউক।

অন। সখি! চ্যুতশাখালম্বিত নারিকেলপুটকে শকুন্তলার নিমিত্ত যে কেশর গুঁড়া রাখিয়াছি, তাহা তুমি নলিনীপত্রসঙ্গত কর, আমি গোরোচনা, তীর্থ' মৃত্তিকা, নবদূর্ব্বাদল ও আর আর মাঙ্গল্য দ্রব্য আয়োজন করি। (প্রিয়ম্বদা তাহাই করিতে লাগিলেন।) (অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা।)

নেপথ্যে! "গোতমি! শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত মিশ্রকে প্রস্তুত হইতে কহ।,,

প্রিয়। (কর্ণদিয়া) অনসূয়ে! সত্বরা হও সত্বরা হও; হস্তিনাপুর যাইবার নিমিত্ত তাতকণ্ব, ঋষিকুমারদ্বয়কে আহ্বান করিতেছেন।

(অনসূয়া মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে করিয়া প্রবেশ করিলেন।)

অন। সখি! তবে চল আমরা যাই। (বলিয়া গমন করিলেন।)

প্রিয়। (বিলোকন করিয়া) শকুন্তলা সূর্য্যোদয় মাত্রেই কৃতস্নানা হইয়াছে; নীবারতণ্ডুলভাজন হস্তে লইয়া তপস্বিনীরা তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছে, চল আমরা শীঘ্র সমীপস্থ হই। (বলিয়া চলিলেন।)

অনন্তর যথা নির্দ্দিষ্ট-ব্যাপারা শকুন্তলা পরিজনগণের সহিত প্রবেশ করিলেন।

শকু। পিসি! নমস্কার করি।

গোতমী। যাদু! ভর্ত্তার বহুমান-সূচক দেবী শব্দপ্রাপ্ত হও।

তপস্বিনীরা। তুমি বীরপ্রসবিনী হও। (ইহা কহিয়া সকলে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।)

সখীদ্বয়। (সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া) সখি! সুখে স্নান করিয়াছতো?

শকু। প্রিয়সখীদের সকল মঙ্গলতো? এই স্থানে বইস।

সখীদ্বয়। (মাঙ্গলিক আয়োজন সহ) ওলো শকুন্তলে! সরল হইয়া বইস, আমরা তোমার অঙ্গে মঙ্গল-সমালভন বিলেপন করি।

শকু। সখি! অদ্য এই সকল আমার অতিশয় আদর করা উচিত, যেহেতু আজি পর্য্যন্ত প্রিয়সখীরূপ ভূষণ আমার দুর্লভ হইবে। (এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় নয়ন যুগল পূর্ণ হইয়া আসিল।)

সখীদ্বয়। সখি! মঙ্গলকালে রোদন করা উচিত নহে।
(পরে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া অলঙ্কার পরাইতে লাগিলেন।)

প্রিয়। অহো! মণিময় অলঙ্কার যে অঙ্গের উপযুক্ত ভূষণ, সে অঙ্গ আশ্রমসুলভ আভরণ দ্বারা সাজাইতে হইল।

আভরণ হস্তে করিয়া এক ঋষিকুমার
উপস্থিত।

ঋষিকু। এই অলঙ্কার দ্বারা শকুন্তলাকে সুশোভিতা কর। (সকলে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন।)

গোত। বৎস হারীত! এসকল কোথা হইতে পাইলে।

হারি। তাতকণ্বের প্রভাবে।

গোত। ইহা কি মানস সিদ্ধ?

হারি। আপনি কি শ্রবণ করেন নাই, তাতকণ্ব আমাদিগকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, শকুন্তলার নিমিত্ত বনবৃক্ষহইতে কুসুম সমস্ত আহরণ করিতে হইবে; কিন্তু সম্প্রতি।

কোন তরু ইন্দু তুল্য বিচিত্র বরণ।
দান করিয়াছে পট্ট মাঙ্গল্য বসন॥
কোন তরু আলক্তক পদ শোভাকর।
দান করিয়াছে হয়ে হরিষ অন্তর॥
আপর্ব্ব সহিত হস্ত করি উত্তোলন।
দিয়াছেন আভরণ বন দেবগণ॥

প্রিয়। (শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া) মধুকরী কোটরে থাকিয়াও পদ্মমধুই অভিলাষ করিয়া থাকে।

গোত। যাদু! এই পাদপগণের অনুগ্রহ দর্শনে আমি অনুমান করিতেছি যে তুমি ভর্ত্তৃগৃহে গিয়া যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে।

(শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইলেন।)

হারি। সম্প্রতি অভিষেকার্থে তাতকণ্ব মালিনীতীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে বনবৃক্ষদিগের এই অনুগ্রহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আসি। (ইহা কহিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

সখীদ্বয়। সখি! আমরা কখন ভূষণ ধারণ করি নাই, বল দেখি কি রূপে তোমাকে অলঙ্কৃত করিব। তবে চিত্রকর্ম্মপরিচয়ের দ্বারা তোমার অঙ্গে অলঙ্কার নিয়োজন করি।

শকু। আমি তোমাদের কর্ম্মনিপুণতা জানি।

(সখীদ্বয় অলঙ্কার পরাইতে লাগিলেন।)

অনন্তর স্নান সমাপন করিয়া কণ্ব
উপস্থিত।

কণ্ব। (চিন্তা করিতে২)

পতির ভবন, করিবে গমন,
আজি শকুন্তলা সতী।
বাক্য নাহি সরে, মম আঁখি ঝরে,
ব্যাকুল হইল মতি॥

আমি ঋষিবর, আমার অন্তর,
দগ্ধ হয় শোকানলে।
না জানি কেমন, হয় গৃহি জন,
কন্যার বিচ্ছেদ হলে॥

(ইহা কহিয়া পরিক্রম করিতে লাগিলেন।)

সখীদ্বয়। ওলো শকুন্তলে! তুমি ভূষণমণ্ডিতা হইয়াছ, এখন এই ক্ষৌমযুগল পরিধান কর।

(শকুন্তলা উঠিয়া পরিধান করিলেন।)

গোত। যাদু! ঐ দেখ পিতা আনন্দবাষ্পপূর্ণ চক্ষু হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন, তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর।

শকু। (সলজ্জা হইয়া) তাত! আপনাকে প্রণাম করি।

কণ্ব। বৎসে!

তোমারে তোমার স্বামী করুন সম্মান।
শর্ম্মিষ্ঠারে তোষে যথা যযাতি ধীমান॥
পুরুরাজ তুল্য বহু গুণেতে মণ্ডিত।
চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করিবে নিশ্চিত॥

গোত। ভগবন্! ইহা শকুন্তলার বর হইল, কেবল আশীর্ব্বাদ মাত্র নয়।

কণ্ব। বৎসে! এই সদ্য-হুত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ কর।

(সকলে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।)

বৎসে!

বেদিচতুষ্পার্শ্বে আছে যেই হুতাশন।
সমিদ্ (১২) বিশিষ্ট কুশা প্রান্তে বিস্তারণ॥
যিনি ঘৃতগন্ধে পাপ করেন ধ্বংসন।
তোমারে করুন রক্ষা সেই হুতাশন॥

(শকুন্তলা তাহা প্রদক্ষিণ করিলেন।)

বৎসে! এই স্থানে উপবেশন কর। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত মিশ্র কোথায়?

শিষ্যদ্বয় প্রবেশ করিলেন।

শিষ্যদ্বয়। ভগবন্! নমস্কার করি।

কণ্ব। বৎস শার্ঙ্গরব! তোমার ভগিনীর পথদর্শী হও।

শিষ্য। এই আইস আইস।

(সকলে গমনোদ্যত হইলেন।)

কণ্ব। ভো ভো! সন্নিহিত বনদেবতা তপোবন-তরুগণ, তোমরা শ্রবণ কর।

ওহে তরুগণ, দেখহ যে জন,
তোমা সবাকার মূলে।
বিনা জলদান, জলবিন্দু পান,
কভু না করিত ভুলে॥
ভুষণের লাগি, ছিল অনুরাগী,
তথাপি স্নেহের তরে।
তোমাদের অঙ্গ, না করিত ভঙ্গ,
কখন আপন করে॥

---

(১২) যজ্ঞ কাষ্ঠ।

তোমরা যখন, করিতে অর্পণ,
কুসুম কলিকা ভার।
আহ্লাদে যাহার, সুখ পারাবার,
উথলিত অনিবার॥
সেই শকুন্তলা, ঋষিকুলবালা,
পতির ভবনে যায়।
দিয়ে অনুমতি, তোমরা সম্প্রতি,
বিদায় করহ তায়॥

নেপথ্যে। যেই পথ ধরি, যাইবে সুন্দরী,
সেই পথে মাজে মাজে।
পদ্মে মনোহর, সরসী সুন্দর,
দেখিবেন সুবিরাজে॥
রবির কিরণ, করিবে বারণ,
ছায়াযুত তরুগণ।
পথ ধূলি যত, পদ্মরেণু মত,
হইবেক অনুক্ষণ॥
অনুকূল বায়, হইবে তথায়,
মৃদু মন্দে আগুয়ান।
এরূপ প্রকার, কুশলি তাহার,
হইবেক পথ স্থান॥

(সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন।)

শার্ঙ্গ। (কোকিলের শব্দ সূচনা করিয়া) ভগবন্!

বাসহেতু এক বনে, বন্ধুসম বৃক্ষগণে,
কোকিলের প্রতিভাষে অনুমতি দিতেছে।
" শীঘ্র করি ওগো সতি, পতিগৃহে কর গতি, „
এইরূপ অনুভব মম হৃদে হতেছে॥

গোত। যাদু! জ্ঞাতিস্নেহবশতঃ বনদেবতারাও অনুজ্ঞা করিতেছেন, অতএব, তাঁহাদিগকে প্রণাম কর।

শকু। (প্রণাম করিয়া জনান্তিক পূর্ব্বক) ওলো প্রিয়ম্বদে! আমি আর্য্যপুত্রদর্শনোৎসুক হইয়াছি বটে, কিন্তু এই আশ্রম পরিত্যাগ করিতে অতিশয় দুঃখিত হইতেছি, আমার চরণদ্বয় অগ্রসর হইতেছে না।

প্রিয়। কেবল তুমিই যে তপোবনবিরহে কাতরা এমত নহে, তোমার বিচ্ছেদে এই তপোবনের অবস্থা অবলোকন কর।

কবলিত কুশ যত, উদ্গার করিছে কত,
দেখ দেখ যত মৃগ দল।
নৃত্য ত্যজে শিখিদলে, শুষ্কপত্র পাতচ্ছলে,
ত্যজে দেহ বিটপি সকল॥

শকু। (স্মরণ করিয়া) তাত! ভগিনী মাধবীলতাকে আলিঙ্গন করি।

কণ্ব। ইহার প্রতি তোমার যে সোদর্য্যস্নেহ আছে তাহা আমি জানি, সে এই তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছে, দেখ!

শকু। (তাহার নিকটে গিয়া) বনযোষিৎ ! তুমি শাখাবাহু দ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর, আমি আজি অবধি তোমার দূরবর্ত্তিনী হইলাম। এইক্ষণে আমার ন্যায় তাত তোমাকে প্রতিপালন করিবেন।

কণ্ব। বৎসে !

আমার কল্পিত পাত্রে করেছ বরণ।
ভাল হইয়াছে তব সুকৃতি কারণ॥
তোমার বিবাহ হেতু ছিলাম চিন্তিত।
এখন বিচিন্ত আমি হলাম নিশ্চিত॥
করেছিলে মাধবীরে স্বহস্তে রোপণ।
আম্র তরু সহ তার করিব ঘটন॥

এখন তপোবনহইতে প্রস্থান করিতে সত্বরা হও।

শকু। (সখীদের প্রতি) সখি ! আমি বনযোষিৎ মাধবীকে তোমাদের উভয়ের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

সখীদ্বয়। আমাদিগকে কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া চলিলে।

(এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

কণ্ব। অনসূয়ে ! প্রিয়ম্বদে ! রোদন করিও না, কোথায় তোমরা শকুন্তলাকে স্থির করিবে, তা না, তোমরাই রোদন করিতে লাগিলে।

(সকলে গমনোন্মুখী হইলেন।)

শকু। তাত ! এই উটজপরিচারিণী গর্ব্ভভারমন্থরা এই মৃগবধূ নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে ইহার

কুশল সংবাদ দিবেন, কদাচ বিস্মৃত হইবেন না।

কণ্ব। বৎসে! কখনই বিস্মৃত হইব না।

শকু। (গতিভঙ্গ হইলে) কে? আমার পায়ের নিকট আসিয়া পুনঃ২ বসন টানিতেছে। (বলিয়া ফিরিয়া চাহিলেন।)

কণ্ব। বৎসে!

কুশেতে হইলে ক্ষত যাহার বদন।
করিতে ইঙ্গুদী তৈলে ক্লেশ নিবারণ॥
শ্যামাক তৃণেতে যারে করেছ বর্দ্ধিত।
সেই মৃগ যেতে চাহে তোমার সহিত॥

শকু। বৎসে! আমি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম, আর কেন আমার স্মরণ করিতেছ, তুমি যেরূপ অচিরপ্রসূতা জননী বিনা, আমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলে, এখন সেই রূপ আমার বিরহে তাত তোমার মঙ্গল চিন্তা করিবেন। (ইহা কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

কণ্ব। বৎসে! রোদন করিও না, এই পথ অবলোকন করিয়া চল।

ক্রন্দন সম্বরি বাছা শান্ত কর মন।
উচ্চ নীচ পথে হবে করিতে গমন॥
অশ্রুজলে দৃষ্টি রোধ হইবে তোমার।
ভূমি অদর্শনে তবে চলা হবে ভার॥

শিষ্য। ভগবন্! শ্রবণ করিয়াছি, আত্মীয় ব্যক্তিরা জল সমীপ পর্য্যন্ত অনুগমন করিবেন, অতএব এই সরসী তীর, এইস্থান হইতে আপনি আমাদিগকে কর্ত্তব্য আদেশ করিয়া প্রত্যাগমন করুন।

কণ্ব। তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়াকে আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অবস্থিতি করি। (সকলে তাহাই করিলেন।)

কণ্ব। (আত্মগত) আমি সেই দুষ্মন্তকে আর কি যুক্ত আদেশ করিয়া দিব।

অন। সখি! এ আশ্রমে এমন কেহই নাই যে তোমার বিরহে পরিতাপিত নহে। দেখ!

তোমা হেরি চক্রবাক্, নাহি সরে তার বাক্,
মুখে হতে মৃণাল পড়িছে নিরন্তর।
দেখ থাকি পদ্ম বনে, ডাকিছে জায়া সঘনে,
তবু রহে অন্য মনে না দেয় উত্তর॥

কণ্ব। বৎস শার্ঙ্গরব! তুমি রাজার সমীপে শকুন্তলাকে উপস্থিত করিয়া কহিবে।

শার্ঙ্গ। আজ্ঞা করুন।

কণ্ব। "কন্যার যেমন প্রীতি আছে তব প্রতি।
সেই রূপ স্নেহ এরে করিবে ভূপতি॥
তদন্তরে ভাগ্যের অধীন হয় যত।
জনক জননী আশা নাহি করে তত॥"

শিষ্য। আমরা এই সন্দেশ গ্রহণ করিলাম।

কণ্ব। (শকুন্তলাকে বিলোকন করিয়া) বৎসে! সম্প্রতি তোমাকে কিছু লৌকিক শিক্ষা দিব, আমরা বনবাসি হইলেও লৌকিক ব্যবহার অবগত আছি।

শিষ্য। ভগবন্! ধীমানদিগের কিছুই অবিদিত নাই।

কণ্ব। বৎসে! তুমি পতিগৃহে গিয়া

করো বাছা গুরু জনে, সেবা ভক্তি হৃষ্ট মনে,
সপত্নীরে ভেবো সখীমত।
ক্রোধ করে যদি পতি, হৈওনাক রুষ্টমতি,
স্নেহ করো পরিজনে যত॥
ভোগেতে বাসনা মনে, না করিহ অনুক্ষণে,
গৃহিণীর এই জেনো ধর্ম্ম।
এসব না শিখে যারা, কলঙ্কিনী হয় তারা,
বাছা এই জেনো সার মর্ম্ম॥

গোতমী বা কি উপদেশ দেন তাহা শ্রবণ কর।

গোত। এই সকলই বধূদিগের প্রতি উপদেশ, যাদু! অবধারণ কর, বিস্মৃত হইও না।

কণ্ব। বৎসে! আইস, আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। তাত! সখীরা কি এইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবেক, আমার সহিত যাইবেক না।

কণ্ব। বৎসে! উহাদের সে স্থানে যাওয়া উচিত নহে, গোতমী তোমার সহিত যাইবেন।

শকু। (পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তাত! চন্দনলতা মলয় পর্ব্বত হইতে উন্মূলী হইয়া দেশান্তরে জীবন ধারণ করিতে পারে না; আমি আপনার ক্রোড় পরিভ্রষ্ট হইয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব।

কণ্ব। বৎসে! কেন এত কাতরা হইতেছ।

প্রধানা গৃহিণী হয়ে, নিত্য মহোৎসবে রয়ে,
স্বামিপ্রিয়কার্য্যে সদা কালক্ষেপ করিবে।
পূর্ব্বদিক প্রভাকরে, যেমন প্রসব করে,
হেন পুত্র প্রসবিয়ে সব দুঃখ ভুলিবে॥

শকু। (পিতার চরণযুগলে পতিতা হইয়া) তাত! তবে আপনাকে বন্দনা করি।

কণ্ব। আমার যাদৃশী ইচ্ছা তাহাই তোমার হউক।

শকু। (সখীদ্বয়ের নিকটে গিয়া) সখি! তোমরা উভয়ে আমাকে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (তাহা করিয়া) সখি! যদি কদাপি সেই রাজর্ষি তোমাকে চিনিতে তৎপর না হন, তবে তুমি তাঁ-হাকে তাঁহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করাইও।

শকু। সখি! এমন কথা বলিলে কেন বল, তোমাদের এই উপদেশ বাক্যে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

সখীদ্বয়। সখি! ভীত হইও না, অতিস্নেহ অনিষ্টকে আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গ। ভগবন্! সূর্য্যদেব অতি দূরারূঢ়, শকুন্তলাকে ত্বরা করিয়া বিদায় করুন।

শকু। তাত! কত দিনে আবার এই তপোবন দর্শন করিব।

কণ্ব। শ্রবণ কর।

ধরার সপত্নী হয়ে, সুখ ভুঞ্জি স্বামি লয়ে,
প্রসব করিবে সুনন্দন।
তারে দিয়ে রাজ্যভার, স্বামি সহ পুনর্ব্বার,
এস বাছা আমার সদন॥

গোত। যাদু! তোমার গমনবেলা অতীত হইল, অতএব পিতা হইতে নিবৃত্তা হও। অথবা ভগবন্! শকুন্তলা শীঘ্র নিবৃত্তা হইবে না, আপনিই নিবৃত্ত হউন।

কণ্ব। বৎসে! আমার তপোবনানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হই-তেছে।

শকু। তপোবনব্যাপারে সতত রত থাকিয়া পিতা নি-রুৎকণ্ঠ হইবেন, কিন্তু আমিই উৎকণ্ঠাভাগিনী হ-ইলাম।

কণ্ব। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বৎসে!

সময়ে শোকের শান্তি বলে সর্ব্ব নরে।
কিন্তু বাছা তোমার ছড়ান ধান্য ঘরে॥
যখন দেখিব মন হবে উচাটন।
কি রূপে করিব শান্ত মনেরে তখন॥

সম্প্রতি তবে গমন কর, তোমার পথ মঙ্গলবহ হউক। (অতঃপর শকুন্তলার সহিত তৎসহগামি সকলে নি-ষ্ক্রান্ত হইলেন।)

সখীদ্বয়। (শকুন্তলাকে বিলোকন করিতে২) হা ধিক্! হা ধিক্, বনরাজী দ্বারা শকুন্তলা আচ্ছাদিতা হইল!

কণ্ব। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! তোমাদিগের সহধর্ম্মচারিণীতো গমন করিল, সম্প্রতি শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া আমার অনুগামিনী হও।

(সকলে প্রস্থান করিলেন।)

উভে। তাত! শকুন্তলা বিরহিত তপোবন শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, কি প্রকারে প্রবেশ করিব।

কণ্ব। স্নেহপ্রবৃত্তি এরূপ প্রদর্শিনী হয়। (সবিমর্ষ) হায়! শকুন্তলাকে বিদায় করিয়াও আমি এখন স্বাস্থ্য লাভ করিতেছি।

দুহিতা পরের ধন, জানিলাম বিলক্ষণ,
সংশয় নাহিক কিছু তার।
শ্বশুর ভবনে হায়, পাঠাইয়ে দুহিতায়,
স্বাস্থ্যলাভ হইল আমার॥
প্রমাণ দেখহ তার, যদি কেহ কাছে কার,
গচ্ছিত করিয়ে রাখে ধন।
যার ধন পুনঃ তায়, যাবত্ না দেওয়া যায়,
তাবত্ না শান্ত হয় মন॥

(অনন্তর সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক।

পঞ্চম অঙ্ক।

এক কঞ্চুকী (১৩) প্রবেশ করিল।

কঞ্চু। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! এখন আমার কি অবস্থা হইল।

বহু কালাবধি আমি রাজদ্বারপাল।
যষ্টি করে দাঁড়াতাম দ্বারে সর্ব্বকাল॥
কালক্রমে সেই যষ্টি আমার এখন।
গমনাগমন জন্য হয় আলম্বন॥

সে যাহা হউক অবিলম্বে পুরোবর্ত্তি মহারাজকে আগত ঋষিগণের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করি; (কতিপয় পদ গিয়া) আমি কি চিন্তা করিতেছিলাম? হাঁ স্মরণ হইল, তপস্বিকণ্বশিষ্যেরা মহারাজকে দর্শনেচ্ছায় আগমন করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য!

---

(১৩) অন্তঃপুররক্ষক।

স্থবিরের মন হয় কভু ভ্রান্তিময়।
কখন বা হয় মনে প্রবোধ উদয়॥
নির্ব্বাণ সময়ে দেখ দীপ যে প্রকার।
ক্ষণেকে উজ্জ্বল হয় ক্ষণে অন্ধকার॥

(কতিপয় পদ গিয়া অবলোকন পূর্ব্বক) ঐ যে মহারাজ!

পুত্র প্রায় পালন করিয়ে প্রজাগণে।
আছেন নির্জ্জনে ভূপ মহা হৃষ্ট মনে॥
স্বযুথ চরায়ে করী রৌদ্রেতে যেমন।
ক্লান্ত হয়ে করে স্নিগ্ধ গুহায় গমন॥

ইদানীং ধর্ম্মাসনহইতে উত্থিত মহারাজকে, কণ্বশিষ্যদিগের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত সত্যই আমি শঙ্কিত হইতেছি, কিন্তু লোকপালদিগের বিশ্রাম কোথায়? কারণ

বিভাকর নভোপথে, একবার স্বীয় রথে,
করি অশ্ব যোজনা বিরাম নাহি তাঁর।
পবন সতত বহে, শেষ ধরা ধরি রহে,
তবু শ্রান্ত নহে রাজধর্ম্ম সে প্রকার॥

(এই বলিয়া গমনোদ্যম করিল।)

অনন্তর রাজা ও বিদূষক পরিজন সহিত প্রবেশ করিলেন।

রাজা। (রাজকার্য্যের শ্রান্তি নিরূপণ করিয়া) সকলে প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া সুখী হয়, কিন্তু রাজাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে কেবল দুঃখেরি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দেখ!

রাজ্য করিব গ্রহণ, রাজ্য করিব গ্রহণ।
এই ভাবে হয় সদা ব্যাকুলিত মন॥
তাহা হলে অধিকার, তাহা হলে অধিকার।
ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হয় সুখ হওয়া ভার॥
এতে পরিশ্রম যত, এতে পরিশ্রম যত।
বিচারিয়ে বুঝিলে না দেখি ফল তত॥
দেখ ছত্র ধরা ক্লেশ, দেখ ছত্র ধরা ক্লেশ।
আতপের তাপ হতে কষ্টকর শেষ॥

নেপথ্যে। (বৈতালিকদ্বয় (১৪) মহারাজের জয় হউক২।

প্রথম। রাজাদের এই গতি, নিজ সুখে নাহি রতি,
পর সুখে সদা মতি যেন তরুগণ।
প্রখর রবির কর, রাখিয়ে মস্তকোপর,
আশ্রিত জনের তাপ করে নিবারণ॥

দ্বিতীয়। দণ্ডধারী হয়ে সদা তুমিহে রাজন।
কুপথাবলম্বি জনে করহ শাসন॥

---

(১৪) স্তুতিপাঠক।

দক্ষ তুমি প্রজাদের দ্বন্দ্ব নিবারণে।
আর অবিরত রত তাদের রক্ষণে॥
জ্ঞাতিগণে বিপুল ঐশ্বর্য্য দেহ ভাগ।
বন্ধু কার্য্যে জানি তব শেষ অনুরাগ॥

রাজা। (শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য) আহা! এ স্তুতি পাঠ কাহারা করিতেছে, আমি কার্য্যানুশাসনে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াও ইহাদিগের কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার বীতশ্রম হইলাম।

বিদূ। (হাস্য করিয়া) গোপালকের প্রীত বাক্যে বৃষের শ্রম কি নাশ হয়?

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি এখন আসন গ্রহণ কর।

(উভয়ে উপবেশন করিলেন; পরিজনেরাও যথাস্থানে থাকিল।)

নেপথ্যে বীণা শব্দ।

বিদূ। (কর্ণ দিয়া) বয়স্য! সঙ্গীতশালার মধ্যে, তাললয় বিশুদ্ধ বীণার স্বরে গীত শ্রবণ করিতেছি, আপনি উহাতে কর্ণ প্রদান করুন, বোধ করি, তথায় দেবী হংসবতী বর্ণ পরিচয় করিতেছেন।

রাজা। স্থির হও আমি শ্রবণ করি।

কঞ্চুকী। (বিলোকন করিয়া) অয়ে! মহারাজকে অন্যাসক্তচিত্ত দেখিতেছি, অতএব আমি কিঞ্চিৎ অবসর প্রতীক্ষা করি। (ইহা কহিয়া নির্জ্জনে থাকিল।)

নেপথ্যে। (গীতিকা)

"ওহে মধুকর তব কেমন ব্যভার।
অভিনব মধুলোভে একি অবিচার॥
প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি, বসি মধুপান করি,
আম্র মুকুলের প্রেম মনে নাহি আর।,,

রাজা। আহা! কি রাগ পরিবাহিনী গীতিকা।

বিদূ। বয়স্য! এই গীতিকার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছতো।

রাজা। (হাস্য করিয়া) "এই ব্যক্তি একবার প্রণয় করিয়াছে,, ইহাই ইহার মর্ম্ম। আমি হংসবতী দ্বারা অতিশয় তিরস্কার প্রাপ্ত হইলাম; সখে মাধব্য! তুমি যাইয়া হংসবতীকে কহ যে আমি অতিশয় তিরস্কৃত হইলাম।

বিদূ। যা আজ্ঞা করিতেছেন, (উত্থান করিয়া) বয়স্য! আপনি পরকীয় হস্তদ্বারা ভল্লূকের শিখণ্ডদেশ ধারণ করিলেন, আমি উপায়হীন, আমার নিষ্কৃতি নাই।

রাজা। সখে! যাও, নাগরবৃত্তিদ্বারা হংসবতীকে সান্ত্বনা কর।

বিদূ। কি করি যাইতে হইল। (ইতি নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। এবম্বিধ গীত শ্রবণ করিয়া আমি ইষ্টজন বিরহিত না হইলেও বলবৎ উৎকণ্ঠিত হইতেছি।

দেহিরা হলেও সুখী সুশ্রাব্য শ্রবণে।
অকস্মাৎ উৎকণ্ঠিত হয় মনে মনে॥

যথার্থ ইহার মর্ম্ম না হয় নির্ণয়।
বুঝি হয় পূর্ব্ব কথা মনেতে উদয়॥

কঞ্চুকী। (নিকটে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হউক২। হিমগিরির উপত্যকারণ্যবাসী সস্ত্রীক কয়েক জন তপস্বী, মহর্ষিকণ্বসন্দেশ লইয়া আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মহারাজ কি আজ্ঞা হয়?

রাজা। (সবিস্ময়) কি! সস্ত্রীক তপস্বিগণ, কণ্বসন্দেশ আনিয়াছেন?

কঞ্চু। হাঁ মহারাজ।

রাজা। তবে উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, যেন তিনি তাঁহাদিগকে বেদবিধিঅনুসারে আহ্বান পূর্ব্বক অত্র আনয়ন করেন। আমি তপস্বিজনদর্শনোচিত প্রদেশে থাকিয়া প্রতীক্ষা করি।

কঞ্চু। মহারাজ যা আজ্ঞা করিলেন। (ইতি নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। (উত্থান করিয়া) প্রতিহারি! আমাকে অগ্নিগৃহের দ্বার আদেশ করিয়া দাও।

প্রতিহারী। মহারাজ! এই স্থান দিয়া আসুন। (তথায় গমন করিলেন,) মহারাজ! সম্মার্জ্জনীর দ্বারা অভিনব পরিষ্কৃত এই সন্নিহিত হোমধেনু অগ্নিগৃহের অলিন্দ প্রদেশ, ইহাতে আরোহণ করুন।

রাজা। (আরোহণ করিয়া পরিচারিকার স্কন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক) বেত্রবতি! ভগবান্ কণ্ব কি উপদেশ করিয়া ঋষিদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন?

মুনিতপ ভঙ্গ কি করেছে কোন জন।
আশ্রমী প্রাণী বা কেহ করেছে হনন॥
কিম্বা অভিনব পাদপের কিশলয়।
বুঝি কোন আগন্তুক করিয়াছে লয়॥
এই রূপ ভাবনায় হয়ে শঙ্কাকুল।
অতিশয় মম মন হতেছে ব্যাকুল॥

প্রতী। মহারাজের ভুজদণ্ডরক্ষিত নিরুপদ্রব আশ্রমে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, বোধ করি ধর্ম্মারণ্যবাসি ঋষিগণ আপনার সচ্চরিত্রে আনন্দিত হইয়া সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন।

অনন্তর কণ্বশিষ্যদ্বয়, শকুন্তলা ও গোতমী, রাজ-
পুরোহিত এবং কঞ্চুকী পশ্চাৎ২
প্রবেশ করিলেন।

কঞ্চু। মহাশয়েরা এই দিক্ দিয়া আসুন।

শার্ঙ্গরব। সখে শারদ্বত!

মহারাজ মহামতি, মহামান্য ধরাপতি,
যে প্রতাপ করেন ধারণ।
অপকৃষ্ট বর্ণ যত, তারাও সৎকার্য্যে রত,
নাহি করে কুমার্গ গমন॥
তথাপিও এভবনে, ভ্রমশূন্য হয়ে মনে,
প্রবেশ করিতে হয় ভয়।

যেন জনাকীর্ণ স্থান, দেখিয়ে কাঁপয়ে প্রাণ,
যেন চতুর্দ্দিক অগ্নিময় ॥

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব! পুর প্রবেশে তোমার এরূপ হইতে পারে। দেখ!

স্নাত, তৈললিপ্ত জনে, যেরূপ ভাবয়ে মনে,
পবিত্র, অশুচি জনে, জাগ্রিত, নিদ্রিতে হে।
স্বচ্ছন্দবিহারি জন, বন্দিরে দেখে যেমন,
সেরূপ বিষয়ি জনে ভাবি মোরা চিতে হে ॥

পুরোধা। হাঁ আপনারা মহৎ লোক।

শকু। (অনিষ্ট সূচনা করিয়া) হায়! কেন আমার দক্ষিণ নয়ন প্রস্ফুরিত হইতেছে?

গোত। যাদু! তোমার অমঙ্গল প্রতিহত হউক; কুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করুন। (ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইলেন।)

পুরো। (রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া) হে তপস্বিগণ! চতুর্বর্ণও আশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা এই মহারাজ, অগ্রে আসন পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শার্ঙ্গ। ভো মহাব্রহ্মন্! মহীপালদিগের এরূপ কামনা ও বিনয় সন্দর্শন করিলে, অত্যন্ত তৃপ্ত হইতে হয়, আমরা উদাসীন অধিক কি কহিব। দেখুন!

ফল ভরে নম্রমান হয় বৃক্ষচয়।
জলদ সুস্থির থাকে বর্ষণ সময় ॥

সমৃদ্ধিতে সাধুগণ হন অগর্ব্বিত।
হিতৈষিদিগের এই স্বভাব নিশ্চিত ॥

প্রতিহারী। দেব! প্রসন্নমুখে ঋষিদিগকে দর্শন করুন।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) অহো! অনতিপরিস্ফুট-লাবণ্য অবগুণ্ঠনবতী এ রমণী কে? পাণ্ডুপত্রানুরূপ তপোধনদিগের মধ্যে যেন কিশলয়ের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন।

প্রতি। দেব! আমিও দেখিয়া ইহা বিতর্ক করিয়াছিলাম, যাহা হউক ইহার আকৃতি লক্ষ্য করিবার যোগ্য বটে।

রাজা। তাহা হইলেই বা কি? পরকলত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।

শকু। (বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া স্বগত) হৃদয়! কেন কম্পমান্ হইতেছ, আর্য্যপুত্রের পূর্ব্বের ভাবানুবন্ধ স্মরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

পুরো। (অগ্রে গিয়া) মহারাজের মঙ্গল হউক। মহারাজ! আমি তপস্বিদিগকে বিধানানুরূপ পূজা করিয়া আনয়ন করিয়াছি, ইহাঁদিগের কোন গুরুসন্দেশ আছে, শ্রবণ করুন।

রাজা। (আদর পূর্ব্বক) বলুন, আমি অবধান করিতেছি।

শিষ্যদ্বয়। (হস্তোত্তোলন করিয়া) মহারাজ! বিজয়ী হউন।

রাজা। আপনাদিগকে আমি প্রণাম করি।

শিষ্যদ্বয়। মহারাজের মঙ্গল হউক।

রাজা। আপনাদিগের নির্ব্বিঘ্ন তপস্যা হইতেছে ?

শিষ্যদ্বয়। সজ্জনগণের ত্রাণ করণ কারণ।
দীপ্যমান আছ তুমি শ্রীমান রাজন ॥
তব বিদ্যমানে কেন ধর্ম্মে বিঘ্ন হবে।
সূর্য্য বিদ্যমানে তম কেমনে সম্ভবে ॥

রাজা। (স্বগত) আমার রাজশব্দ সম্যক্ প্রকারে অর্থবান। (প্রকাশ পূর্ব্বক) এখন ভগবান্ কণ্ব কুশলে আছেনতো ?

শার্ঙ্গ। হাঁ, তিনি আপনকারও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই বলিয়া দিয়াছেন।

রাজা। তিনি কি আজ্ঞা করিয়াছেন ?

শার্ঙ্গ। "তুমি নির্জ্জনে এই দুহিতাকে যথাবিধিক্রমে বিবাহ করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়া তোমাদের উভয়ের প্রতি বলিতেছি।
" পূজ্য মধ্যে পূজনীয় তুমি হে রাজন।
নারী মধ্যে শকুন্তলা সুশীলা তেমন ॥
যোগ্য বর বধূ ধাতা করেছে যোজন।
ইহাতে তাঁহার ত্রুটি না হয় দর্শন ॥ „
অতএব আপনি সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা এই স্ত্রীকে সহধর্ম্মাচরণে গ্রহণ করুন।

গোত। আর্য্য ! আমি কিঞ্চিৎ বলিতে কামনা করিতেছি, কিন্তু আমার বলিবার অপেক্ষা করে না।

রাজা। আর্য্যে ! বলুন।

গোত। এই শকুন্তলা, ইনি গুরুজনদিগের সম্মতি অপেক্ষা করেন নাই, আপনিও বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, অতএব পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে।

শকু। (স্বগত) দেখ! আর্য্যপুত্র কি বলেন।

রাজা। (আশঙ্কার সহিত শ্রবণ করিয়া) একি উপন্যাস বলিতেছ?

শকু। (স্বগত) হা ধিক্, হা দৈব! ইহার বচনবিন্যাস অগ্নির তুল্য হইল যে।

শার্ঙ্গ। কি বলিলে? এ উপন্যাস? মহারাজ! আপনি বিজ্ঞ, লৌকিক বৃত্তান্ত জানেন।

সতী যদি পিতৃ ঘরে, সতত বসতি করে,
অসতী আশঙ্কা তারে হয়।
পতির অপ্রিয় যদি, হয় নারী নিরবধি,
লয়ে যাবে স্বামির আলয়॥

রাজা। আমি কি ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম।

শকু। (আত্মগত বিষাদের সহিত) হৃদয়! তোমার আশঙ্কা যথার্থ হইল।

শার্ঙ্গ। অস্বীকার করিও না, জান না কোন অনুষ্ঠিত কার্য্যের অস্বীকার করিলে রাজারা ধর্ম্মে বৈমুখ হন।

রাজা। এ অসৎ কল্পনার প্রসঙ্গ কোথা হইতে পাইলেন?

শার্ঙ্গ। (সক্রোধে) ঐশ্বর্য্যমত্তদিগের প্রায়ই এই রূপ বিকার জন্মে।

রাজা। আমাকে বিশেষ রূপে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন।

গোত। (শকুন্তলার প্রতি) যাছু! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি, তাহা হইলেই মহারাজ তোমাকে চিনিতে পারিবেন।

(এই বলিয়া অবগুণ্ঠন নিরাকরণ করিয়া দিলেন।)

রাজা। (শকুন্তলাকে মনে মনে বর্ণনা করিয়া)

এই মনোহর কান্তি আপনি আইল।
মম বিবাহিতা কিনা সংশয় জন্মিল॥
না পারি সন্দেহ স্থলে করিতে গ্রহণ।
অথবা ইহাকে নারি করিতে বর্জ্জন॥
নীহার ভূষিত কুন্দে যেমন ভ্রমর।
ত্যজিতে বসিতে নারে ব্যাকুল অন্তর॥

প্রতি। (স্বগত) অহো! ঈদৃশ সুখোপনত স্ত্রীরত্নকে পাইয়া আমাদিগের ধর্ম্মাপেক্ষ এই রাজার ন্যায় অন্য কে এরূপ বিচার করিয়া থাকে।

শার্ঙ্গ। রাজন্! কি হেতু মৌনাবলম্বন করিলেন?

রাজা। ভো তপোধন! আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি না, আমি ক্ষত্রিয় হইয়া অভিব্যক্ত অন্তঃসত্ত্বা এই স্ত্রীকে কি রূপে গ্রহণ করিব।

শকু। (ফিরিয়া) হা ধিক্ হা ধিক্; পরিণয়েতেও সন্দেহ? রাজমহিষী হইয়া কত সুখভোগ করিব, মনেং কত

আশা করিয়াছিলাম, এইক্ষণে সেই দুরারোহিণী আশালতা ভগ্ন হইল।

শার্ঙ্গ। মুনিকে না বলে তুমি অত্যন্ত গোপনে।
পরিণয় করিয়াছ একন্যারতনে॥
তথাপি ঋষির দেখ রাগ নাহি তায়।
চুরি করেছিলে যাকে দিলেন তোমায়॥
যেমন তস্করে চুরি করেছে যে ধন।
ধনস্বামী তাহে তাহা করিছে অর্পণ॥

শার। শার্ঙ্গরব! তুমি বিরত হও, আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। শকুন্তলে! মহারাজতো এই রূপ বলিতেছেন, তুমিই ইহাতে উত্তর কর।

শকু। (ফিরিয়া স্বগত) তাদৃশ অনুরাগ এইরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে! ইঁহাকে পূর্ব্বের কথা সকল স্মরণ করালেই বা কি হইবে; কিন্তু আত্মাকে শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কিছু বলা উচিত; (প্রকাশ করিয়া) আর্য্যপুত্র!—(এই মাত্র বলিয়া সলজ্জিতা) অথবা ইদানী এই সমুদাচার সংশয় স্থল হইয়াছে। পৌরব! পূর্ব্বে আশ্রমে আমার প্রতি তৎকালোচিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া, ইদানী ঈদৃশ কথাদ্বারা আমাকে নিরাকরণ করা, তোমার উচিতই বটে।

রাজা। (কর্ণদ্বয় আবরণ করিয়া) ছি ছি!
আপনি আপন কুল হারালে সুন্দরি।
আমারো কি সেই দশা করিবে আমরি॥

যেই নদী নিজকুল করয়ে সংহার।
নষ্ট করে সুনির্ম্মল নীর আপনার॥
পুনঃ যেই তরুগণ থাকে তার তীরে।
তাদের সংহার দেখ করয়ে অচিরে॥

শকু। ভাল, যদি পরিগ্রহে তোমার যথার্থই সংশয় হইয়া থাকে, কোন অভিজ্ঞান দ্বারা সন্দেহ দূর করিতেছি।

রাজা। ভাল কল্পনা করিয়াছ।

শকু। (অঙ্গুলি স্থান দর্শন করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্, আমার অঙ্গুলি যে অঙ্গুরীয়শূন্যা হইয়াছে! (বিষাদ যুক্তা হইয়া গোতমীর মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন।)

গোত। বোধ করি শক্ররাবতারে সচিতীর্থের জলে স্নান করিবার সময়ে অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিহইতে পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) স্ত্রীলোকের কি প্রত্যুৎপন্ন মতি!

শকু। ইহাতেতো বিধি আমার প্রতি বাদ সাধিলেন, ভাল আর কিছু আপনাকে বলি।

রাজা। বল, শ্রবণ করিতেছি।

শকু। একদিন বেতসলতামণ্ডপে, তোমার হস্তে নলিনী পত্র ভাজনে সলিল ছিল।

রাজা। ভাল, বলিয়া যাও, শ্রবণ করিতেছি।

শকু। তখন আমার কৃতপুত্র একটি মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, " এ প্রথমে পান করুক ,, এই

ইচ্ছা করিয়া তুমি তাহাকে পান করাইবার নিমিত্ত জল উপস্থিত করিলে, তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার হস্তহইতে জলপান করিল না, পরে আমা-কর্ত্তৃক সেই উদক গৃহীত হইলে, সেই মৃগশাবক তাহাতে প্রণয় বদ্ধ করিল, সেই অবসরে তুমি হাস্য করিয়া বলিলে, সত্যই সকলে সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণ তোমরা উভয়েই অরণ্যবাসী।

রাজা। স্বকার্য্যপ্রবর্ত্তনাভিলাষিণী স্ত্রীগণেরা এইরূপ সুমধুর ও অমৃতাভিষিক্ত বচনদ্বারা বিষয়ি লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

গোত। মহারাজ! এরূপ কথা বলিবেন না, ইনি কেবল তপস্বিজন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছেন, কপটতার নামো জানেন না।

রাজা। ও তাপসবৃদ্ধে!

অজ্ঞানস্বভাব যত পশুপক্ষিগণ।
হয়েছে তাদের স্ত্রীর শঠতা দর্শন॥
অতএব বুদ্ধিমতী নর নারী যত।
না জানি তাদের আরো চতুরতা কত॥
কোকিলার চতুরতা বুঝহ সবায়।
বায়স হইতে স্বীয় শাবক পোষায়॥

শকু। (ক্রোধের সহিত) অনার্য্য! তোমার আপনার যেমন হৃদয় তেমনি সকলকে দেখ, বকধর্ম্মিপ্রায় তৃণাচ্ছন্ন-কূপসদৃশ যে তুমি, তোমার তুল্য কে হইতে পারে।

রাজা। (আত্মগত) ইঁহার কোপ কপটশূন্য প্রায় বোধ হইতেছে, সুতরাং আমাকে সন্দিগ্ধবুদ্ধি করিয়া-দিতেছেন। (প্রকাশ করিয়া) ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র অতিশয় প্রসিদ্ধ, তোমার বাক্য বিশ্বাস করিয়া, তোমাকে কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি; আমার কথা দূরে থাকুক, আমার প্রজারাও মিথ্যা কথা অব-লম্বন করিয়া কখন কোন গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

শকু। হাঁ!

যেরূপ না হন কেন ক্ষিতিপতিগণ।
সত্য হয় তাঁহাদের সকল বচন॥
নারী যদি হয় অতি সরলা সুজন।
স্বরূপ তাদের কথা না হয় কখন॥

তুমি আমাকে বোধ করিতেছ, যে এক স্বেচ্ছাচারিণী গণিকা উপস্থিত হইয়াছে।

গোত। যাদু! পুরুবংশীয়দিগের ধর্ম্মশীল স্বভাব মনে প্রত্যয় করিয়া, মুখমধুর কিন্তু হৃদয় প্রস্তর এমন ব্যক্তির হস্তে তুমি পতিত হইয়াছ।

(শকুন্তলা অঞ্চল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লালিগেন।)

শার্ঙ্গ। বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি কোন কর্ম্ম করিলে, পরিণামে এই রূপ মনস্তাপ পাইতে হয়।

বিবেচনা করি কর্ম্ম করে বিজ্ঞবর।
বিশেষ নির্জ্জনে সন্ধি অতি ভয়ঙ্কর॥

অবিজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত।
সৌহৃদ্য করিলে তাহে ঘটে বিপরীত॥

রাজা। স্ত্রীলোকের কথায় প্রত্যয় করিয়া কেন আমাকে নিরর্থক দোষী করিতেছেন?

শার্ঙ্গ। (সক্রোধে) সকলে পূর্ব্বাপর শ্রবণ করিলেতো?

শিক্ষিত না হইয়াছে শঠতা যে জন।
তার কথা বিশ্বাস না হয় কদাচন॥
করেছেন শঠতা যেজন অধ্যয়ন।
বিশ্বাসের যোগ্য হল তাঁহার বচন॥

রাজা। অহো! সত্যবাদিরা, তোমরাই বল দেখি ইহাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লভ্য হইবে।

শার্ঙ্গ। "নিপাত!"

রাজা। পৌরবেরা নিপাত লাভ করে এ অশ্রেদ্ধেয় কথা।

শার্ঙ্গ। রাজন্! তোমার বাক্যে উত্তর দিবার আর প্রয়োজন নাই, আমরা গুরুনিয়োগ অনুষ্ঠান করিয়াছি, এখন প্রত্যাগমন করি।

তোমার রমণী আজি করিয়ে অর্পণ।
নিশ্চিন্ত হলাম ওহে আমরা এখন॥
গ্রহণ করহ আর না কর গ্রহণ।
যাহা মনে লয় তাহা করহ রাজন্॥

গোতমি! তুমি অগ্রসর হও। (এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন।)

শকু। একেতো আমি এই শঠকর্ত্তৃক প্রতারিতা হইলাম, তোমরাও আবার আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ। (ইহা কহিয়া কান্দিতে কান্দিতে গোতমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।)

গোত। (পশ্চাতে দেখিয়া) বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা রোদন করিতে করিতে আমাদিরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, নির্দ্দয় ভর্ত্তাতে সে কি করিবে।

শার্ঙ্গ। (সরোষ পূর্ব্বক ফিরিয়া) আঃ দুর্ব্বৃত্তে, সাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছিস?

(শকুন্তলা ভীতা হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।)

শার্ঙ্গ। তবে শুন।

সত্য যদি হয় যাহা বলিল রাজন।
কুলটা তোমাতে তবে কিবা প্রয়োজন॥
পতিব্রতা বলি যদি জান নিজ মনে।
থাকি অত্র পতি সেবা করহ যতনে॥

রাজা। ভো তপস্বীরা! ইহাকে প্রতারণা করিতেছেন কেন; আমি গ্রহণ করিতে পারিব না। দেখ!

নিশাকর নিজকরে, কুমুদে প্রফুল্ল করে,
প্রভাকর পঙ্কজিনী প্রিয়।
পরপ্রণয়িনী সনে, অঙ্গ সঙ্গ কভু মনে,
না করে পুরুষ জিতেন্দ্রিয়॥

শার্ঙ্গ। রাজন্! আপনি পরদার আশঙ্কা করিয়া অধর্ম্ম ভয়ে ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন;

কিন্তু ইহা কি হইতে পারে না, যে আপনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন ?

রাজা। (পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ভাল, মহাশয়কেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা আদেশ করুন।

আমি বা মোহে অজ্ঞানী, কিম্বা এঁর কিথ্যা বাণী,
যে স্থলে এরূপ দ্বিধা হল।
পরদার পরশিয়ে, অশুচি হওয়ার চেয়ে,
দারত্যাগ শ্রেয় কিনা বল ॥

পুরোধা। (বিচার করিয়া) মহারাজ! আমি যাহা বলি তাহা করুন।

রাজা। আজ্ঞা করুন।

পুরো। এই ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে থাকুন।

রাজা। তাহাতে কি হইবে ?

পুরো। সিদ্ধপুরুষেরা কহিয়াছেন, যে প্রথমে মহারাজের চক্রবর্ত্তি লক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র জন্মিবে, সেই মুনিদৌহিত্র যদি সেই লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে পুরস্কার করিয়া কুমারীপুরে ইঁহাকে প্রবেশ করাইবেন, অন্যথা ইহার পিতার সমীপে প্রেরণ করিব।

রাজা। আপনার যেমন রুচি তাহাই করুন।

পুরো। (উত্থান করিয়া) বৎসে! আমার সহিত আইস।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হও, তোমার ভিতর প্রবেশ করি। (তখন রোদন করিতে করিতে পুরোধার পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী হইলেন। গোতমী ও তপস্বিরা পথান্তরে গমন করিলেন।)

(শাপমুগ্ধ রাজা কেবল শকুন্তলার রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন)

নেপথ্যে। আশ্চর্য্য২!

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) একি!

পুরোধা। (সবিস্ময়ে প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! অতি অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া গেল।

রাজা। কি অদ্ভুত ব্যাপার?

পুরো। মহারাজ! কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করিলে পর,
সেই বালা স্বামী ভাগ্য নিন্দিতে নিন্দিতে।
বক্ষে করাঘাত করি লাগিল কান্দিতে॥

রাজা। তার পর?

পুরো। তার পর, অপ্সরাতীর্থের নিকট,
এক জ্যোতিঃ নারীবেশে হয়ে উপনীত।
কোলে করি লয়ে তায় হল অন্তর্হিত॥

সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিরূপণ করিতে লাগিল।

রাজা। আমি সন্দিগ্ধবুদ্ধি হইয়া তাহাকে নিরাকরণ করিয়াছিলাম। আপনি আর কেন বৃথা তর্কদ্বারা অন্বেষণ করেন, এক্ষণে গিয়া বিশ্রাম করুন।

পুরো। আপনার জয় হউক। (ইতি নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। বেত্রবতি! আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, শয়ন গৃহের শয্যা প্রস্তুত আছে কি না?

প্রতিহারী। হাঁ মহারাজ। আসিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা। (যাইতে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

মুনি তনয়ার সহ, আমার যে পরিগ্রহ,
হয় নাকো কিছুই স্মরণ।
কিন্তু আজি মম চিত, হইয়াছে ব্যাকুলিত,
ইহা এক প্রত্যয় কারণ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

নগরপাল, এক ব্যক্তির বাহুদ্বয় পশ্চাৎদিকে বন্ধন করিয়া দুইজন রক্ষির সহিত প্রবেশ করিল।

রক্ষিদ্বয়। (ঐ পুরুষকে আঘাত করিতে করিতে) রে চোর, মহাদীপ্তিশালি রাজনামাঙ্কিত এই মণিময় অঙ্গুরীয় কোথা পাইলি, বল।

ধীবর। (ভীত হইয়া) আপনারা প্রসন্ন হউন, আমি ইহা চৌরবৃত্তি দ্বারা গ্রহণ করি নাই।

প্রথম। হাঁ, তুমি মহাব্রাহ্মণ, তজ্জন্যই রাজা তোমাকে পারিতোষিক স্বরূপ দান করিয়াছেন।

ধীবর। মহাশয়েরা তবে শ্রবণ করুন্, আমি শক্রাবতার-বাসী ধীবর।

দ্বিতীয়। অরে গাঁটকাটা, আমরা কি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসা করিতেছি?

নগরপাল। ক্রমে সকল কথা বলুক না কেন, বাধা দিও না।

উভে। মহাশয় যা আজ্ঞা করিলেন।—ওরে বল্‌রে বল।

ধীবর। আমি জাল ও বড়শী দ্বারা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি।

নগরপাল। (হাস্য করিয়া) কি পবিত্র উপজীবিকা।

ধীবর। মহাশয় এরূপ বলিবেন না।

যার যেই কার্য্য হয়, কদাপি সে ত্যাজ্য নয়,
সেই কর্ম্ম হলেও নিন্দিত।
তার সাক্ষি হোতাগণ, পরম দয়ার্দ্র হন,
তবু পশু বধেন নিশ্চিত॥

নগরপাল। তার পর।

ধীবর। একদিন আমি একটা রোহিত মৎস্য ধরিয়াছিলাম, পরে তাহা খণ্ড খণ্ড করাতে, তাহার উদর মধ্যে দীপ্তিশালী মহারত্ন এই অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলাম; পরে তাহা লইয়া বিক্রয় করিতে আনিবা মাত্রই মহাশয়দিগের কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি, আমাকে মারুন বা কাটুন, এই পর্য্যন্ত ইহার বৃত্তান্ত।

নগরপাল। (অঙ্গুরীয় আঘ্রাণ লইয়া) শুন রক্ষি! এই অঙ্গুরীয় মৎস্যোদরে ছিল, সন্দেহ নাই, যেহেতুক ইহাতে আমিস গন্ধ নির্গত হইতেছে, অতএব বোধ করি এই ব্যক্তি ক্ষমা পাইবে, যাহা হউক, এইক্ষণে রাজবাটীতে গমন করিয়া সকল বৃত্তান্ত গোচর করি।
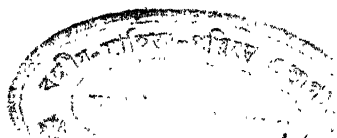
রক্ষিদ্বয়। চল্ রে, গৃন্থিভেদক, চল। (সকলে রাজবাটী মুখে চলিল।)

নগরপাল। তোমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা কর ; আমি রাজকুলে প্রবেশ করি।

রক্ষিদ্বয়। আপনি স্বামির প্রসাদের নিমিত্তে যাউন।

নগরপাল। ভাল। (ইহা কহিয়া রাজকুলে প্রবেশ করিল।)

দ্বিতীয়। ওহে ভাই ! আমাদের মান্য কি জন্য এত বিলম্ব করিতেছেন।

প্রথম। সকল সময়ে রাজসাক্ষাৎ হয় না, তাহার উপ-যোগীকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়।

দ্বিতীয়। এই গৃন্থিভেদককে বিনাশ করিতে আমার হস্ত স্ফীত হইতেছে।

ধীবর। অকারণে আমাকে মারিবেন না।

প্রথম। (বিলোকন করিয়া) ঐ যে আমাদিগের মান্য, রাজশাসন পত্রপৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়া আগমন করি-তেছেন, সম্প্রতি এই ধৃতব্যক্তি স্বজনদিগের মুখ দর্শন করিতে থাকিবে, কি গৃধ্র শৃগালের ভোগ্য হইবে, তাহা কিছু বলিতে পারা যায় না।

অনন্তর নগরপাল আগমন করিল।

নগরপাল। শীঘ্র শীঘ্র—(এই অৰ্দ্ধ কহিতেই)

ধীবর। হা হতোহস্মি। (বলিয়া বিষাদ করিতে লাগিল।)

নগরপাল। এই জালোপজীবিকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, মহারাজ কহিলেন যে অঙ্গুরীয়ের প্রমাণ উপপন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয়। যে আজ্ঞা মহাশয়, এ ব্যক্তি যমবসতির দ্বার-হইতে প্রত্যাগমন করিল। (ইহা কহিয়া ধীবরের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল।)

ধীবর। (নগরপালকে প্রণাম করিয়া) মহাশয়! আপনি এখন আমার জীবন ক্রয় করিলেন। (ইহা কহিয়া নগরপালের পদতলে পতিত হইল।)

নগরপাল। ওঠ ওঠ, রাজা এই অঙ্গুরীয়ের মূল্য পরিমাণে তোকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর। (ইহা কহিয়া রাজদত্ত অর্থ প্রদান করিল।)

ধীবর। (সহর্ষে তাহা গ্রহণ করিয়া) অনুগৃহীত হইলাম।

প্রথম। বধ্য ব্যক্তিকে শূলহইতে নামাইয়া হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করান প্রায়, রাজা তোর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়। পারিতোষিক দ্বারা বোধ হয়, অঙ্গুরীয় উত্তম রত্নে নির্ম্মিত ও স্বামির অতি অভিমত হইবে।

নগরপাল। আমার বোধ হয়, তজ্জন্য মহারাজ পারি-তোষিক দেন নাই।

উভে। তবে কি।

নগরপাল। রাজার এই অঙ্গুরীয় দর্শন মাত্রে কোন হৃদয়

স্থিত জনের স্মরণ হইয়াছে বোধ হইল, কেননা তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি হইলেও অত্যন্ত পর্য্যুৎসুকমনা হইয়াছেন।

দ্বিতীয়। তবে এখন মহাশয়ের দ্বারা, রাজা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছেন।

প্রথম। হাঁ এই মৎস্যোপজীবিই তাহার কারণ। (বলিয়া ধীবরের প্রতি সাসূয় দৃষ্টিক্ষেপ করিল।)

ধীবর। মহাশয়েরা এই পুরস্কারের অর্দ্ধ আপনাদের সুরা মূল্য হইবে।

প্রথম। ধীবর! তুমি এখন আমাদের প্রিয়বয়স্য হইলে, মদ্য সাক্ষি করিয়া আমাদের সৌহৃদ্য হউক, অতএব আইস শুণ্ডিকালয়ে গমন করি। (ইহা কহিয়া সকলেই নিষ্ক্রান্ত হইল।)

অনন্তর আকাশযানে মিশ্রকেশী নাম্নী
এক অপ্সরা প্রবেশ করিলেন।

মিশ্র। ক্রমেতে করণীয় যে অপ্সরা তীর্থকার্য্য তাহা আমি সম্পাদন করিয়াছি; এইক্ষণে সাধুদিগের অভিষেক কাল মধ্যে এই রাজর্ষির বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করি, যেহেতুক মেনকা সম্বন্ধে শকুন্তলা আমার কন্যা স্বরূপা। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) একি! উৎসব দিবসে রাজকুল কেন নিরুৎসব দৃষ্ট হইতেছে; আমার প্রণিধানে জানিতে শক্তি আছে বটে, কিন্তু প্রিয়সখী

মেনকার আদেশ, অতএব আদরপূর্ব্বক সম্মান করা কর্ত্তব্য; ভাল! এই উদ্যানপালকের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তিরস্করিণী বিদ্যাদ্বারা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবলোকন করি। (ইহা কহিয়া অবতীর্ণা হইলেন।)

অনন্তর দুই চেটী চূতাঙ্কুর দর্শন করিতে২
প্রবেশ করিল।

প্রথমা। অহো! এই যে মধুমাস উপস্থিত হইয়াছে।

বসন্ত জীবন সম রসাল মুকুল।
তাম্র আর হরিদ্বর্ণে শোভে বৃন্তকুল॥
ওই সব বৃন্ত লয়ে মদন রাজনে।
এখনি পূজিব আমি হরষিত মনে॥

দ্বিতীয়া। পরভৃতিকে! একাকিনী কি মন্ত্রণা করিতেছিস?

প্রথমা। সখি মধুকরিকে! পরভৃতিকারা চূতলতা দর্শন করিয়া উন্মত্তা হয়, ইহা সত্য।

দ্বিতীয়া। (সহর্ষ) কি মধুমাস উপস্থিত?

প্রথমা। মধুকরিকে! তোর মদবিভ্রমের এই কাল।

দ্বিতীয়া। সখি! আমাকে ধর, আমি অগ্রপদেস্থিতা হইয়া চূতাঙ্কুর চয়ন করি, যাহার দ্বারা কামদেবের পূজা সম্পন্ন করিব।

প্রথমা। যদি তোমাকে ধরি, তবেতো আমারও পূজার অর্দ্ধ ফল হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়া। সখি! ইহা কহা বাহুল্য, যেহেতু আমাদিগের

একি প্রাণ, বিধাতা কেবল শরীরের দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন। (ইহা কহিয়া সখীকে অবলম্বন পূর্ব্বক চূ্যতাঙ্কুর চয়ন করিতে লাগিল।) কি আশ্চর্য্য! চূ্যতাঙ্কুর আজও প্রবুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু বৃন্ত ভগ্ন করিলে সুরভি গন্ধ নির্গত হয়। (পরে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক) ভগবন্ মকরধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার করি। হে চূ্যতাঙ্কুর ! তুমি আমাকর্ত্তৃক দত্ত হইয়া কামদেবের সর্ব্বযুবজনলক্ষ্য পঞ্চধা শর হও। (ইহা কহিয়া চূ্যতাঙ্কুর নিক্ষেপ করিল।)

কঞ্চুকী প্রবেশ করিল।

কঞ্চু। (সক্রোধে) ওরে তোদের কি প্রাণের ভয় নাই, রাজা এই বসন্তে মধূৎসব রহিত করিয়াছেন, কিন্তু তোরা আম্রকলিকা ভগ্ন করিতেছিস।

উভে। (ভীতা হইয়া) মহাশয় ! প্রসন্ন হউন, আমরা বিশেষ অবগত নহি।

কঞ্চু। তোরা কি শ্রবণ করিস নাই, যে বাসন্ত তরুগণ ও তদাশ্রয়ি পক্ষিরাও রাজার শাসন লঙ্ঘন করিতেছে না।

অৰ্দ্ধ প্রস্ফুটিত হয়, রসাল কলিকাচয়,
নাহি তবু পরাগ নিচয়।
কুরুবক মনোহর, অতিশয় শোভাকর,
প্রফুল্লিত হয়েও না হয়॥

শিশির অতীত হয়, তথাপি স্থগিত রয়,
কণ্ঠদেশে কোকিলের ধ্বনি।
অতএব বুঝি স্মর, রাখিল আপন শর,
অর্দ্ধ বারি করিয়ে অমনি ॥

মিশ্র। এ রাজর্ষি মহাপ্রভাবশালী, সন্দেহ নাই।

প্রথমা। আর্য্য! অল্পদিন হইল, এই প্রমোদবনে চিত্র-কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমরা প্রভু রাষ্ট্রিক মিত্রাবসু দ্বারা এখানকার মহারাজের চরণে প্রেরিত হইয়াছি, অতএব মহাশয় আমরা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিতে পারি নাই।

কঞ্চু। ভাল, আর এমন কর্ম্ম পুনর্ব্বার করিস না।

উভে। মহাশয়! মহারাজ কি কারণ বসন্তোৎসব প্রতিষেধ করিয়াছেন? যদি আমাদিগের শুনিতে কোন বিশেষ বাধা না থাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, ইহা শুনিতে আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে।

মিশ্র। রাজারা উৎসবপ্রিয়, অতএব কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহা হইয়া থাকিবে।

কঞ্চু। (স্বগত) এই বৃত্তান্ত সকলেই প্রায় জ্ঞাত হইয়াছে, তবে কি নিমিত্ত না কহিব; (প্রকাশ করিয়া) তোমরা কি শ্রবণ কর নাই, রাজা শকুন্তলাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার লোকাপবাদ?

উভে। হাঁ, যে পর্য্যন্ত না অঙ্গুরীয় দর্শন হইয়াছিল, তাহা রাষ্ট্রিয় প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি।

কঞ্চু। তবে অল্পই বলিলে হইবে, অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া যখন রাজার স্মরণ হইল, যে শকুন্তলাকে সত্যই বিজনে বিবাহ করিয়া মোহ প্রযুক্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন তাঁহার অত্যন্ত পশ্চাৎতাপ উপস্থিত হইয়াছে। কেমন।

রম্যবস্তু দর্শনেও বিরক্ত রাজন।
মন্ত্রির মন্ত্রণা নাহি করেন গ্রহণ॥
শয্যার উপরে সদা উল্লুণ্ঠন করি।
যাপন করেন নিশি নিদ্রা পরিহরি॥
দাক্ষিণ্য প্রযুক্ত এক ভার্য্যাকে ডাকিতে।
অন্যকে ডাকিয়ে বড় লজ্জা পান চিতে॥

মিশ্র। একথা আমার অতিশয় মনোনীত হইল।

কঞ্চু। রাজার এইরূপ উৎকণ্ঠাতে বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

উভে। হইতেই পারে।

নেপথ্যে। মহারাজ! আসুন আসুন।

কঞ্চু। (কর্ণদিয়া) অহো! আমাদিগের মহারাজ এই স্থানে আসিতেছেন, অতএব তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠানে গমন কর। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।)

অনন্তর অনুতাপ বিশিষ্ট রাজা, বিদূষক ও
প্রতিহারী সহিত প্রবেশ করিলেন।

কঞ্চু। (রাজাকে বিলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! যাঁহারা স্বভাবতঃ সুন্দর, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই রমণীয় হন, যেহেতু এই রাজা অত্যন্ত বিমনা হইলেও তথাপি প্রিয়দর্শন হইয়াছেন।

ভূষণ নাহিক কিছু অঙ্গেতে শোভন।
বামকরে শুদ্ধ ক্ষীণ বলয় ধারণ॥
নিশ্বাসে মলিন বিম্ব ওষ্ঠাধর তাঁর।
চিন্তা জাগরণে চক্ষু তাম্রের আকার॥
কৃশ হয়েছেন তবু স্বকীয় প্রভায়।
মরি কিবা সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত মণিপ্রায়॥

মিশ্র। (রাজাকে দর্শন করিয়া) অকারণ নিরাকরণে শকুন্তলা অত্যন্ত অপমানিতা হইয়াও যে ইঁহার নিমিত্ত অনুতাপ করেন তাহা তাহার পক্ষে উচিত।

রাজা। (চিন্তাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে)

কুরঙ্গনয়নী কত, বুঝাইল নানা মত,
তবু না বুঝিল মম মন।
অনুতাপ অনিবারে, শুদ্ধ মাত্র সহিবারে,
তাহা মনে পড়েছে এখন॥

মিশ্র। সেই তপস্বিনীর অদৃষ্টই এই রূপ।

বিদূ। (স্বগত) রাজা পুনর্ব্বার, শকুন্তলাবাতে লজ্জিত

হইয়াছেন, কি প্রকারে আবার চিকিৎসা হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

কঞ্চু। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! আমি প্রমোদবন ভূমি অবলোকন করিয়া আসিয়াছি, অনেক বিনোদন স্থান আছে, আপনার যথায় অভিলাষ, তথায় যাইয়া সুখে বিশ্রাম করুন।

রাজা। বেত্রবতি! তুমি আমার কথায় যাইয়া অমাত্য পিশুনকে বল, যে তাঁহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এতাবৎকাল আমি ধর্ম্মাসনে উপবেশন করি নাই, তিনি যে সকল পৌরকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা পত্রে লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ! (ইহা কহিয়া প্রস্থান করিল।)

রাজা। পার্ব্বতায়ন কঞ্চুকী তুমি ও স্বকার্য্যানুষ্ঠানে গমন কর।

(কঞ্চুকী নিষ্ক্রান্ত।)

বিদূ। আপনি এই স্থান এইক্ষণে নির্ম্মক্ষিক প্রায় করিলেন, সম্প্রতি অতি শীতল ও রমণীয় এই উদ্যানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়া আত্মাকে বিনোদন করুন।

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বয়স্য! অনর্থ পরম্পরা ছিদ্র পাইলেই আইসে, ইহা যথার্থ বটে। কেননা

যেই দুষ্ট মোহ সেই মুনি তনয়ারে।
ভুলাইয়ে দিয়ে মুগ্ধ করেছে আমারে॥
সেই তমো আমারে ত্যজেছে যেইক্ষণ।
অমনি ছেড়েছে বাণ আমাতে মদন॥

বিদূ। বয়স্য! স্থির হও, আমি এই দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা কন্দর্পের বাণ সকল নাশ করি। (ইহা কহিয়া দণ্ড দ্বারা চ্যুতাঙ্কুর চূর্ণ করিতে উদ্যত হইল।)

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আমি তোমার ব্রহ্মতেজ দেখিলাম। সখে! সম্প্রতি বল, কোথায় উপবেশন করিয়া প্রিয়ার অনুকারি লতাতে দৃষ্টি বিনোদন করি।

বিদূ। কেন, আপনিতো মেধাবিনী নাম্নী লিপিকরী, আসন্না পরিচারিকাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, যে " মাধবীলতা মণ্ডপে এই বেলা যাপন করিব, আমি যে চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলা প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়াছি তাহা তুমি সেইস্থানে লইয়া যাও।,,

রাজা। হাঁ তাহাতেই আমার অন্তঃকরণ শান্ত হইতে পারে, অতএব চল সেই মাধবীলতাগৃহে যাই।

বিদূ। আসুন আসুন মহাশয়। (উভয়ে চলিলেন।)

(মিশ্রকেশী পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিলেন।)

বিদূ। বয়স্য! এই মাধবীলতাগৃহ, ইহাতে মণিশিলাপট্ট রহিয়াছে, এ অতি নির্জ্জন ও রমণীয় স্থান, এ স্থানে উত্তম বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, অতএব প্রবেশ করিয়া উপবেশন করুন। আপনার যে মনস্তাপ

উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ অবশ্যই উপসম হইবে। (উভয়ে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন।)

মিশ্র। লতা ব্যবধানে থাকিয়া প্রিয়সখী শকুন্তলার প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন করি, পরে তৎপ্রতি রাজার যে প্রচুর অনুরাগ আছে, ইহা তাহাকে জানাইব। (সেই রূপে থাকিলেন।)

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সখে! এখন শকু-ন্তলার বৃত্তান্ত সকলি স্মরণ হইতেছে, আমিতো তা-হার প্রথম দর্শন বৃত্তান্ত তোমাকে কহিয়াছিলাম, তুমি বিদিতবৃত্তান্ত হইয়াও নিরাকরণ সময়ে কেন না আমাকে নিষেধ করিলে, অথবা আমার ন্যায় তুমিও কি সকল বিস্মৃত হইয়াছিলে।

মিশ্র। রাজারা সুহৃদ্‌সঙ্গ ব্যতীত প্রায় থাকেন না।

বিদূ। রাজন্! আমি কিছুই বিস্মৃত হই নাই, আপনি প্রথম দর্শনবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিয়াছিলেন, বয়স্য! এ পরিহাস প্রস্তাব, যথার্থ নহে, আমি মন্দবুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলাম, অথবা ভবিতব্যতাই এবিষয়ে বলবতী।

মিশ্র। সে যথার্থ।

রাজা। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) সখে! আমাকে পরিত্রাণ কর।

বিদূ। বয়স্য! এ তোমার কি হইল, সৎপুরুষেরা কখন শোকাকুল হয়েন না, অত্যন্ত বায়ুর দ্বারা কি পর্ব্বত কম্পিত হয়।

রাজা। সখে! নিরাকরণ বিষণ্ণা শকুন্তলার অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি অতি কাতর হইয়াছি।

আমার নিকটে ধনী, নিরাশ হয়ে অমনি,
স্বজন সহিত যেতেছিল।
গুরু তুল্য গুরু ছাত্র, "থাক", বাক্য কহা মাত্র,
সেই স্থানে দাঁড়ায়ে রহিল॥
সজল নয়নে অতি, পুনঃ পুনঃ মম প্রতি,
চাহিয়ে রহিল কতক্ষণ।
সে সব ঘটনা মোরে, এখন দহন করে,
বিষযুক্ত বিশিখা যেমন॥

মিশ্র। অহো! রাজার ঈদৃশ কাতরতা যে তাহা আমাকেও সন্তাপিত করিতেছে।

বিদূ। বয়স্য! আমি বিবেচনা করি, যেন কোন খেচর শকুন্তলাকে লইয়া গিয়া থাকিবে।

রাজা। বয়স্য! পতিব্রতা স্ত্রীকে কে স্পর্শ করিতে পারে, আমি তাহার সখী প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি মেনকা তাহার জননী, অতএব বোধ করি, মেনকা অথবা মেনকার কোন সহচরী তাহাকে লইয়া গিয়া থাকিবে।

মিশ্র। ইনি এরূপ অবস্থাবস্থিত হইয়াও যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরি বিস্ময় হইতে পারে।

বিদূ। মহারাজ! যদি এমত হয় তবে আপনি আশ্বাসযুক্ত হউন, কালে সে শকুন্তলার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিল।

রাজা। কি প্রকারে,।

বিদূ। মাতা পিতা, দুহিতার পতিবিচ্ছেদদুঃখ চিরকাল দেখিতে পারে না, অতএব মেনকা অবশ্যই তাঁহাকে আপনার নিকট আনিয়া দিবে।

রাজা। বয়স্য!

হয়েছিল স্বপ্নক্রম, কিম্বা মায়া মতিভ্রম,
নহে কেন ত্যজিব প্রিয়ায়।
হেন হয় অনুভব, জন্মার্জ্জিত ধর্ম্ম সব,
পরিহরি গিয়াছে আমায়॥
সুখ অভিলাষ যত, আমার জন্মের মত,
ফুরাইয়ে গিয়াছে সকল।
এবে সুদ্ধ অনিবার, জীবন দুঃখের ভার,
আমার পক্ষেতে অবিকল॥

বিদূ। বয়স্য! এমত বলিবেন না, অবশ্যম্ভাবী সমাগম যে কোথা হইতে উপস্থিত হয় তাহা বলা যায় না, দেখুন অঙ্গুরীয় ইহার প্রমাণ।

রাজা। (অঙ্গুরীয় বিলোকন করিয়া) এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিচ্যুত হইয়া দুঃখের হেতু হইয়াছে।

রে অঙ্গুরি হীন মতি, তোর পুণ্য অল্প অতি,
ফলে তার পাই নিদর্শন।
করাঙ্গুলি মনোহর, তাহে ছিলি শোভাকর,
হয়েছিস তাহতে পতন॥

মিশ্র। এই অঙ্গুরীয় অন্যের হস্তগত হইলে অতিশয় দুঃখের কারণ হইত। সখি! তুমি দূরে আছ, আমি একাকিনীই কেবল কর্ণসুখ অনুভব করিতেছি।

বিদূ। বয়স্য! তুমি কোন্ ছলে তাহার অঙ্গুলিতে এই অঙ্গুরীয় নিহিত করিয়াছিলে।

মিশ্র। ইনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণে আমারও ঔৎসুক্য আছে।

রাজা। বয়স্য! শ্রবণ কর, যখন আমি তপোবন হইতে স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করি, তখন সেই প্রিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিয়াছিলেন, “আর্য্যপুত্র! কত দিনের পর আমাকে স্মরণ করিবেন।„

বিদূ। তার পর।

রাজা। আমি তাহার অঙ্গুলিতে এই অঙ্গুরীয় সংযোজিত করিতে করিতে কহিলাম —

বিদূ। কি কহিয়াছিলেন।

রাজা। প্রিয়ে!

মম নামে আছে ইথে যাবৎ অক্ষর।
গণিবে প্রত্যেক বর্ণ প্রত্যেক বাসর॥
যে দিনে গণনা শেষ হবে বর্ণচয়।
তোমাকে আনিতে লোক আসিবে নিশ্চয়॥

কিন্তু মোহ প্রযুক্ত আমি নিদারুণ কর্ম্ম করিয়াছি।

মিশ্র। বিধিই এবিষয়ে বাদ সাধিয়াছেন।

বিদূ। ভাল বয়স্য! রোহিত মৎস্যের উদরে বড়িশের ন্যায় এই অঙ্গুরীয় কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

রাজা। যৎকালে সেই প্রিয়া, শচীতীর্থে গঙ্গাজলে স্নান পূজা করিতেছিলেন, শুনিয়াছি তৎকালে তাহার হস্ত হইতে জলমধ্যে পতিত হইয়াছিল।

বিদূ। হইতে পারে।

মিশ্র। এই রাজর্ষি ধর্ম্মভীরু, এই কারণবশতঃ শকুন্তলার পরিণয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল, অথবা ঈদৃশ অনুরাগ কি অভিজ্ঞান অপেক্ষা করে? তবে ইহা কি প্রকার, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

রাজা। আমি এই অঙ্গুরীয়কে তিরস্কার করিব।

বিদূ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বয়স্য! আমিও তবে আমার এই দণ্ডকাষ্ঠকে এই বলিয়া তিরস্কার করি, " আমি এমন সরল তুই কেন এমন কুটিল।"

রাজা। রে অঙ্গুরি কোমল অঙ্গুলি যুক্ত কর।
কি কারণ ত্যজিয়ে পড়িলি নীরোদর॥
অথবা কি দোষ তোর তুই অচেতন।
অচেতনে নারে গুণ করিতে গ্রহণ॥
পাইয়াছি আমি তার এই নিদর্শন।
আমি কেন প্রেয়সীরে করেছি বর্জ্জন॥

মিশ্র। আমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, রাজা তাহা স্বয়ংই বলিলেন।

বিদূ। আমি কি সর্ব্বদা ক্ষুধাতে মরিব?

রাজা। (এই বাক্য অনাদর করিয়া) প্রিয়ে! তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপে আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছে, পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

অনন্তর চিত্রফলকহস্তা এক চেটী প্রবেশ করিল।

চেটী। মহারাজ! এই চিত্রলিখিত মহিষী। (ইহা বলিয়া চিত্রফলক রাজাকে প্রদর্শন করাইল।)

রাজা। (বিলোকন করিয়া) অহো! কি অপরূপ রূপ।

আকর্ণ লোচনদ্বয়, হেরি মন মুগ্ধ হয়,
ভ্রূযুগল অতি মনোহর।
দশনের পাশে পাশে, কিরণ কৌমুদী হাসে,
লিপ্ত যাহে হয়েছে অধর॥
পক্ক বদরীর সম, ওষ্ঠ অতি মনোরম,
তাহে কিবা শোভিছে বদন।
হেন মম মনে লয়, সহাস্য বদনে কয়,
মৃদুভাষে মধুর বচন॥

বিদূ। (বিলোকন করিয়া) সাধু বয়স্য সাধু, আপনি ভর্ত্তৃভাব যথার্থ প্রদর্শন করাইয়াছেন। অহো! লিখন কি মনোরম্য ভাবযুক্ত, একবার দেখিলে অনন্য দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ হয়। বোধ হই-

তেছে, যেন চৈতন্যশালিনীর ন্যায় বিরাজমানা রহি-
য়াছেন, অতএব ইহার সহিত আলাপ করিতে আ-
মার কৌতূহল হয়।

মিশ্র। অহো! রাজর্ষির তুলিলিখনের কি নিপুণতা, যথা-
র্থই বোধ হয় যেন প্রকৃত সেই প্রিয়সখী অগ্রেতে
বর্ত্তমানা রহিয়াছেন।

রাজা। বয়স্য!

লিখনে যে যেই অংশ হয় সাধ্যাতীত।
হয় নাই চিত্রপটে সে সব চিত্রিত॥
রূপের মাধুরী তবু লিখনে কিঞ্চিত।
হইয়াছে তাহার লাবণ্য প্রকাশিত॥

মিশ্র। পশ্চাত্তাপ জন্য যে গুরুতর স্নেহ তাহা ইঁহার
সদৃশ বটে।

রাজা (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

আপনি আগত প্রিয়া করি পরিহার।
হেরিতেছি আদরেতে চিত্রকায় তার॥
বহুজলা নদী ত্যজি যথা তৃষ্ণাতুর।
মৃগতৃষ্ণায় সে তৃষা করিতে চাহে দূর॥

বিদূ। অহো! ইহাতে তিনটি আকৃতি দৃষ্ট হইতেছে,
সকলি দর্শন মনোহরা, ইহার মধ্যে কে সেই শকু-
ন্তলা?

মিশ্র। ইহার চক্ষুরিন্দ্রিয় নিষ্ফল, কেননা প্রিয় সখীর রূপ
লাবণ্য ইহার প্রত্যক্ষ হয় নাই।

রাজা। তুমি ইহার কাহাকে শকুন্তলা বোধ কর ?

বিদূ। (অধিক ক্ষণ বিলোকন করিয়া) আমি তর্ক করি ইহার মধ্যে এইটি, যিটি জলাভিষেক দ্বারা অতি স্নিগ্ধ পল্লবশালি অশোকলতা অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহার কেশকলাপ শিথিল হওয়াতে মস্তক হইতে পুষ্প সকল পতিত হইবায় হস্তদ্বারা তাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার বাহুলতা অতি সুন্দররূপ লম্বমানা ও বদনমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম এবং কটিবসন ঈষৎ শ্লথ হওয়াতে যেন কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্তার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন, এই যে অতি মনোহর পল্লবশালি নূতন আম্রবৃক্ষ পার্শ্বে চিত্রিতা, এইটিই শকুন্তলা, অপর দুইটি ইঁহার সহচরী।

রাজা। যথার্থ অনুভব করিয়াছ; কিন্তু ইহার কোন কোন স্থানে ভাবের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

স্বেদার্দ্র অঙ্গুলি মম স্থাপন কারণ।
পার্শ্বে পার্শ্বে কাল রেখা হতেছে দর্শন॥
বিশেষতঃ চক্ষুজল ইহাতে পড়িয়ে।
ব্যত্যয় হয়েছে কিছু রঞ্জক ফুটিয়ে॥

চতুরিকে! আমার বিনোদন স্বরূপ এই চিত্র, অর্দ্ধ মাত্র লিখিত হইয়াছে, তুমি যাইয়া তুলিকা আনয়ন কর।

চেটী। আর্য্য মাধব্য! যে অবধি আমি এই স্থানে পুনরাগমন না করি তদবধি তুমি এই চিত্রফলক ধরিয়া থাক।

রাজা। আমিই ধরিতেছি। (ইহা বলিয়া ধরিলেন।)

(চেটী নিষ্ক্রান্তা।)

বিদু। বয়স্য ! ইহাতে আর কি লিখিবেন ?

মিশ্র। বোধ করি প্রিয়সখীর অভিমত যে যে প্রদেশ সেই সেই প্রদেশ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

রাজা। সখে ! শ্রবণ কর।

সে সৈকতশালিনী মালিনী নামে নদী।
রাজহংস ক্রীড়া করে যাহে নিরবধি ॥
হিমালয় কাছে আছে ক্ষুদ্র গিরি যত।
চমরি মৃগেরা যাতে থাকয়ে সতত ॥
বল্কল সহিত যত বিটপি সুন্দর।
যাদের তলাতে খেলে মৃগ বহুতর ॥
হরিণীর বাম নেত্র কৃষ্ণসারগণ।
নিজ শৃঙ্গে প্রেমাবেশে করিছে ঘষণ ॥
এসব বিচিত্র চিত্র করিতে যতনে।
নিতান্ত বাসনা মম আছে মনে মনে ॥

বিদূ। (স্বগত) ইনি, বল্কলধারিণী তাপসীগণের কুৎসিৎ আকৃতি দ্বারা এই চিত্রফলক পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

রাজা। আরও শকুন্তলার প্রধান অভিপ্রেত ইহাতে লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছি।

বিদু। সে কি ?

মিশ্র। বনবাসি কুমারীগণের যাহা সদৃশ তাহাই লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

রাজা। গণ্ডদেশ অবধি করিয়া বিলম্বিত।
হয়নি শিরীষ ফুলে কর্ণ বিভূষিত॥
শারদীয় শশধর কিরণের সম।
কোমল মৃণালসূত্র অতি মনোরম॥
স্তনযুগ মধ্যে তাহা করিতে স্থাপন।
আমার স্মরণ নাহি ছিল হে তখন॥

বিদূ। এই সুকুমারী শকুন্তলা রক্তোৎপল সদৃশ অগ্রহস্ত দ্বারা মুখ আবরণ করিয়া ভয়চকিতার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। (অবলোকন করিয়া) হা! হা! একটা কুসুমরসচোর দুষ্ট মধুকর, ইহার বদনকমল অভিলাষ করিতেছে।

রাজা। এই দুর্বিনীত মধুকরকে বারণ কর।

বিদূ। মহারাজ! অবিনীতদিগের শাসনে আপনারি ক্ষমতা।

রাজা। হে কুসুমলতার প্রিয় অতিথি! তুমি কেন ইহাতে পতিত হইয়া খেদ প্রকাশ করিতেছ?
দেখ তব মধুকরী, বসিয়ে কুসুমোপরি,
প্রতীক্ষা করিছে সেই স্থানে।
অনুরাগে তব প্রতি, তৃষিত যদিও অতি,
প্রবর্ত্ত না হয় মধুপানে॥

মিশ্র। ইনি ইহাকে সমধিক বারণ করিলেন।

বিদূ। সখে! এই জাতিকে নিষেধ করিলেও নিষেধ মানে না।

রাজা। (কোপের সহিত) অরে অলি! তুই আমার শাসন মানিলি না? তবে শ্রবণ কর।

মনোহর কিশলয় সমান আকার।
ওষ্ঠাধর হয় যার অতি চমৎকার॥
যে সময় আমি তার সুধাপান করি।
আহা মরি সে সময় কত সুখকরী॥
ওরে অলি তাহে যদি করিস্ দংশন।
পদ্ম মধ্যে রাখিব রে করিয়ে বন্ধন॥

বিদূ। এরূপ তীক্ষ্ন দণ্ড শ্রবণে কেন না ভীত হইবে? (হাস্য করিয়া আত্মগত) ইনিতো উন্মত্ত হইয়াছেন, আমিও ইঁহার সহিত থাকিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইলাম।

রাজা। ইহাকে নিরাকরণ করিলাম, তথাপিও যে এ রহিল।

মিশ্র। অহো! অতি অনুরাগ, ধীর ব্যক্তিকেও বিকৃত করে।

বিদূ। (প্রকাশ করিয়া) মহারাজ! এ যে চিত্রপট।

রাজা। কি! এ চিত্রপট?

মিশ্র। মহারাজ যে এই রূপচিন্তা করিবেন তাহা আমি ভাবিয়াছিলাম।

রাজা। বয়স্য! সম্প্রতি এ হতভাগা কি অনুষ্ঠান করিবে?

হয়ে মন তদগত, সাক্ষাত্ প্রিয়ার মত,
বোধ হতেছিল কিন্তু শকুন্তলা নয় হে।
তোমার কথায় মম, ঘুচিল মনের ভ্রম,
চিত্রপট বটে ইহা এই জ্ঞান হয় হে॥

(ইহা কহিতে কহিতে লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।)

মিশ্র। বিরহিগণের ব্যবহার পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ।

রাজা। বয়স্য! নিরন্তর দুঃখ কি রূপে ভোগ করিব?

উপায় নাহিক কোন প্রিয়ার দর্শনে।
নিদ্রা নাহি হয় যে হে দেখিব স্বপনে॥
চিত্রপটে নাহি পাই দেখিতে তাহায়।
আঁখি নীরে দৃষ্টি রোধ করে হায় হায়॥

মিশ্র। রাজা বিচ্ছেদদুঃখ সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জনা করিতে পারিতেছেন না; প্রিয়সখীর নিমিত্ত তাঁহার দুঃখ প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

পুনর্ব্বার চতুরিকা চেটী প্রবেশ
করিল।

চেটী। মহারাজ! তূলিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আমি এস্থানে আসিতেছিলাম—

রাজা। তার পর।

চেটী। তার পর দেবী বসুমতী, পিঙ্গলিকা কর্ত্তৃক ইহা বিদিত হইবামাত্র "আমিই আর্য্যপুত্র সমীপে উপস্থিত করিতেছি," কহিয়া আমার হাতহইতে বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদূ। তুমি কি রূপে এড়াইয়া আসিলে?

চেটী। যখন পরিচারিকাগণ, লতাবিটপলগ্ন দেবীর অঞ্চল মোচন করিয়া দিতেছিল, সেই অবসরে আমি পলায়ন করিয়াছি।

রাজা। বয়স্য! বহুমানগর্ব্বিতা রাজ্ঞী অবিলম্বেই এস্থানে উপস্থিত হইবেন, তুমি এই চিত্রপট কোনক্রমে রক্ষা কর।

বিদূ। আপনার আত্মাকে কেননা রক্ষা করিতে কহিলেন? (চিত্রফলক গ্রহণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া) বয়স্য! যদি আপনি অন্তঃপুরস্থ পাশরূপিণী রাজ্ঞী হইতে মুক্ত হন, তবে মেঘাচ্ছন্ন প্রাসাদহইতে আমাকে ডাকিবেন, আমি তথায় এই চিত্রফলক এরূপ গোপন করিয়া রাখিব, যে তত্রস্থ পারাবত ব্যতিরেকে আর কেহই দেখিতে পাইবেক না। (সত্বর গমনে নিষ্ক্রান্ত।)

মিশ্র। অহো! ইনি অন্য নারীতে আসক্ত হইয়াও প্রথমা ভার্য্যার সম্মান রক্ষা করিতেছেন, অতএব ইঁহার সৌহার্দ্দ অত্যন্ত স্থির।

পত্র হস্তে করিয়া প্রতিহারী প্রবেশ করিল।

প্রতি। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক।

রাজা। প্রতিহারি! তুমি পথিমধ্যে রাজ্ঞী বসুমতীকে দেখিয়াছ?

প্রতি। হাঁ মহারাজ দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার হস্তে পত্র অবলোকম করিয়া প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছেন।

রাজা। তিনি সময় বুঝিতে পারেন, আমার কার্য্যবিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

প্রতি। দেব! অমাত্য এই বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, "অদ্য-কার রাজকার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত আমি এক পৌরকার্য্য প্রত্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহা পত্রে লিখিত হইয়াছে, আপনি অবলোকন করিবেন।"

রাজা। পত্র দেখাও। (প্রতিহারী প্রদর্শন করাইল) (রাজা পাঠ করিতে লাগিলেন।)

"আপনি বিদিত হউন, ধনমিত্র নামে এক জন বাণিজ্যোপজীবী বণিক সমুদ্রে তরিভগ্ন হওয়াতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি নিঃসন্তান, এপ্রযুক্ত ইদানী তাঁহার অনেক কোটি ধন রাজস্বত্ব হইয়াছে, ইতি।"

রাজা। (বিষণ্ণ হইয়া) নিঃসন্তান হওয়া কি দুঃখের বিষয়। প্রতিহারি! ঐ ব্যক্তি প্রচুর ধনস্বামী ছিলেন, অতএব বোধ করি অনেক দারপরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন; অন্বেষণ কর, তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে যদি কেহ আ-পন্নসত্ত্বা থাকে।

প্রতি। মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা, শুনিয়াছি তাহার পুংসবনাদি ক্রিয়া সমাপন হইয়াছে।

রাজা। তবে সেই গর্ভস্থসন্তান পিতৃধনের অধিকারী, তুমি যাইয়া অমাত্যকে বল।

প্রতি। মহারাজ যা আজ্ঞা করিলেন। (প্রস্থান করিল।)

রাজা। শুন শুন।

প্রতি। (প্রত্যাগমন করিয়া) মহারাজ আসিয়াছি।

রাজা। প্রজাগণের সন্ততি থাকুক বা না থাকুক,
প্রজাদের স্নেহপাত্র পুত্র মিত্রগণ।
নির্দ্দোষেতে কেহ হয় যদ্যপি নিধন॥
দুষ্মন্ত ভূপতি হবে তাদের সে জন।
এই রব রাজ্য মধ্যে করহ ঘোষণ॥

প্রতি। ইহা ঘোষণা করিয়া দিব। (গমন করিয়া পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক) মহারাজ! আপনার শাসন গল-প্রবিষ্ট বস্তুর ন্যায় মহাজনদিগের কর্ত্তৃক অভিমত হইয়াছে।

রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) নিঃসন্তান নিরবলম্বন পুরুষদিগের মরণান্তে তাহাদিগের সম্পদ হস্তান্তর হইয়া অন্য ব্যক্তিকে অবলম্বন করে; আমার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে পুরুবংশের সম্পত্তিও এই রূপ হইবেক।

প্রতি। আপনার অমঙ্গল প্রতিহত হউক।

রাজা। সখে! স্বয়ং উপস্থিতা শ্রেয়সীকে আমি অপমান করিয়াছি। আমাকে ধিক্!

মিশ্র। ইনি নিশ্চয় প্রিয় সখীকেই মনে করিয়া আত্মাকে নিন্দা করিতেছেন।

রাজা। বংশের মর্য্যাদা ধর্ম্মপত্নী গর্ভবতী।
তারে ত্যজিয়াছি আমি হায় কি দুর্ম্মতি॥

উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ করিয়ে বপন।
উৎপাটন করা পুনঃ অযুক্ত যেমন॥

মিশ্র। শীঘ্র তোমার সহিত প্রিয় সখীর মিলন হইবে।

চেটী। (জনান্তিক করিয়া) আর্য্যপ্রতিহারি! অমাত্য এই পত্র প্রেরণ করিয়া কি বিচারসিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন? দেখ ইহা দর্শন করিয়া মহারাজ নেত্রজলে আর্দ্র হইতেছেন, আমরা কোন কৌশলদ্বারা এ শোক নিবারণ করিতে সমর্থ হইব না; যাহা হউক মহারাজের সন্তাপ যাহাতে দূর হয় এমত উপায় চিন্তা করা উচিত। সম্প্রতি তুমি মেঘাছন্ন প্রাসাদ-হইতে শোক নির্ব্বাণকারী বিদূষককে আনয়ন কর।

প্রতি। ভাল বলিয়াছ। (ইতি নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। হায়! দুষ্মন্তের পিণ্ডগ্রাহী পিতৃপুরুষেরা এক্ষণে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া, বোধ হয় এই কহিতেছেন,

" কে আর ইহার পর করিবে তর্পণ।
আমাদের কেবা জল করিবে অর্পণ ,,॥
এই রূপ পিতৃলোক করিয়ে চিন্তন।
আমার প্রদত্ত জল করেন গ্রহণ॥
মিশাইয়ে নিজ নিজ অশ্রুজল তায়।
করেন তাঁহারা পান তাহা হায় হায়॥

মিশ্র। প্রদীপ উজ্জ্বল থাকিলেও ব্যবধান দোষে এই রাজর্ষি অন্ধকার অনুভব করিতেছেন।

চেটী। মহারাজ! আর সন্তাপ করিবেন না, আপনিতো নির্ব্বীর্য্য হয়েন নাই, অন্য দেবীতে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া সুখী হইতে পারিবেন। (আত্মগত) আমার বাক্য শ্রবণ করিলেন না, অনুরূপ ঔষধ শঙ্কাকে দূর করে।

রাজা। (শোক পূর্ব্বক,)

পুরুবংশ নরপতি, সবে পুণ্যবান অতি,
বংশধর সকলের ছিল।
আমি অতি ভাগ্যহীন, বুঝি পাপে হয়ে লীন,
আমাহতে বংশ লোপ হল॥
যথা নদী সরস্বতী, নানা দেশে করি গতি,
কোন স্থানে হইয়াছে লয়।
সেই মত পুরুবংশ, আমা হতে হলো ধ্বংস,
এদুঃখ কেমনে প্রাণে সয়॥

(ইহা কহিতে কহিতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন।)

চেটী। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ! শান্ত হউন।

মিশ্র। আমি ইঁহাকে কি নিবৃত্ত করিব? অথবা তাহা করিয়াই বা ফল কি? কেননা শকুন্তলা প্রতি দেবজননী প্রমুখাৎ প্রবোধ বচনে এই সম্ভাষণ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে " যজ্ঞসমুৎসুক দেবতারা আদরপূর্ব্বক যেমন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, রাজাও সেই প্রকার আদর পূর্ব্বক তোমাকে অচিরে ধর্ম্মপত্নীত্বে গ্রহণ করিবেন।,,

আর আমার এস্থানে বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না, এখন যাইয়া এই বৃত্তান্ত দ্বারা প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আশ্বাস প্রদান করি! (ইতি আকাশ পথে নিষ্ক্রান্তা।)

নেপথ্যে। "ব্রহ্ম হত্যা হয় ব্রহ্ম হত্যা হয়।"

রাজা। (সচেতন হইয়া কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক) অয়ে! এ আত্মনাদ যে মাধব্যের বোধ হয়।

চেটী। মহারাজ! বোধ করি পিঙ্গলিকা প্রভৃতি চেটীরা মাধব্যের হস্তে চিত্রফলক দেখিয়া তাহাকে ধরিয়াছে।

রাজা। চতুরিকে! রাজ্ঞীর নিকট যাইয়া আমার নাম লইয়া বল, তিনি আপন পরিচারিকাদিগকে দমন করিয়া কেন না রাখেন। (চতুরিকা নিষ্ক্রান্তা।)

(নেপথ্যে বারম্বার ঐ রূপ শব্দ হইতে লাগিল।)

রাজা। প্রত্যুত ব্রাহ্মণের স্বর, ভয় প্রযুক্ত অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছে।—এখানে কে আছে?

কঞ্চুকী। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ আজ্ঞা করুন।

রাজা। নিরূপণ কর, কি কারণ মাধব্য ব্রাহ্মণ এত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে।

কঞ্চু। গিয়া অবলোকন করি। (নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল।)

রাজা। পার্ব্বতায়ণ! কিছু কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে?

কঞ্চু। না মহারাজ।

রাজা। তবে কি কারণ তুমি কম্পান্বিত হইতেছ?

সহজে জরাতে হয় কম্পিত শরীর ।
এত কম্প কি কারণে বল হে স্থবির ॥
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপিছে সঘনে ।
প্রত্যেক অশ্বত্থ দল যথা সমীরণে ॥

কঞ্চু । মহারাজ ! বন্ধুকে পরিত্রাণ করুন ।

রাজা । কাহা হইতে পরিত্রাণ করিব ?

কঞ্চু । মহৎ বিপদ হইতে ।

রাজা । স্পষ্টরূপে কহ ।

কঞ্চু । মেঘাচ্ছন্ন নামে যে দিগবলোকন প্রাসাদ আছে,—

রাজা । তাহাতে কি ?

কঞ্চু । শিখির অলঙ্ঘ্য সেই অত্যুচ্চ প্রাসাদে ।
তব প্রিয়তম বন্ধু পড়েছে প্রমাদে ॥
গুপ্তভাবে তাহারে কে করিছে নিগ্রহ ।
হায় হায় তার আজি হইল কি গ্রহ ॥

রাজা ।(সহসা উত্থান করিয়া) আঃ ! আমারো গৃহ, গ্রহ-দ্বারা অভিভূত? অথবা নৃপত্ব অনেক বিঘ্ন বেষ্টিত হয় ।
আমাদের অপচয়, দিন দিন উপজয়,
যদি কোন কার্য্যে ত্রুটি হয় ।
প্রজাদের মধ্যে তায়, কেবা কোন পথে যায়,
কিরূপে জানিব সমুদয় ॥

নেপথ্যে । “ রক্ষা কর রক্ষা কর । ,,

রাজা । (শুনিবা মাত্র গমন করিয়া) সখে ! ভয় নাই২ ।

নেপথ্যে । ভয় নাই কি ? কে যেন সবলে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় আমার শিরোধর ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে ।

রাজা। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) ধনুঃ ধনুঃ।

প্রতিহারী ধনুঃহস্তে করিয়া প্রবেশ
করিল।

প্রতি। মহারাজের জয় হউক মহারাজের জয় হউক। মহারাজ ! এই সশর শরাসন ও এই হস্তাবরক।

(রাজা শরসংযুক্ত ধনুঃগ্রহণ করিলেন।)

নেপথ্যে। " ব্যাঘ্র যথা পশুগণ করি আক্রমণ।
গ্রীবার রুধির আগে করয়ে গ্রহণ॥
আজি আমি গ্রীবাভেদ করিয়ে তোমার।
রুধির খাইতে ইচ্ছা হতেছে আমার॥
অতএব এইক্ষণে তোমা হেন জনে।
দুষ্মন্ত ব্যতীত ত্রাতা কে আছে ভুবনে॥ ,,

রাজা। (ক্রোধের সহিত) এই যে আমাকেই উদ্দেশ করিতেছে ; আঃ ! রাক্ষসাধম ! কিয়ৎক্ষণ থাক, অনতিবিলম্বে তোর দর্প চূর্ণ করিতেছি। (ধনুঃ আরোপণ করিয়া) পার্ব্বতায়ণ ! অগ্রে অগ্রে চল।

কঞ্চু। মহারাজ ! এই স্থান দিয়া আসুন। (সত্বর হইয়া গমন করিলেন।)

রাজা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) এ গৃহ যে শূন্য দেখিতেছি।

নেপথ্যে। " মহারাজ রক্ষাকরুন২, আমি আপনাকে দেখিতেছি, কিন্তু আপনি আমাকে দেখিতে পাইতে-

ছেন না, মার্জ্জারগৃহীত ইন্দুরের ন্যায় আমি জীবনা-
বস্থা হইতে নিরাশ হইতেছি। ,,

রাজা। রে তিরস্করিণীগর্ব্বিত ! আমার শস্ত্র ও কি তোকে
দেখিতে পাইবে না, বয়স্যকে স্পর্শ করিয়া আছিস
বলিয়া যে নিষ্কৃতি পাইবি এমত মনে করিস্ না, থাক,
এই আমি তোর নিমিত্তে শর সন্ধান করিতেছি।

তুই বধ্য তোরে শীঘ্র করিব সংহার।
রক্ষণীয় ব্রাহ্মণেরে করিব উদ্ধার॥
সলিল মিশ্রিত ক্ষীর যথা হংসগণ।
সলিল ত্যজিয়ে ক্ষীর করয়ে গ্রহণ॥

(ইহা কহিয়া শস্ত্র সন্ধান করিলেন।)

মাতলি ও বিদূষক দৃশ্যমান
হইল।

মাত। মহারাজ তব শরে, দুষ্ট দৈত্যগণ মরে,
ইচ্ছা করেছেন সুরপতি।
তাই করি আগমন, কর বাণ বরিষণ,
দুর্দ্দান্ত দানব দল প্রতি॥
আত্মীয় স্বজন প্রতি, সুশীল সরল মতি,
শরক্ষেপ না করে কখন।
প্রেমে আর্দ্র অনিবার, নয়নের জলধার,
নিরন্তর করে বরিষণ॥

রাজা। (সসম্ভ্রমে অস্ত্র সংহরণ করিয়া) অয়ে! দেবরাজ-
সারথে মাতলি! মঙ্গলত?

মাত। হাঁ মঙ্গল।

বিদূ। হায়! আপনার কি আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা, কোথায় ই-
হাকে পশুবৎ হনন করিবেন, তাহা না, ইহাকে স্বাগত
জিজ্ঞাসা দ্বারা আনন্দযুক্ত করিতেছেন।

মাত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মহারাজ! যে কারণে ইন্দ্র
আমাকে আপনার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন,
নিবেদন করি, শ্রবণ করুন।

রাজা। বল, অবধান করিতেছি।

মাত। কালনেমির পুত্র দুর্জ্জয় নামে কতিপয় দানব আছে,—

রাজা। হাঁ হাঁ পূর্ব্বে নারদ প্রমুখাৎ তাহা শ্রুত হইয়াছি।

দেবরাজ করেছেন তোমায় স্মরণ।
তাঁহার অবধ্য দৈত্য করিতে নিধন॥
যেমন নিশার তম অতি ঘোরতর।
রবি না নাশিতে পারে নাশে শশধর॥

অতএব আপনি ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক দেবরথে আরোহণ
করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত প্রতিপন্ন হউন।

রাজা। দেবরাজের এই সম্ভাবনা দ্বারা আমি অনুগৃহীত
হইলাম, কিন্তু মাধব্যের প্রতি কিনিমিত্ত এরূপ ব্যব-
হার করিলে?

মাত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ইহাও কি কহিতে হইবে?
মহারাজ! আপনাকে মনস্তাপ প্রযুক্ত বিকৃত

দেখিয়া কেবল ক্রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এইরূপ করিয়াছি। দেখুন,

কাষ্ঠ না চালন, করিলে কখন,
অগ্নি না আপনি জ্বলে।
আর ফণীগণ, না পেলে তাড়ন,
তারা নাহি ফণা তোলে॥
দেখনা তেমন, তেজোধারি গণ,
বিরক্ত করিলে পরে।
তাহারা তখন, আপন আপন,
বিক্রম প্রকাশ করে॥

রাজা। (জনান্তিক করিয়া) বয়স্য! ইন্দ্রের আজ্ঞা অতিক্রম করিবার নয়, অতএব তুমি যাইয়া অমাত্য পিসুনকে পরিগতার্থ করিয়া ইহা কহিও,

যত প্রজাগণ, করিতে পালন,
থাকুক তোমার মন।
জ্যার সংযোজনে, অন্য প্রয়োজনে,
রবে মম শরাসন॥

বিদূ। আপনি যা আজ্ঞা করিলেন। (ইতি নিষ্ক্রান্ত)

মাত। মহারাজ! রথে আরোহণ করুন। (রাজা তাহাই করিলেন)

(ইতি সকলেই নিষ্ক্রান্ত।)

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

নাটক।

সপ্তম অঙ্ক।

আকাশ পথে রথারূঢ় রাজা ও মাতুলি।

রাজা। মাতলে! আমি ইন্দ্রের আজ্ঞানুষ্ঠান করিলাম বটে, কিন্তু তিনি যে প্রকার আমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আমি সেরূপ তাঁহার সৎকার করিতে পারি নাই। অতএব আত্মাকে অনুপযুক্ত জ্ঞান করিতেছি।

মাত। মহারাজ! এ অসন্তুষ্টতা উভয় পক্ষেই সমান। যেহেতু

ইন্দ্রের করেছ তুমি যেই উপকার।
তাহা অতি লঘুজ্ঞান হতেছে তোমার॥
সেরূপ তোমার ইন্দ্র করি উপকার।
লঘুজ্ঞানে দিতেছেন তাহাতে ধিক্কার॥

রাজা। মাতলে! এমত্ নহে, বিদায়কালে তিনি আমার যে রূপ সম্মান করিয়াছিলেন, তাহা মনোরথেরও দূরবর্ত্তী, দেবতাদিগের সম্মুখে আমাকে একাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন, আর

যে মাল্য প্রয়াসী তাঁর জয়ন্ত নন্দন।
দেবরাজ তাঁরে নাহি করিল অর্পণ॥
ঈষত্ হাসিয়ে মম বক্ষে দিয়ে হাত।
সে মন্দারমালা মোরে দিল সুরনাথ॥

মাত। মহারাজ! ইন্দ্র হইতে যে ইহা প্রাপ্ত হইবেন তাহার অসম্ভাবনা কি?

ইন্দ্রকার্য্যে তুমি আর বিষ্ণু দুই জনে।
নাশিয়াছ স্বর্গের কণ্টক দৈত্যগণে॥
বিষ্ণু, নরসিংহ রূপে করেন নিধন।
শরাঘাতে বিনাশিলে আপনি এখন॥

রাজা। সকল সেই ইন্দ্রেরি মহিমা। দেখ

ভৃত্যগণ মহাকার্য্য করে যে সকল।
নিজ নিজ প্রভুর গুণেতে সে কেবল॥
অরুণেরে রথ যদি নাদেন তপন।
তবে কি সে পারে তম করিতে বারণ॥

মাত। তিনি আপনারি সদৃশ। (অল্পে অল্পে গমন করিতে করিতে) রাজন্! স্বর্গলোকে সংস্থাপিত আপনকার যশঃ কিরূপ তাহা দেখুন।

কল্পলতা মধ্যে মধ্যে যত দেবগণ।
সুরনারীদের মূর্ত্তি করিয়ে লিখন॥
অবশিষ্ট বর্ণ লয়ে সুললিত গীতে।
লিখিছেন তাঁরা তব সুচারু চরিতে॥

রাজা। মাতলে! পূর্ব্বে অসুর সংগ্রামৌৎসুক্য হেতু ত্বরা জন্য এই রম্য স্থান নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই, বল, এক্ষণে কোন্ পবন পদবীতে উপস্থিত হইয়াছি।

মাত। ধূলিশূন্য প্রবহ পবনের এ পথ।
মন্দাকিনী এই পথে বিরাজে সতত॥
চক্রাকারে শোভা করে যত তারাগণে।
পবিত্র হয়েছে হরি চরণ স্পর্শনে॥

রাজা। মাতলে! এই নিমিত্তই আমার অন্তরাত্মা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত প্রসন্ন হইতেছে। (রথচক্র বিলোকন করিয়া) বোধ করি আমরা মেঘ পদবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি।

মাত। কি রূপে জানিলেন।

রাজা। (বিলোকন করিয়া)

পর্ব্বত গহ্বর, হইতে সত্বর,
পড়িছে চাতক চয়।
বিদ্যুত প্রভায়, ঘোটকের কায়,
রক্তিম বরণ হয়॥
আর্দ্র চক্র আর, বাষ্পে পুনর্ব্বার,
হইয়াছে এ স্যন্দন।

মেঘের উপর, চলিছে সত্বর,
বোধ হয় একারণ ॥

মাত। হাঁ মহারাজ, ক্ষণকাল মধ্যেই আপনি নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইবেন।

রাজা। (অধোদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) মাতলে! রথের তীব্র অবতরণ বেগে মনুষ্যলোক কি চমৎকার দেখাইতেছে।

উন্নত হতেছে যেন মহীধর গণ।
তাহা হতে নামিতেছে যেন ও ভুবন ॥
তরুদের স্কন্ধ যত হয় দরশন।
ততই ছাড়িছে তারা পত্র আবরণ ॥
যে নদী দেখেছি পূর্ব্বে সুকৃশ প্রসারে।
এক্ষণে হতেছে দৃষ্ট প্রকৃত আকারে ॥
আদ্য অন্ত দরশনে অনুভব হয়।
কে যেন আমার পার্শ্বে আনিছে ধরায় ॥

মাত। মহারাজ! সাধুদর্শন করিয়াছেন, (সমাদরে অবলোকন করিয়া) অহো! সত্য, পৃথিবী অত্যন্ত রমণীয়া দৃষ্ট হইতেছে।

রাজা। মাতলে! পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তৃত সাগরনিমগ্ন কনককান্তি ও কোন্ পর্ব্বত, সন্ধ্যাকালীন সুদর্শন জলধর প্রায় প্রকাশ পাইতেছে?

মাত। মহারাজ! ও হেমকুট নামে পর্ব্বত; উহা কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি এবং তপস্বীদিগের তপস্যা সিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান। দেখুন,

স্বয়ম্ভুর সন্তান মরীচি মহাশয়।
কশ্যপ নামেতে ঋষি তাঁহার তনয়॥
সুরাসুর গুরু সে কশ্যপ তপোধন।
জায়াসনে যোগাসনে এখানেতে রন॥

রাজা। (আদরের সহিত) মাঙ্গল্য কর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে, অতএব ভগবান্ কশ্যপকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।

মাত। ইহা উত্তম কল্প। (রথস্থির করিয়া) এই আমরা অবতীর্ণ হইলাম।

রাজা। (সবিস্ময়) দেবরাজসারথে!

রথের চক্রের শব্দ, নাহি হয় শ্রুতি লব্ধ,
ধুলা উড়া দেখিতে না পাই।
ভূমিস্পর্শ নাহি করি, রহিয়াছে শূন্যোপরি,
অবতীর্ণ লক্ষ্য হয় নাই॥

মাত। ইন্দ্রের এবং আপনার রথের এই বিশেষ।

রাজা। কোন্‌দিকে ভগবান কশ্যপের আশ্রম?

মাত। (হস্তদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখুন,

বল্মীকে অর্দ্ধেক কায় নিমগ্ন যাঁহার।
সর্পত্বকে ব্রহ্মসূত্র রচিত আবার॥
কণ্ঠদেশে বেষ্টিত হয়েছে লতা সব।
কিবা বাহ্য জ্ঞান শূন্য অতি অসম্ভব॥
ক্রোড়ে নীড় নির্ম্মাণ করেছে পক্ষিগণ।
বিশেষ মস্তকে জটা করেন ধারণ॥

মরি কিবা ঋষি রবিমণ্ডলে লক্ষিয়ে।
নিষ্পত্র পাদপ সম আছেন বসিয়ে॥

রাজা। (বিলোকন করিয়া) এমন কষ্টতপস্বীকে নমস্কার করি।

মাত। (রশ্মি সংযত করিয়া) এই অদিতি বর্দ্ধিত মন্দারতরুযুক্ত প্রজাপতির আশ্রমে আমরা প্রবেশ করিয়াছি।

রাজা। অহো! স্বর্গ হইতেও এস্থান অধিক সুখকর, এ স্থানে প্রবেশ করিয়া যেন অমৃত হ্রদেই অবগাহন করিলাম।

মাত। (রথ স্থাপন করিয়া) মহারাজ! অবরোহণ করুন।

রাজা। (অবতীর্ণ হইয়া) তুমি নামিবে না?

মাত। হাঁ, যথা নিয়মে রথ স্থাপিত করিয়াছি, এক্ষণে নামি। (নামিয়া) এই দিক্‌দিয়া আসুন, ভগবান্ কশ্যপের ঐ তপোবন অবলোকন করুন।

রাজা। মহর্ষিদিগকে ও এই তপোবনভূমি অবলোকন করিয়া আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।

বাঞ্ছা কল্পতরুগণ, কি শোভা করেছে বন,
মৃদু মন্দ বহিছে পবন।
পবনে কি গুণ মরি, যাহাতে জীবন ধরি,
করিছেন ঋষিরা যাপন॥
পদ্মরেণু স্বর্ণপ্রভা, জলের কোপিশ শোভা,
যাহে নিত্য হয় পুণ্য স্নান।
গৃহ আর সমুদয়, রত্নশীলাময় হয়,
সম্পন্ন যাহাতে হয় ধ্যান॥

এথা সুরনারীগণ, সদা করে আগমন,
ঋষিগণ করি দরশন।
বিকার নাহিক মনে, নিজ নিজ যোগাসনে,
করিছেন তপস্যা সাধন॥
অন্যত্রের তপোধন, হন ব্যাকুলিত মন,
পাইবারে এই পুণ্য স্থান।
ধন্য এই ঋষিগণ, এথা বাস অনুক্ষণ,
এই স্থান স্বর্গের সমান॥

মাত! মহৎ লোকের প্রার্থনা ক্রমশই বৃদ্ধিকে পাইয়া থাকে। (যাইতে যাইতে এক ঋষিকুমারকে দেখিয়া) হে ঋষিকুমার! ভগবান কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন? কি বলিলে? তিনি অদিতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে পতিব্রতা ধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন? তবে কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করা উচিত। (পরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া) মহারাজ! আপনি এই অশোক তরুর ছায়াতে অবস্থিত হইয়া, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি মহর্ষির নিকটে আপনার আগমন সংবাদ দিয়া আসি।

রাজা। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর?

(মাতলি নিষ্ক্রান্ত।)

রাজা। (দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন অনুভব করিয়া)

ওরে বাহু এথা হবে কি শুভ এমন।
অকারণে কেন তুমি করিছ নর্ত্তন॥

পূর্ব্বে সেই সুমঙ্গলে করেছি হেলন।
দুঃখ বিনা কিবা আর ঘটিবে এখন॥

নেপথ্যে। " না না, দৌরাত্ম্য করিসনে, ওকি যার তার উপর নিজ প্রকৃতি দেখাইবি ?,,

রাজা। (কর্ণদিয়া) অহো ! এতো অবিনয়ের স্থান নয়, তবে কে এরূপে নিবারিত হইতেছে ? (শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ গমন করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে দুইজন তাপসী অবাল বীর্য্য এক বালককে অবরোধ করিতেছেন। অহো !

স্তন পান করিতেছে কেশরিশাবক।
কেশর ধরিয়ে তার টানিছে বালক॥
ধরিয়ে আনিতে চাহে ক্রীড়ার কারণ।
এমন শিশুর বল না দেখি কখন॥

(রাজা তাপসীদ্বয় ও বালককে দেখিতে লাগিলেন।)

বালক। ওরে সিংহ শাবক ! হা কর, তোর দাঁত গণি।

প্রথমা। ওরে দুষ্ট ! কি নিমিত্ত আমাদের সন্তানতুল্য জন্তু-দিগকে যন্ত্রণা দাও, তোমার কার্য্য সকল বীরের ন্যায়, তুমি সকল জন্তুকে দমন করিয়াছ, এই নিমিত্ত ঋষিরা তোমার নাম সর্ব্বদমন রাখিয়াছেন।

রাজা। অহো ! কি নিমিত্ত এই বালকের উপর ঔরস পুত্র তুল্য স্নেহ রসে আমার মন আর্দ্র হইতেছে ? (চিন্তা করিয়া) অথবা অনপত্যতাই আমাকে মুগ্ধ করি-তেছে।

দ্বিতীয়া। বাছা! এই সিংহ শাবককে ছাড়িয়া না দিলে উহার মা তোমাকে আক্রমণ করিবে।

বালক। হাঁ বড় ভয়। (এই বলিয়া অধর ভঙ্গি করিল।)

রাজা। (সবিস্ময়,)

কোন মহাকায়, তনয়ের প্রায়,
এ শিশুরে জ্ঞান হয়।
অগ্নি কণাকারে; ভস্ম করিবারে,
পারে হেন মনে লয়॥

প্রথমা। বাছা! এই শিশুমৃগেন্দ্রকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটী ভাল খেলানা দিব।

বালক। কোই কি খেলানা দিবে দাও। (ইহা কহিয়া হস্ত প্রসারণ করিল।)

রাজা। (হস্ত দর্শন করিয়া) অহো! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তি লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।

বাঞ্ছিত দ্রব্যেরে আহা পাইবার তরে।
করিয়াছে প্রসারণ মনোহর করে॥
প্রভাতের পদ্ম যথা অল্প বিকশিত।
সেই মত এই কর কিবা সুশোভিত॥
জালরেখা মরি কিবা অতি সুদর্শন।
করের এরূপ শোভা না দেখি কখন॥

দ্বিতীয়া। সুব্রতে! ইহাকে পরিত্যাগ কর, কথায় এ ছেলেকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে না, তুমি আমার গৃহে গিয়া সংকোচন নামক ঋষিকুমারের নিমিত্ত

সুচিত্রিত যে মৃণ্ময়ময়ূর আছে তাহা ইহাকে আনিয়া দাও। (প্রথমা নিষ্ক্রান্তা।)

বালক। কোই এখনো ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহারি সঙ্গে খেলা করি।

তাপসী। (তাহার প্রতি হাস্য করিতে করিতে) বাছা ছাড়িয়া দাও।

রাজা। এই শৌর্য্যশালী নির্ভয় বালককে ক্রোড়ে করিতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে। (ইহা কহিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক,)

যেই শিশুগণ, হাসে অকারণ,
দন্তাল্প দর্শন হয়।
বাক্য রমণীয়, অস্ফুট অমিয়,
সতত ক্রোড়েতে রয়॥
তাদের লইতে, শরীর ধূলিতে,
যদিও ব্যাপিত হয়।
তথাপি তখন, ধন্য সেই জন,
যে জন ক্রোড়েতে লয়॥

তাপসী।(অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া) ওরে বালক! আমাকে যে গণনাই করিতেছিসনে।(পার্শ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) এ সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই? (রাজাকে দেখিয়া) মহাশয়! আমাদের এই নিষ্ঠুর বালক, কর দ্বারা মৃগেন্দ্রশাবককে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া ইহার হাতহইতে যদি সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দেন, তবে ভাল হয়।

রাজা। ভাল। (সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ হাস্য মুখে) ওহে মহর্ষিপুত্র !

কেন হে বালক তব এমন ব্যভার।
অশুচি করিছ ঋষি পিতাকে তোমার ॥
কালসর্পশিশু করে চন্দনে দূষিত।
দেখিতেছি সেইরূপ তোমার চরিত ॥

তাপসী। ভদ্রমুখ ! ইনি ঋষিকুমার নন।

রাজা। হাঁ, বালকের আকার প্রকার দেখিয়াই বোধ হইয়াছে ঋষিকুমার নন, কিন্তু এই স্থানে আছেন, এ-কারণ এরূপ বোধ করিয়াছিলাম। (ইহা কহিয়া বালকের হস্তহইতে সিংহশাবককে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন।)

আহা মরি এবালক কুলচন্দ্র কার।
পরশিবা মাত্র সুখ জন্মিল আমার ॥
কিন্তু যে জনের এই কুমার রতন।
কি সুখ তাঁহার মনে না যায় কথন ॥

তাপসী। (উভয়কে অবলোকন করিয়া) আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য !

রাজা। আশ্চর্য্য সে কি ?

তাপসী। আপনার সহিত এই বালকের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি; আর এ অতি দুর্বৃত্ত, আপনিও

অপরিচিত, তথাপি আপনার বাক্য মাত্রেই নিরস্ত হইয়াছে।

রাজা। (বালকের গাত্র স্পর্শ করিতে করিতে) আর্য্যে! যদি ইনি ঋষিকুমার নন্ তবে কোন্ বংশীয়?

তাপসী। পুরুবংশীয়।

রাজা। (স্বগত) তবে কি আমরা এক বংশীয়? হইতেও পারে; (প্রকাশ করিয়া) হাঁ পৌরবদিগের ইহাও কুলব্রত আছে।

পৃথিবী পালন তাঁরা করেন যখন।
সুধার ভবনে বাস তাঁদের তখন॥
তার পরে যতিব্রত করিয়ে ধারণ।
তরুরমূলেতে বাস করেন স্থাপন॥

সে যাহা হউক মনুষ্যজাতির কি এরূপ শৌর্য্যশালী সন্তান হয়? ইহাকে দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

তাপসী। ভদ্রমুখ! ইহা বলিলেও বলিতে পারেন, এই বালকের জননী, অপ্সরা সম্বন্ধে এই দেবগুরুর আশ্রমে আসিয়া ইহাকে প্রসব করিয়াছেন।

রাজা। (আত্মগত) অহো! একথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইল। (প্রকাশিয়া) আর্য্যে! এবালক কোন্ রাজর্ষির পুত্র?

তাপসী। সে ধর্ম্মদারপরিত্যাগীর নাম কে মুখে আনিবে।

রাজা। (আত্মগত) একথা যে আমাকেই লক্ষ্য করি-

তেছে, যাহা হউক এই শিশুর মাতার নাম জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া) অথবা পরস্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করা অনুচিত।

অনন্তর মৃন্ময়ূর হস্তে লইয়া তাপসী প্রত্যাগমন করিলেন।

তাপসী। সর্ব্বদমন ! দেখ কেমন শকুন্তলাবণ্য।

বালক। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) কোই আমার মা কোথায়?

(উভয়ে হাস্য করিতে লাগিলেন।)

প্রথমা। আহা ! এবালক কি মাতৃবৎসল, নাম সাদৃশ্য মাত্রেই মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

দ্বিতীয়া। বাছা ! তোমার মা এখানে আইসে নাই, “এই ময়ূরের সৌন্দর্য্য দর্শন কর ,, ইহাই বলিয়াছেন।

রাজা। (স্বগত) ইহার মাতার নাম কি শকুন্তলা ? অথবা এই নামে আর কেহ হইবে ? যাহা হউক, এক্ষণে মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া নামসাদৃশ্য প্রস্তাবে আমার মন বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে।

বালক। দাও, এই ময়ূর লইয়া খেলা করি। (ইহা কহিয়া গ্রহণ করিল।)

প্রথমা। (বিলোকন করিয়া সাবেগে) অহো ! ইহার প্রকোষ্ঠে রক্ষাকাণ্ড যে দেখিতে পাই না।

রাজা। আর্য্যে ! উৎকণ্ঠিত হইবার আবশ্যক নাই, এই সিংহশাবককে মর্দ্দন করাতে উহা হস্তচ্যুত হইয়াছে।

(ইহা কহিয়া তাহা তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন।)

উভে। তুলিও না তুলিও না—) এই বলিতে২ রাজা তুলিয়া লইলেন।) (উভয়ে বক্ষঃস্থলে হস্তদিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। আপনারা আমাকে নিষেধ করিলেন কেন ?

প্রথমা। মহাশয় ! শ্রবণ করুন, এই বালকের জাতকর্ম্ম-কালে ভগবান্ কশ্যপ অপরাজিতা নামে মহাপ্রভাবা এই সুরমহৌষধি প্রদান করিয়াছেন, ইহা ভূমিতে পতিত হইলে, মাতা পিতা ব্যতীত আর কেহই গ্রহণ করিতে পারে না।

রাজা। যদি গ্রহণ করে ?

প্রথমা। গ্রহণ করিলে সর্প হইয়া দংশন করে।

রাজা। আপনারা ইহা কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?

উভে। কত বার।

রাজা। (সহর্ষ) তবে আমি এ পর্য্যন্ত স্বীয় মনোরথ কেন না পূর্ণ করিতেছি। (ইহা কহিয়া বালককে আলিঙ্গন করিলেন।)

দ্বিতীয়া। সুব্রতে। আইস, শীঘ্র গিয়া এই বৃত্তান্ত, নিয়ম-ব্যাকুলা শকুন্তলাকে নিবেদন করি। (উভয়ে প্রস্থান করিলেন।)

বালক। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মার কাছে যাই।

রাজা। পুত্র ! আমার সহিত থাকিয়া তোমার মাতাকে অনান্দিত করিও।

বালক। দুষ্মন্ত আমার পিতা, তুমিতো নও।

রাজা।(ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই বিবাদেই আমার প্রত্যয় জন্মিল।

অনন্তর একবেণীহস্তা শকুন্তলা
উপস্থিত।

শকু। (সবিতর্ক) সর্ব্বদমনের ওষধি পরহস্ত স্পৃষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে রক্ষা করিয়াছে শুনিয়াও আমার সৌভাগ্যের প্রত্যাশা নাই ; অথবা, মিশ্রকেশী যাহা বলিয়াছেন সেইরূপই বা হয়।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন।)

রাজা। (হর্ষ ও খেদের সহিত) অয়ে ! এই কি সেই প্রিয়তমা শকুন্তলা ?

ধূষর বরণ, দুখানি বসন,
আহা মরি পরিধান।
শিরোপরি আর, একবেণী সার,
দেখিয়ে বিদরে প্রাণ ॥
করুণাবিহীন, আমি অতি হীন,
আমারি বিরহ ব্রত।
করি আচরণ, বিশুষ্ক বদন,
সহিছে যাতনা এত ॥

শকু। (রাজাকে বিরহতাপে বিবর্ণ দেখিয়া তর্ক করিতে করিতে,)

ইনিই কি সেই আর্য্যপুত্র? না, তবে কে গাত্রসং-
সর্গে আমার পুত্রকে দূষিত করিতেছে!

বালক। (মাতার নিকটে গিয়া) মা মা ও কে? আ-
মাকে পুত্র বলিয়া সস্নেহে সম্ভাষণ করিতেছে?

রাজা। প্রিয়ে! তোমার প্রতি আমি যেরূপ নিষ্ঠুরতা
আচরণ করিয়াছিলাম তাহা বলিবার নয়, এই-
ক্ষণে ভাগ্যবশতঃ আমাদের মিলন হইল, তুমি
প্রত্যাখ্যান দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ
মার্জ্জনা কর।

শকু। (স্বগত) হৃদয়! আশ্বাসযুক্ত হও, আশ্বাসযুক্ত হও,
দৈব হিংসা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি
সদয় হইয়াছেন, ইনিই আর্য্যপুত্র ইহাতে কোন
সন্দেহ নাই।

রাজা। গ্রহণান্তে শশি সঙ্গে, রোহিণীর যথা রঙ্গে,
মহা সুখে হয় সঙ্ঘটন।
সেরূপ অজ্ঞান তম, হৃদয় ত্যজিলে মম,
তব সহ হইল মিলন॥

শকু। (সহর্ষে) আর্য্যপুত্র! জয়ী হউ—(এই অর্দ্ধ বলিতে
বলিতে বাষ্পবারিতে একেবারে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বি-
রত হইলেন।)

রাজা। যদি ওলো ধনি, সুধাংশু বদনি,
দিতে জয় ধ্বনি, করিয়ে মনে।

" স্বামী তব জয়, যেন সদা হয়, „
এই বাক্যদ্বয়, আনি বদনে ॥
অমনি নয়ন, করি বরিষণ,
মুখের বচন, রাখিলে মুখে।
তবু তবানন, করি দরশন,
জয়ী এই জন, হইল সুখে ॥

বালক। মা ও কে? ওকে দেখে কাঁদ্‌চিস কেন?

শকু। বাছা! ও কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর? (রোদন করিতেই লাগিলেন।)

রাজা। মোহে মুগ্ধ হয়ে প্রিয়ে তোমারে তখন।
বিনা অপরাধে করেছিলাম বর্জ্জন ॥
এখন সকল দুঃখ কর বিসর্জ্জন।
জানি মনে এ সব বিধির বিড়ম্বন ॥
শুভ কার্য্যে কভু হয় অশুভ ঘটন।
দৈবগতি বুঝিবারে পারে কোন্ জন ॥
পুষ্পমালা দিলে শিরে অন্ধের যেমন।
সর্পের শঙ্কায় তাহা ত্যজে সেইক্ষণ ॥

(ইহা কহিয়া পদতলে পতিত হইলেন।)

শকু। আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ, তোমার দোষ নাই, আমারি অদৃষ্টের দোষ, কেননা আপনি আমার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার নিদর্শন।

(রাজা উত্থান করিলেন।)

শকু। কি রূপে এই দুঃখিনী পুনর্ব্বার আপনার স্মরণ পথে পতিত হইল?

রাজা। অগ্রে বিষাদরূপ শেল হৃদয়হইতে উত্তোলন করি, পশ্চাৎ কহিব।

তব অশ্রুধারা প্রিয়ে, স্বচক্ষেতে নিরখিয়ে,
মোহে তাহা করেছি হেলন।
আজি সেই আঁখি নীরে, মুছাইয়ে দিয়ে ফিরে,
সন্তাপ করিব নিবারণ॥

(ইহা কহিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছাইতে উদ্যত হইলেন।)

শকু। (চক্ষুর জল মুছিয়া অঙ্গুরীয় অবলোকন পূর্ব্বক) আর্য্যপুত্র! এই সেই অঙ্গুরীয়?

রাজা। হাঁ, ইহার প্রাপ্তিতেই তোমাকে আমার স্মরণ হইয়াছে।

শকু। আমি ইহার দ্বারা আপনার প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতাম, কিন্তু সে সময়ে ইহা আমার দুর্লভ হইয়াছিল।

রাজা। প্রিয়ে! তুমি এই অঙ্গুরীয় ধারণ কর, যেমন লতাকুসুম সংযোগে ঋতুসমাগম বুঝাযায়, সেই রূপ ইহাও আমাদিগের মিলনসূচক হউক।

শকু। আর আমার উহাতে বিশ্বাস নাই, আপনিই ধারণ করুন।

মাতলির পুনরাগমন।

মাত। মহারাজ! অদ্য আপনি ধর্ম্মপত্নীর সমাগমে ও পুত্ত্রমুখ সন্দর্শনে পরম সৌভাগ্যশালী হইলেন।

রাজা। সুহৃদের অনুগ্রহেই আমার মনোরথ সাধুতর ফলযুক্ত হইয়াছে।

মাতলে! এই বিষয় ভগবান্ ইন্দ্র জ্ঞাত হইয়াছেনতো?

মাত। (ঈষৎ হাস্যমুখে) দেবতাদিগের কি কিছু অপ্রত্যক্ষ থাকে? মহারাজ! সম্প্রতি ভগবান্ কশ্যপ আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করেন।

রাজা। প্রিয়ে! পুত্ত্রকে ক্রোড়ে কর, তোমাকে অগ্রে করিয়া ভগবান্ কশ্যপকে দর্শন করিব।

শকু। আর্য্যপুত্ত্র! তোমার সহিত গুরুজনের নিকট যাইতে লজ্জা হয়।

রাজা। মঙ্গল সময়ে এপ্রকার আচরণ করিতে হয়; চল, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। (ইহা কহিয়া উভয়ে একত্র গমন করিলেন।)

অদিতির সহিত একাসনে মহর্ষি কশ্যপ উপবেশন করিয়া আছেন।

কশ্যপ। (রাজাকে অবলোকন করিয়া অদিতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক,)

রণস্থলে তব পুত্রে সাহায্য করিতে।
ইঁহার গমন হয় অমরপুরীতে॥
ভুবন পালক ইনি দুষ্মন্ত রাজন।
যাঁর ধনু দেবকার্য্য করে সম্পাদন॥
বজ্রপাণি যেই বজ্র করেন ধারণ।
সে কেবল শোভা মাত্র স্বন্ধ আভরণ॥

অদিতি। আকৃতি দেখিয়াই ইঁহার প্রভাব বুঝিতে পারিয়াছি।

মাত। ভূপতে! ঐ অখিল দেবগণের জনক জননী কশ্যপ ও অদিতি, ইঁহারা পুত্রপ্রীতিসূচক চক্ষুদ্বারা তোমাকে অবলোকন করিতেছেন; উঁহাদিগের নিকটে গমন করুন।

রাজা। মাতলে!

মুনিগণ যাঁরে কন তেজের কারণ।
যিনি দেব দিবাকর বিশ্বের লোচন॥
আর দেব যজ্ঞেশ্বর জগতপালন।
পূর্ণব্রহ্ম স্বষ্টিকর্ত্তা এই তিন জন॥
এসবারে পূর্ব্বে করেছেন জন্মদান।
এই সে অদিতি আর কশ্যপ ধীমান?

মাত। হাঁ মহারাজ।

রাজা। (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক) আমি দেবরাজের কিঙ্কর দুষ্মন্ত, আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

কশ্যপ। বৎস! চিরজীবী হইয়া পৃথিবী পালন কর।

অদিতি। পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হও।

(শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া উভয়ের চরণে প্রণিপাত করিলেন।)

কশ্যপ। বৎসে!

হউন তোমার স্বামী ইন্দ্রের সমান।
জয়ন্তের তুল্য তব হউক সন্তান॥
কি করিব আশীর্ব্বাদ তোমাকে বিস্তর।
ইন্দ্রাণীর তুল্যা তুমি হও অতঃপর॥

অদিতি। যাদু! ভর্ত্তার বহুমতা হও। এই দীর্ঘায়ু সন্তান মাতৃপিতৃকুল উজ্জ্বল করুক। কেন দাঁড়ায়ে রহিলে, এইখানে উপবেশন কর।

(তাঁহারা উপবেশন করিলেন।)

কশ্যপ। (প্রত্যেককে নির্দ্দেশ করিয়া)

এই সাধ্বী শকুন্তলা এই সুকুমার।
উপস্থিত এইস্থানে আপনিও আর॥
কালে তোমাদের এই তিনের মিলন।
শ্রদ্ধা, বিত্ত, বিধি যথা একত্র ঘটন॥

রাজা। ভগবন্! প্রথমে অভীষ্টসিদ্ধি, পশ্চাতে আপনাদিগের সহিত দর্শন, ইহা অপূর্ব্ব অনুগ্রহ দেখিতেছি।

পুষ্পোদ্গম অগ্রে হয় পরে ফলোদয়।
প্রথমে মেঘের সৃষ্টি পরে বৃষ্টি হয়॥
কার্য্যকারণের ভাব এরূপ নিশ্চয়।
তব প্রসন্নতা পূর্ব্বে মম ফলোদয়॥

মাত। এইরূপেই বিশ্বগুরুগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

রাজা। ভগবন্! আপনাদিগের এই দাসী শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিয়দ্দিনের পর, ইহাঁর বন্ধুগণকর্ত্তৃক ইনি আমার নিকট আনীতা হইলে, স্মৃতিশৈথিল্যপ্রযুক্ত নিরাকরণ করিয়াছিলাম, অতএব যুষ্মদ্‌গোত্রীয় মহর্ষি কণ্বের সমীপে আমি অতিশয় অপরাধী হইয়াছি। পশ্চাৎ অঙ্গুরীয় প্রাপ্তিতে স্মরণ পাইয়া ইহাকে জ্ঞাত হইয়াছি, এইক্ষণে এই ঘটনায় আমার সমধিক আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। কেননা

সম্মুখেতে করী, দরশন করি,
প্রথমে বোধ না হয়।
তার পদ চিহ্ন, ভাবিয়ে অভিন্ন,
পরে হয় জ্ঞানোদয়॥
মহা মোহতম, সেইমত মম,
হৃদয়ে প্রবেশ করি।
করেছিল হায়, অবোধ আমায়;
বুঝিবারে কিছু নারি॥

কশ্যপ। বৎস! তোমার কোন অপরাধ নাই, সম্মোহ তোমাতে উপপন্ন হইয়াছিল, তবে শ্রবণ কর।

রাজা। অবহিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন।

কশ্যপ। যখন অপ্সরাতীর্থ হইতে প্রত্যাখ্যানকাতরা শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া মেনকা, অদি-

তির নিকট উপস্থিত হন, তখন আমি ধ্যানে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম, যে দুর্ব্বাসার শাপে এই তপস্বিনী সহধর্ম্মিণী শকুন্তলা, প্রত্যাদিষ্টা হইয়াছিল, এবং অঙ্গুরীয় দর্শনে শাপের পর্য্যবসান হইবে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) এখন আমি নিন্দাহইতে মুক্ত হইলাম।

শকু। (স্বগত) আর্য্যপুত্র আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন নাই, কেবল শাপপ্রভাবেই আপনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আমি ভাবশূন্যহৃদয়া হইয়া এই শাপ শ্রবণ করি নাই, যেহেতু সখীরা আমাকে অত্যাদরে বলিয়াছিলেন যে " তোমার ভর্ত্তাকে অবশ্য অবশ্য এই অঙ্গুরীয় দেখাইও।,,

কশ্যপ। (শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) বৎসে! তুমি কারণ বিদিত হইয়াছ, অতএব আর স্বামির প্রতি ক্রোধ করিও না।

শাপেতে বঞ্চিত তুমি আছিলা নিশ্চিত।
হয়েছিল তব পতি তাহাতে বিস্মৃত॥
এখন হয়েছে বোধ পতির তোমার।
এবে পতি প্রতি তব হল অধিকার॥
প্রতিবিম্ব নাহি পড়ে সমল দর্পণে।
নির্ম্মল হইলে পড়ে বুঝে দেখ মনে॥

রাজা। ভগবন্! যাহা বলিলেন তাহাই বটে।

কশ্যপ। বৎস! তুমি এই সন্তানকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ

কর, আমরা শাস্ত্রানুসারে ইহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়াছি।

রাজা। ভগবন্! এসকল বিষয়ে আপনারাই প্রভু।

কশ্যপ। এইক্ষণে শৌর্য্যপ্রভাবচক্রবর্ত্তি পুত্রদ্বারা মান প্রাপ্ত হও।

অবারিত রথোপরে করি আরোহণ।
সপ্তদ্বীপে অধিপতি হবে এ নন্দন॥
এক্ষণে হিংস্রক গণে করিয়ে দমন।
করেছেন নাম সর্ব্বদমন ধারণ॥
এর পর ভুবনে করিয়ে অধিকার।
ভরত নামেতে খ্যাতি হইবে ইহাঁর॥

রাজা। ভগবন্। আপনি যখন ইহার সংস্কার করিয়াছেন তখন সকলি সম্ভব।

অদিতি। কন্যার মনোরথের সাকল্য সম্বাদ ভগবান্ কণ্বকে জ্ঞাত করাও, মেনকা প্রায় এখানে সন্নিহিত থাকেন তিনি অচিরে জানিতে পারিবেন; ভগবান্ কণ্বকে শীঘ্র এই শুভ সম্বাদ দেওয়া আবশ্যক।

শকু। (স্বগত) আমার অভিলাষ ভগবতী অদিতি কহিয়া দিলেন।

কশ্যপ। তপঃপ্রভাবে কণ্বের সকলি প্রত্যক্ষ হইয়াছে; (চিন্তা করিয়া) তথাপি সপুত্রা কন্যার স্বামিকর্ত্তৃক পুনর্গ্রহণবার্ত্তা, তাঁহাকে শ্রবণ করান কর্ত্তব্য।

এখানে কে আছ হে—

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। ভগবান্ আজ্ঞা করুন।

কশ্যপ। গালব! পূজ্য কণ্বমুনির নিকট গমন করিয়া এই প্রিয়বৃত্তান্ত নিবেদন কর, যে দুর্ব্বাসার শাপ নিবৃত্তিতে দুষ্মন্ত স্মৃতি পাইয়া, পুত্রবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

(বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

কশ্যপ। (রাজার প্রতি) বৎস! এখন স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিয়া, নিজ রাজধানীতে গমন কর।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্! যাহা আজ্ঞা করিলেন।

কশ্যপ। সম্প্রতি

তব রাজ্যে সুবর্ষণ, করুন সুররাজন,
তুমি যজ্ঞে তাঁরে তুষ্ট কর।
স্বর্গ আর মর্ত্তলোকে, পুলকিত রাখ লোকে,
এ প্রকার করি পরস্পর॥

রাজা। ভগবন্! যথাশক্তি মঙ্গলানুষ্ঠানে ত্রুটি করিব না।

কশ্যপ। বৎস! বল, তোমার আর কি প্রিয় সাধন করিব।

রাজা। ইহা অপেক্ষাও আর প্রিয় আছে? তথাপি ইহা-হউক।

আমার থাকুক মতি, হিতার্থে প্রজার প্রতি,
বেদমাতা সরস্বতী, যেন হীনা হন্ না।
অনন্ত শকতি যাঁর, যিনি নিত্য নিরাকার,
জন্ম মম পুনর্ব্বার, যেন আর দেন না॥

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

সম্পূর্ণ।